হাতের ভাষা

প্রথম খণ্ড

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

করাঙ্ক ও কর-রেখা দেখিয়া মানবের ভূত, ভবিষ্যৎ ও
বর্ত্তমান অবস্থা নির্দ্ধারণের একমাত্র পুস্তক

জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত শ্রীবিপিনবিহারী দেবশর্ম্মা
জ্যোতিঃশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, জ্যোতির্ভূষণ, তান্ত্রিকাচার্য্য
প্রণীত
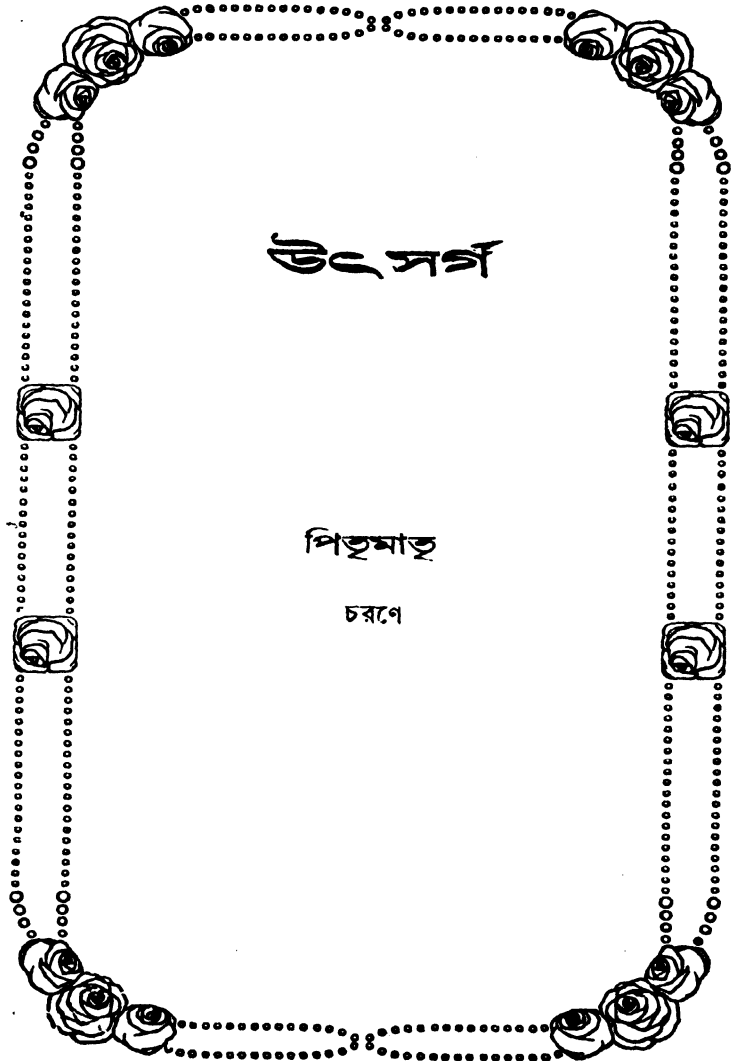
উৎসর্গ

পিতৃমাতৃ

চরণে

শ্রী বিপিন-বিহারী জ্যোতিঃ শাস্ত্রী

নিবেদন

ভবিষ্যৎ জানিতে কাহার না সাধ হয়? কিন্তু সামুদ্রিক শাস্ত্রাভিজ্ঞ জ্যোতিষী বা জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় সহজবোধ্য পুস্তকাদির অভাব, কিংবা অন্যান্য কারণে অনেকের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের ফলাফল জানিবার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে। সে কারণ, যাহাতে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেই নিজের বা অন্যের জীবন (ভাগ্য) ফল অনায়াসে নির্ণয় করিতে সমর্থ হন, এতদুদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ বিরচিত হইল। বঙ্গবাণীর বেদীতলে, স্বনামধন্য জ্যোতির্ব্বিদ্ রাসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় ও রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়-প্রদত্ত অর্ঘ্য জ্যোতিষতত্ত্বান্বেষীর অমূল্য সম্পদ্। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার্থিগণের পক্ষে উহা সহজবোধ্য নহে বলিয়া ভারতীয় ও পশ্চাত্ত্য মতের সমন্বয়ে বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি সহ, আমার আজীবন সাধনা ও অভিজ্ঞতার ফল, সহজবোধ্য সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া সুধী সমাজে প্রকাশ করিলাম। যদি কেহ ইহা পাঠে নিজ ভাগ্যফল আংশিকভাবেও নির্ণয় করিতে সমর্থ হন, তবে আমার শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইবে এবং আমিও ধন্য হইব; যে সকল জ্যোতিষে আস্থাবান্ বন্ধুর প্ররোচনায় আমি এই গ্রন্থ প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছিলাম, তাঁহারা আমা অপেক্ষাও সুখী হইবেন, সন্দেহ নাই। পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, বন্ধুবর প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

এবং স্নেহাস্পদ্ শ্রীমান্ প্রিয়নাথ দাশ মহাশয়গণের অদম্য উৎসাহ ও সহায়তা ব্যতীত আমার অবসরহীন কর্ম্মক্লান্ত জীবনে এই গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচার সম্ভবপর হইত না। ইতি

নবগ্রহ মন্দির
১৬নং কাশী মিত্র ঘাট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
অগ্রহায়ণ, শুক্লা, একাদশী, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ।

বিনীত
শ্রীবিপিনবিহারী দেবশর্ম্মা

দ্বিতীয় সংস্করণ

ভগবৎ কৃপায় শিক্ষার্থী, অনুসন্ধিৎসু ও জ্যোতিষব্যবসায়িগণের আগ্রহে হাতের ভাষা, প্রথম খণ্ড সংবৎসর মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়াছিল। কিন্তু এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রণয়নে ব্যাপৃত থাকায় প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে বিলম্ব হইয়াছে। আশা করি, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত এই সংস্করণও সুধী-সমাজে সমাদৃত হইবে। ইতি

জন্মাষ্টমী,
১৩৪০ বঙ্গাব্দ।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

শুক্রবন্ধনী

তর্জ্জনী ও মধ্যমার মধ্য হইতে অনামিকা ও কনিষ্ঠার মধ্য পর্য্যন্ত (কোন কোন ক্ষেত্রে, ৮৭ পৃঃ ৮৮ নং চিত্রানুরূপ বৃহস্পতি স্থানে তর্জ্জনীর নিম্ন হইতে বুধস্থানে কনিষ্ঠার নিম্ন পর্য্যন্ত) প্রসারিত অর্দ্ধ বৃত্তাকার রেখাকে (চিত্র নং ৯৬) শুক্রবন্ধনী বলে। করতলে শুক্রবন্ধনী থাকিলেই যে জাতক লম্পট হইবে, এরূপ নহে। প্রকার-ভেদে ইহা বিভিন্ন প্রকার ফল প্রদান করে। শুক্রবন্ধনী নাতিস্থূল, অভগ্ন ও সুগোল হইলে জাতকের পক্ষে শুভকর হইয়া থাকে। ইহা আত্মোন্নতি, পরমার্থ চিন্তা, সাহিত্য, পদ্য-রচনা, সম্মোহন ও ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় পারদর্শিতার লক্ষণ।

চিত্র নং ৯৬

এইরূপ শুক্রবন্ধনী-বিশিষ্ট জাতক ইন্দ্রিয়াসক্ত, লম্পট না হইয়া প্রণয়-রসাত্মক উপন্যাসাদি পাঠে বা প্রেমোপন্যাস লিখিয়া তৃপ্ত হয়। চিত্রকর, শিল্পী, অভিনেতা, বক্তা বা লেখকগণের হস্তে প্রায় এইরূপ পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ শুক্রবন্ধনী দৃষ্ট হয়।

চিত্র নং ৯৭

প্রবল শুক্রবন্ধনী অতীব মন্দ। একটি গভীর রক্তবর্ণ রেখাবিশিষ্ট এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা দ্বারা কর্ত্তিত অনুচ্চ শুক্র-ক্ষেত্রবিশিষ্ট জাতক অসংযমী, উদ্দাম, ইন্দ্রিয়দাস ও কুপ্রবৃত্তি-সম্পন্ন হয়।

মধ্যভাগ-হীন অসম্পূর্ণ শুক্রবন্ধনী থাকিলে ভাব-বিপর্য্যয়, ভাবপ্রবণ, সামান্য কারণে বিচলিত (তুষ্ট বা রুষ্ট) ভাব ও স্নায়বিক উত্তেজনা, চরিত্রদোষ, হিষ্টিরিয়া রোগিগণের ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট বলিয়া চিন্তা করিবে। নানাস্থানে ভগ্ন শুক্রবন্ধনীর জাতককে তুষ্ট করা অতীব কঠিন। ইহা ঘৃণিত লম্পটগণের হস্তে দৃষ্ট হয়।

চিত্র নং ৯৮
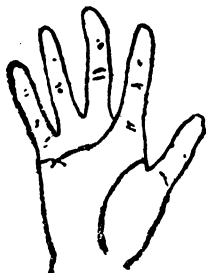
চিত্র নং ৯৯

শুক্রবন্ধনী যদি বুধস্থানে গমন করিয়া বিবাহরেখাকে কর্ত্তন করে তবে জাতক স্বার্থপর, হৃদয়হীন ও নিষ্ঠুর হয় এবং পতি বা পত্নীর সহিত অপ্রিয় ব্যবহার করিয়া বিবাহিত জীবন দুঃখময় করিয়া থাকে।

একাধিক অনুগ রেখাযুক্ত শুক্রবন্ধনী থাকিলে জাতক মনুষ্যত্বহীন কামুক হয় ও অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে। এইরূপ পশুপ্রবৃত্তির লম্পটগণ পশুযোনি বিহারে তৃপ্তি পাইয়া থাকে।

চিত্র নং ১০

তারকা চিহ্নযুক্ত শুক্রবন্ধনী উপদংশ, প্রমেহাদি রোগ ও তজ্জনিত বাত এমন কি, পক্ষাঘাত রোগে মৃত্যুর লক্ষণ।

চিত্র নং ১০১

বৃহস্পতি স্থান হইতে না উঠিয়া শনিস্থান হইতে বুধক্ষেত্র পর্য্যন্ত শুক্রবন্ধনী প্রসারিত থাকিলে জাতক শঠ, মিথ্যাবাদী, লম্পট, একঘেয়ে স্বভাববিশিষ্ট ও চিন্তা-শক্তির অভাবগ্রস্ত হয়। অন্য রেখা দ্বারা শুক্রবন্ধনী রবিস্থানে কর্ত্তিত হইলে চরিত্রদোষে অর্থহানি হয়। উচ্চ চন্দ্র ও শুক্রক্ষেত্রবিশিষ্ট করতলে যদি শুক্রবন্ধনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা দ্বারা খণ্ডিত হয় তবে জাতকের চ্ছর্বা, হিষ্টিরিয়া বা বায়ুরোগ হয়।

বিবাহরেখা

করতলের বিভিন্ন স্থানে অঙ্কিত এক বা ততোঽধিক রেখাবিশেষ দ্বারা বিবাহ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য জানিতে পারা যায় বলিয়া ঐগুলিকে বিবাহ-রেখা বলে। তন্মধ্যে করতলের পার্শ্বদেশে হৃদয়রেখার প্রান্তভাগ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশের মধ্যবর্ত্তী বুধক্ষেত্রে অঙ্কিত ক্ষুদ্র রেখাটি (চিত্র নং ১০২) বিবাহরেখাগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইহা গভীর বা স্পষ্ট হইলে বিবাহ হইবেই। অস্পষ্ট, ক্ষুদ্র, ক্ষীণ বা খণ্ডিত বিবাহরেখাবিশিষ্ট জাতক শাস্ত্র-সম্মত উপায়ে বিবাহিত না হইলেও প্রণয়াসক্ত হইয়া বিবাহিতের ন্যায় জীবন যাপন করে। বিবাহরেখার অনুগ স্পষ্ট যে কয়েকটি রেখা থাকিবে জাতকের

চিত্র নং ১০২

ততগুলি বিবাহ হইবে। কিন্তু জাতকের পত্নী-হস্তেও যদি এই প্রকার একাধিক বিবাহরেখা থাকে তবে জাতকের একাধিক বিবাহ হইবে না।

বিবাহরেখা হৃদয়রেখাভিমুখে অত্যধিক অবনমিত হইলে জাতকের জীবিতাবস্থায় পতি বা পত্নীর মৃত্যু হইবে। এই রেখার প্রান্তভাগ শাখাবিশিষ্ট হইয়া দ্বিধাবিভক্ত হইলে মনোমালিন্য, প্রণয়ভঙ্গ ও কলহ হইবেই।

চিত্র নং ১০৩

চিত্র নং ১০৪

বিবাহরেখা হইতে নির্গত শাখা রেখাটি হৃদয়রেখা স্পর্শ বা খণ্ডিত করিলে বিবাহ-বিচ্ছেদ (বিবাহিতের সহিত সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ বা বিচ্ছিন্ন হওয়া) অনিবার্য্য।

প্রারম্ভেই বিবাহরেখা শাখাবিশিষ্ট বা যবচিহ্নযুক্ত হইলে 'বাগ্‌দত্তের' সহিত বিবাহ হয় অথবা বিবাহ সম্বন্ধ নির্ণীত হইবার বহু পরে উহা সম্পন্ন হয়।
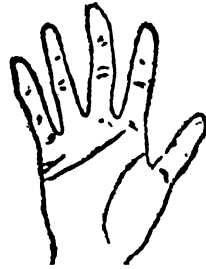
চিত্র নং ১০৫

হৃদয়রেখার সাতিশয় নিকটবর্ত্তী বিবাহরেখাবিশিষ্ট জাতকের অষ্টাদশ বর্ষ বয়সের মধ্যেই বিবাহ হইয়া থাকে। হৃদয়রেখা হইতে বিবাহ-রেখার ব্যবধান অনুযায়ী অল্প বা অধিক বয়সে বিবাহ সংঘটিত হয়।
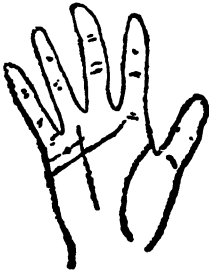
চিত্র নং ১০৬

রবিরেখা-স্পর্শকারী বিবাহরেখাবিশিষ্ট জাতকের, জাতক অপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ও ধনীর সহিত বিবাহ হইবেই। কিন্তু যদি বিবাহরেখা রবিরেখা খণ্ডন করে তবে দম্পতির সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার তারতম্য হেতু বিবাহিত জীবন অতীব অশান্তিপূর্ণ হয়, এমন কি, বিবাহলব্ধ অর্থ ও প্রতিপত্তি নাশ হইয়া থাকে।

বিবাহরেখা সুস্পষ্ট হইলেও, যদি উহা নিম্নমুখী বহু শাখাবিশিষ্ট হয়, তবে জাতকের ক্ষীণস্বাস্থ্য, রোগভোগাদি জন্য মনকষ্ট ও অর্থব্যয় হইবেই। উপরন্তু, জাতকের জীবদ্দশায় পতি বা পত্নীর মৃত্যু বা মৃতকল্পের ন্যায় অবস্থা হইয়া থাকে।

চিত্র নং ১০৭

বিবাহরেখা ছিন্ন হইলে দাম্পত্য-কলহ, বিচ্ছেদ ও পতি বা পত্নীহানি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বিভক্ত রেখা দুইটি যদি পরস্পরের দিকে স্বল্প ব্যবধানে বিস্তৃত থাকে তবে পুনর্মিলন হইবেই এবং পতি বা পত্নী-হানি হয় না।

চিত্র নং ১০৮

অবনমিত বিবাহরেখায় ক্রশ বা তারকা চিহ্ন থাকিলে জাতকের জীবিত কালেই পতি বা পত্নীর আকস্মিক বা অপঘাতে মৃত্যু ঘটে।

বুধক্ষেত্রে ক্ষুদ্র গভীর রেখা কর্ত্তৃক বিবাহরেখা কর্ত্তিত হইলে বাধা সত্ত্বেও বিবাহ, এমন কি, অভিভাবকগণের অনিচ্ছা হেতু প্রণয়ী-যুগল নিভৃতে বা পলায়ন করিয়া অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

চিত্র নং ১০৯

বিবাহরেখার নিম্নেই সূক্ষ্ম অনুগ রেখা থাকিলে বিবাহিত হইলেও অন্যে আসক্ত হয়।

চিত্র নং ১১০

যব চিহ্নযুক্ত বিবাহরেখাবিশিষ্ট জাতকের দাম্পত্য-জীবন কলহপূর্ণ ও অশান্তিময় হয়। বুধক্ষেত্রে বিবাহরেখায় কৃষ্ণবর্ণের তিলবি৷শষ্টা কন্যা বিধবা হয়।

বিবাহরেখার শাখাবিশিষ্ট অবনমিত প্রান্তভাগ হইতে একটি তির্য্যক্ রেখা নিঃসৃত হইয়া শুক্রক্ষেত্রে উপনীত হইলে মনোমালিন্য ঘটে ও ফলে স্বামী-স্ত্রীর পৃথক্ বাস সূচিত হয়। মতান্তরে শুক্রস্থান হইতে উদ্ভূত তির্য্যক্ রেখা সরল ভাবে আয়ুঃ, শিরঃ ও হৃদয়রেখা কর্ত্তন করিয়া বুধক্ষেত্রগত হইলে কন্যা বিধবা হয়।

চিত্র নং ১১১

বিবাহরেখার প্রান্তস্থ শাখা হইতে হৃদয়রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত রেখা থাকিলে জাতকের মন্দ ব্যবহার ও পীড়ন জন্য বিবাহিত জীবন বিষময়, এমন কি, এই জন্য মৃত্যুও ঘটে।

চিত্র নং ১১২

বিবাহরেখা শিরোরেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে বা অন্য কোন রেখা দ্বারা শিরোরেখার সহিত সংযুক্ত হইলে মতানৈক্যহেতু (বিশেষতঃ ধর্ম্মসম্বন্ধে পরস্পর বিভিন্ন মতাবলম্বী হওয়ায়) পতি-পত্নীর মধ্যে কলহ, অশান্তি, এমন কি বিচ্ছেদও হয়।

বিবাহরেখা পার্শ্বস্থিত চিত্রানুরূপ যবচিহ্নযুক্ত, বক্র ও অবনমিত হইয়া হৃদয়রেখা স্পর্শ বা অতিক্রম করিলে জাতকের পতি বা পত্নীর দুর্ভাগ্য, রোগ ভোগ, কষ্ট, আঘাতাদিপ্রাপ্তি, এমন কি তজ্জনিত মৃত্যু হইবেই।

চিত্র নং ১১৩

বিবাহরেখা হইতে নিঃসৃত উর্দ্ধগামী একটি ক্ষুদ্র রেখা রবিক্ষেত্রে রবি-রেখাকে স্পর্শ করিলে বিবাহে প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তিপ্রাপ্তি এবং সর্ব্ববিষয়ে সাফল্য লাভ হইয়া থাকে।

চিত্র নং ১১৪

বিবাহরেখার প্রান্তস্থ শাখা হইতে নির্গত রেখায় যব চিহ্ন থাকিলে, বিবাহের ফলে সম্মান ও প্রতিপত্তি-নাশ এবং কলঙ্ক হয়।

চিত্র নং ১১৫

ঊর্দ্ধাভিমুখে বক্র ক্ষুদ্র বিবাহরেখা-বিশিষ্ট জাতকের প্রগাঢ় ইচ্ছা বা প্রণয় সত্ত্বেও বিবাহ সংঘটিত হয় না।

চিত্র নং ১১৬

একাধিক যবচিহ্নযুক্ত বা শৃঙ্খলবৎ বিবাহরেখাবিশিষ্ট জাতকের বিবাহ না করাই কর্ত্তব্য। এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট জাতকের বিবাহিত জীবন অতীব অশান্তিপূর্ণ হয় এবং নানা কারণে সর্ব্বদাই কলহ অনিবার্য্য।

রাহু বা শুক্রক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইয়া (৬-৭—চিত্র নং ১১৭) মঙ্গল বা বুধস্থানে বিবাহরেখাভিমুখে প্রসারিত এক বা ততোঽধিক রেখা (ইহাকেও বিবাহরেখা বলে) থাকিলে বিবাহে বাধা-বিঘ্ন ঘটে।

রাহুক্ষেত্র হইতে নিঃসৃত বিবাহরেখা দ্বারা কলহাদি এবং শুক্রক্ষেত্র হইতে উদ্গত বিবাহরেখা হইতে ষড়যন্ত্র বা সামান্য রকমের বাধা সূচিত হয়।
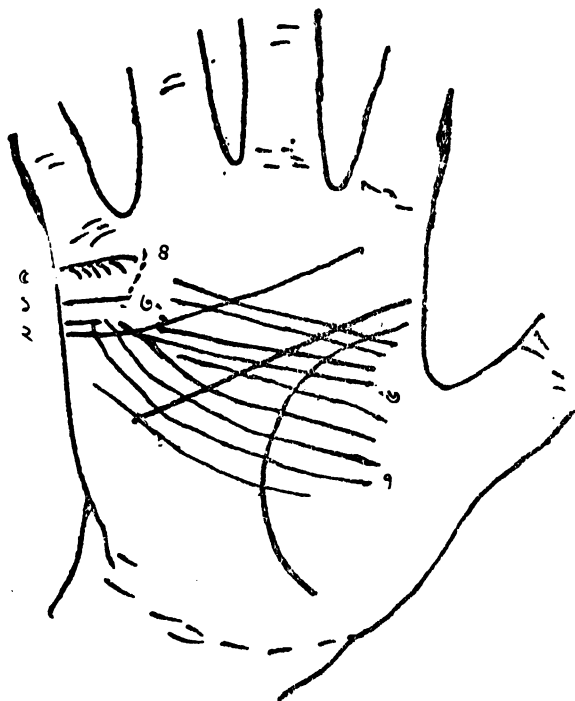
চিত্র নং ১১৭

বিবাহরেখার প্রান্তভাগ নিম্নগামী (১-৩— চিত্র নং ১১৭) হইয়া হৃদয়-রেখা স্পর্শ করিলে পতি বা পত্নীবিয়োগ ঘটে। বিবাহরেখার প্রান্ত ভাগ ঊর্দ্ধগামী হইলে (১-৪ চিত্র নং ১১৭) জাতক অবিবাহিত থাকে।

বিবাহরেখার অনুগ ক্ষুদ্র ক্ষীণ রেখা থাকিলে (২—চিত্র নং ১১৭) আর একটি বিবাহ না হইয়া অন্যের প্রতি প্রণয়াসক্তি ঘটে।

১১৭ নং চিত্রে অঙ্কিত ৫ সংখ্যক বিবাহরেখার ফলাফল জন্য ১০৭ নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

ভগ্ন বা ছিন্ন বিবাহরেখা পতি বা পত্নী-বিয়োগ পরিচায়ক। (চিত্র নং ১০৮)
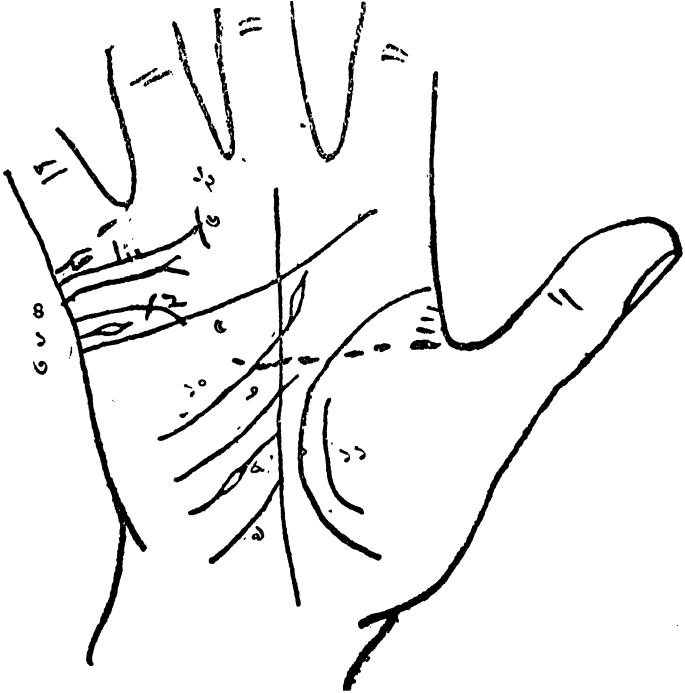
চিত্র নং ১১৮

বিবাহরেখা যে স্থান হইতে বক্র ও অবনমিত হইয়াছে, সেই স্থানে ক্রশ বা সেই স্থান অন্য একটি ক্ষুদ্র রেখা দ্বারা কর্ত্তিত হইলে (২—চিত্র নং ১১৮)

আকস্মিক দুর্ঘটনা বা হঠাৎ রোগে, এবং ঐ অবনমিত অংশ হৃদয়রেখা স্পর্শ করিলে দীর্ঘকালব্যাপী অসুস্থতা বা রোগভোগে জাতকের পতি বা পত্নীর মৃত্যু হইবে। কিন্তু যদি উক্ত রেখা হৃদয়রেখা ভেদ করিয়া দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া মঙ্গল বা রাহুক্ষেত্রে উপনীত হয় (৫—চিত্র নং ১১৮) তবে স্বামী-স্ত্রীর স্থায়ী বিচ্ছেদ হইবেই। উপরন্তু, এই সম্পর্কে মামলা-মোকদ্দমাও ঘটিবে।

চন্দ্রক্ষেত্র হইতে নিঃসৃত একটি রেখা (৭— চিত্র নং ১১৮) ভাগ্যরেখা স্পর্শ করিলে স্পর্শিত স্থলে, ভাগ্যরেখায় যে বয়স অনুমিত হইবে, সেই বয়সে বিদেশে বা ভ্রমণকালে সম্বন্ধ-নির্ণয় ও বিবাহ হইয়া থাকে ; এবং তাহাতে জাতকের অর্থ লাভ হয়। কিন্তু উহা ভাগ্যরেখা অতিক্রম করিলে প্রণয় ও সুখভঙ্গ হয়। উপরন্তু, এই রেখা রাহুক্ষেত্র পর্য্যন্ত প্রসারিত থাকিলে ঘৃণা ও বিদ্বেষের ফলে জাতকের জীবন দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠে।

চন্দ্রক্ষেত্র হইতে উত্থিত এবং ভাগ্যরেখার সহিত মিলিত রেখায় যব চিহ্ন ভাল নহে (৮—চিত্র নং ১১৮)। ইহা জাতকের অতীত জীবনের কলঙ্ক-কাহিনী প্রকাশ করে। উভয় রেখার সঙ্গম-স্থান হইতে ভাগ্যরেখা ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হইলে অশুভ ; এবং স্পষ্ট ও প্রবল হইলে শুভদায়ক।

চন্দ্রক্ষেত্র হইতে উত্থিত এই রেখা ভাগ্যরেখার সহিত মিলিত না হইয়া সমান্তরাল ভাবে কিছু দূর পর্য্যন্ত উর্দ্ধগামী হইলে বাধা-বিঘ্ন হেতু বিবাহ সংঘটিত হয় না।

চন্দ্রক্ষেত্র হইতে উত্থিত রেখা ভাগ্যরেখা ভেদ করিয়া যব চিহ্ন যুক্ত হইলে বিবাদ, কষ্ট ও কলঙ্ক ভোগ হইয়া থাকে (১০—চিত্র নং ১১৮)।

শুক্রক্ষেত্রের আয়ুরেখার সমান্তরাল নাতিদীর্ঘ রেখা ভাব, প্রেম ও

উত্তেজনাপ্রবণ জাতকের হস্তে দৃষ্ট হয়। এইরূপ জাতক ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। (১১—চিত্র নং ১১৮)

১১৮ নং চিত্রে অঙ্কিত ৩, ৪ ও ৬ সংখ্যক বিবাহরেখার ফলাফল জন্য যথাক্রমে ১১০, ১০৩ ও ১০৬ নং চিত্রগুলি দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রক্ষেত্র হইতে উত্থিত উল্লিখিত ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১১ সংখ্যক রেখাগুলিকে সহায়ক রেখা বলে।

শুক্রক্ষেত্রের উপরি ভাগ হইতে উদ্ভূত হইয়া বুধক্ষেত্র পর্য্যন্ত প্রসারিত রেখাবিশিষ্ট জাতকের পতি বা পত্নী-বিয়োগ হয়।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বিতীয় পর্ব্বের শেষাংশ হইতে একটি রেখা নিঃসৃত হইয়া শুক্রস্থান অতিক্রম করিয়া ভাগ্যরেখা খণ্ডন করিলে জাতকের দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহ হয়। কিন্তু ঐ সঙ্গে ভাগ্যরেখার শেষাংশে চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকিলে ঐরূপ বিবাহ হয় না।

তর্জ্জনীর মূলদেশে করতলের পার্শ্বদেশ হইতে উত্থিত, বৃহস্পতি ক্ষেত্রগত সরল বা শিরোরেখাভিমুখী রেখা ও অনুগ রেখা হইতেও বিবাহ নির্ণয় হইয়া থাকে। এই রেখা অখণ্ড ও গভীর হইলেই বিবাহ সূচিত হয়। এই রেখার প্রান্তভাগে বৃহস্পতিক্ষেত্রে ক্রশ চিহ্ন থাকিলে জাতক পত্নী-সুখে সুখী হইবেই। কিন্তু ক্রশ না থাকিলে কখনই পত্নী হইতে সুখ পাইবে না। বিরোধী রেখাদি না থাকিলে এবং বিবাহরেখায় ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকিলে পত্নী হইতে সুখলাভ হইয়া থাকে। এইরূপ রেখা একাধিক থাকিলে একাধিক বিবাহ, কিন্তু অনুগরেখাগুলি ক্ষুদ্র বা ক্ষীণ হইলে বিবাহ না হইয়া, প্রগাঢ় প্রণয়াসক্তি হেতু বিবাহিতের ন্যায় জীবন যাপন সূচনা করে।

করতলের পার্শ্বদেশ হইতে উত্থিত না হইয়া বৃহস্পতিক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত এইরূপ বিবাহরেখাবিশিষ্ট জাতকের বিবাহ হয় না।

উচ্চ বৃহস্পতিক্ষেত্রবিশিষ্ট জাতকের বিবাহরেখায় চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণ চিহ্ন থাকিলে বিবাহ দ্বারা অর্থলাভ, স্ত্রীভাগ্যে ভাগ্যবান্ এবং স্ত্রী-ধনপ্রাপ্তি ঘটে। এই সঙ্গে ক্রশ থাকিলে অতীব শুভ ও পত্নী বিদুষী হয়।

শুক্রস্থান হইতে উত্থিত রেখা শনিক্ষেত্রগত ও তৎপ্রান্ত শাখাযুক্ত হইলে জাতকের বিবাহ অসুখকর হয়।

শাখাযুক্ত চতুষ্কোণাকৃতি চিহ্নগুলি (ইহাকেও বিবাহরেখা বলে) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে বা শুক্রস্থানে থাকিলে উহাদের সংখ্যানুযায়ী বিবাহের সংখ্যা স্থির করিবে।

ভাগ্যরেখা হইতে উত্থিত হৃদয়রেখাস্পর্শকারী কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাবিশিষ্ট জাতকের প্রবল বিবাহেচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিবাহ হয় না।

কনিষ্ঠাঙ্গুলির তৃতীয় পর্ব্বে ক্রশ চিহ্ন থাকিলে বিবাহ হয় না।

শুক্রক্ষেত্রস্থিত যব চিহ্ন হইতে উত্থিত, শিরোরেখা-কর্ত্তনকারী শাখাযুক্ত রেখা হৃদয়রেখা স্পর্শ করিলে বিবাহভঙ্গ যোগ সূচিত হয়।

দুইটি অনুগ রেখা সহ শিরোরেখা যদি করতলের কেবল মধ্যস্থল পর্য্যন্ত প্রসারিত থাকে তবে জাতকের একাধিক বিবাহ হয়।

তর্জ্জনীর প্রথম পর্ব্বে তারকা চিহ্ন ও শুক্রক্ষেত্রে জাল চিহ্ন বহু বিবাহ-পরিচায়ক।

শুক্রক্ষেত্রে ক্রশ অথবা অঙ্গুষ্ঠের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব্বের সংযোগ স্থলে তারকা চিহ্ন থাকিলে অসুখকর বিবাহ ; কিন্তু ঐ সঙ্গে বৃহস্পতিক্ষেত্র পুষ্ট ও উচ্চ হইলে বিবাহ সুখকর হয়।

চিহ্নবিশেষে বিবাহের প্রকার-ভেদ

বিবাহ—

(ক) বালিকা বয়সে—বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বিতীয় পর্ব্বের দ্বিতীয় গ্রন্থিতে ছেদ, তারকা চিহ্ন অথবা বহু ক্ষুদ্র ছিন্ন রেখা।

(খ) বৃদ্ধ সহ—শুক্রক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত একটি সরল রেখা শনি-ক্ষেত্র পর্য্যন্ত প্রসারিত।

(গ) ব্যবসায়ী সহ—শুক্রক্ষেত্র হইতে নির্গত রেখা যথাক্রমে আয়ুঃ, শিরঃ ও হৃদয়রেখা ভেদ করিয়া বুধক্ষেত্রে উপনীত।

(ঘ) শিল্পী সহ—দুইটি শাখাবিশিষ্ট বিবাহরেখার একটি শাখা বুধক্ষেত্রে ও অপরটি রবিক্ষেত্রে উপনীত।

(ঙ) চিকিৎসক সহ—পুষ্ট ও উচ্চ বুধ স্থানে ২।৩টি সরল রেখা।

(চ) আত্মপরিজন সহ— বুধক্ষেত্রে যব চিহ্ন।

বিবাহ-মিলন *

একই সূত্রে পতি ও পত্নীর মন গ্রথিত না হইলে দাম্পত্য-জীবন অশান্তিপূর্ণ ও সংসার বিষময় হয়। সে কারণ পাত্র-পাত্রীর কর-রেখাদি বিচার করিয়া সম্বন্ধ নির্ণয় করা একান্ত কর্ত্তব্য। নর-নারীর জন্মমাস অনুসারে বিবাহ হইলেও বিবাহ সুখকর হইয়া থাকে। বিভিন্ন গ্রহের প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন মাসে মানব জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং জন্ম-মাস বিচার করিয়া বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলে অনুকূল গ্রহের প্রভাবে প্রগাঢ় দাম্পত্য-প্রেম অনিবার্য্য।

বৈশাখ মাসে জাত জাতকের সহিত ভাদ্র, কাত্তিক বা পৌষ মাসে ভূমিষ্ঠ পাত্র বা পাত্রীর বিবাহ শুভ।

জ্যৈষ্ঠ মাসে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের পতি-পত্নীর জন্মমাস অগ্রহায়ণ, আশ্বিন বা মাঘ মাস হইলে বিবাহ সুখকর হইবে।

আষাঢ় যাহাদের জন্মমাস, তাহাদের সহিত কার্ত্তিক, পৌষ বা ফাল্গুন মাসে জাত পাত্র-পাত্রীর বিবাহ বাঞ্ছনীয়।

শ্রাবণ মাসে প্রসূত নরনারীর সহিত অগ্রহায়ণ, মাঘ বা চৈত্র মাসে যাহারা জন্মিয়াছে তাহাদের বিবাহ হইলে দম্পতি সুখী হয়।

* মৎপ্রণীত বিবাহ-মিলন বা যোটক-বিচার গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ভাদ্র মাসে যাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে তাহাদের বৈশাখ, পৌষ বা ফাল্গুনে জাত নরনারীর সহিত বিবাহ মঙ্গলকর।

আশ্বিন জন্মমাস হইলে মাঘ, চৈত্র বা জ্যৈষ্ঠ মাসে জাত জাতকের পাণিগ্রহণ সুখপ্রদ।

কার্ত্তিক মাসে পুরুষ বা নারীর জন্ম হইলে বৈশাখ, আষাঢ় বা ফাল্গুন মাসে প্রসূতগণ হইতে পতি বা পত্নী-নির্ব্বাচন করিলে বিবাহিত জীবন সুখের হইবে।

অগ্রহায়ণে যাহাদের জন্ম তাহাদের জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ বা চৈত্রে জাতগণের সহিত বিবাহ হওয়া শ্রেয়স্কর।

পৌষ মাসে জাত জাতকের যদি বৈশাখ, আষাঢ় বা ভাদ্র মাসে জন্ম-গ্রহণকারীর সহিত বিবাহ হয়, তবে সেই বিবাহ প্রীতিপ্রদ হইবেই।

মাঘ মাসে ভূমিষ্ঠ নরনারীর পতি বা পত্নীর জন্ম জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ বা আশ্বিনে হইলে দাম্পত্য-জীবন সুখ-শান্তিময় হয়।

ফাল্গুনের জাতক আষাঢ়, ভাদ্র বা কার্ত্তিকে জাত স্ত্রী বা স্বামী লাভ করিলে তাহাদের প্রণয় প্রগাঢ় হয়।

চৈত্র যাহাদের জন্মমাস তাহাদের পতি বা পত্নীর জন্মমাস আশ্বিন বা অগ্রহায়ণ হওয়া মঙ্গলকর।

স্ত্রী-লক্ষণ

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লক্ষণাদি দৃষ্টেও মানব-জীবনের শুভাশুভ ফল নির্ণীত হইয়া থাকে। সুলক্ষণা নারী স্ত্রীজাতির, তথা স্বামী, পুত্র, সংসার এবং সমাজের গৌরব-বৃদ্ধিকারিণী। সে জন্য রমণীকে পত্নীত্বে বরণ করিয়া জীবনসঙ্গিনী করিবার পূর্ব্বে তাহার লক্ষণাদি বিচার করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

মস্তক—(ক) স্থূল হইলে বিধবা,

(খ) দীর্ঘাকার হইলে নিষ্ফলা (বন্ধ্যা) ও দেবরঘাতিনী।

(গ) বিশাল ও শিরাযুক্ত হইলে রুগ্না ও দুর্ভাগিনী হয়।

কেশ—সূক্ষ্ম, কৃষ্ণবর্ণ, কুঞ্চিত ও কোমল হওয়া সুলক্ষণ।

ললাট—(ক) প্রলম্বিত (নিম্ন) হইলে দেবরঘাতিনী,

(খ) অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, রোমশূন্য, অনবনত, অনুচ্চ হইলে সুলক্ষণ।

ভ্রূ (ক) সংলগ্ন, সরল অতিদীর্ঘ, পিঙ্গলবর্ণ ও বিষম হইলে কুলক্ষণ।

(খ) অসংলগ্ন, কোমল, কৃষ্ণবর্ণ পরিমিত রোমবিশিষ্ট, ধনুকাকৃতি হইলে সুলক্ষণ।

পক্ষ্ম (নেত্রলোম)—(ক) চক্ষুর পক্ষ্ম সূক্ষ্ম, ঘন ও কৃষ্ণ বর্ণ শুভ।

(খ) স্থূল, বিরল, কপিলবর্ণ অশুভ।

চক্ষু— (ক) রক্তাভ প্রান্তভাগবিশিষ্ট, স্নিগ্ধোজ্জ্বল, প্রশান্ত, আয়ত, অক্ষিগোলকে কৃষ্ণবর্ণ আঁখিতারা অতীব সুলক্ষণ।

(খ) প্রলম্বিত, রক্ত, পিঙ্গল বা কপিলবর্ণ, উন্নত, চঞ্চল দৃষ্টি-বিশিষ্ট, বক্র, গোল, টেরা, কপোত, হস্তী, মেষ বা মহিষের ন্যায় চক্ষু দুর্লক্ষণ।

নাসিকা—(ক) সুগোল, সরল, সুদৃশ্য, সমপুট শুভ।

(খ) চিপিটাকৃতি, হ্রস্ব বা দীর্ঘ নাসা কিংবা নাসাগ্র স্থূল, কুঞ্চিত, রক্তবর্ণ, উচ্চ এবং মধ্যভাগ নিম্ন হওয়া কুলক্ষণ।

কর্ণ— (ক) মাংসল, কোমল, সমান, মধ্যমাকৃতি, লম্বমান, নাতিস্থূল আবর্ত্তবিশিষ্ট প্রশস্ত লক্ষণ।

(খ) কৃশ, কুটিল, বিষম এবং কর্ণকুহর দৃষ্ট না হওয়া অশুভ।

গণ্ড— (ক) উন্নত, সুগোল, সমান, স্থূল ও রক্তাভ শুভ লক্ষণ।

(খ) রোমযুক্ত, মাংসহীন, নিম্ন, শুভ্র এবং হাস্যকালে গণ্ডদ্বয়ে কূপবৎ গর্ত্ত হওয়া কুলক্ষণ।

ওষ্ঠ— (ক) পাটল বা পক্ক বিম্বফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, বান্ধুলী পুষ্প সদৃশ, মাংসল, চিক্কণ, রোমরহিত, মধ্যস্থল রেখাঙ্কিত এবং ঈষৎ উন্নত হইলে শুভ লক্ষণ।

(খ) কৃশ বা স্থূল, প্রলম্বিত, শ্যাম, ধূসরবর্ণ দুর্ভাগিনীর লক্ষণ।

দন্ত— (ক) কুন্দকুসুমবৎ শুভ্র, সমান, এবং প্রতি পংক্তিতে ১৬টি করিয়া থাকিলে অতীব শুভ।

(খ) করাল, বিরল, বিকট, বিবর্ণ, স্থূল ও সমুন্নত দীর্ঘ দন্ত অশুভ লক্ষণ।

(গ) নিদ্রিতাবস্থায় দন্তঘর্ষণে বিকট শব্দকারিণী নারী, সুলক্ষণা হইলেও অবশ্য বর্জ্জনীয়া।

(ঘ) কৃষ্ণবর্ণ দন্তমাংস (মাড়ী) অশুভ।

তালু— (ক) রক্তাভ, স্নিগ্ধ, কোমল সুলক্ষণ।

(খ) শ্বেত বা কৃষ্ণবর্ণ অশুভ।

জিহ্বা— (ক) স্নিগ্ধ, কোমল, রক্তাভ হইলে মঙ্গলপ্রদ।

(খ) শ্বেত বা শ্যামবর্ণ, স্থূল, বিস্তৃত, মধ্যভাগ সঙ্কীর্ণ ও প্রলম্বিত হওয়া অমঙ্গলজনক।

চিবুক— (ক) কোমল, বর্ত্তুল স্থূল ও পরিমাণে দুই অঙ্গুলি বিস্তৃত শুভ।

(খ) বহুরেখাযুক্ত, কৃশ অতীব মন্দ।

বদন— (ক) মুখমণ্ডল সুদৃশ্য, স্নিগ্ধ, সুগোল, সম, পূর্ণিত ও পিতৃ-বদনানুরূপ হইলে সুখপ্রদায়িনী হয়।

কণ্ঠ— (ক) চারি অঙ্গুলি-পরিমিত, গোলাকার, মাংসল, সুগঠিত, ত্রিরেখাঙ্কিত ও অদৃশ্য কণ্ঠনালী শুভকর।

(খ) বিষম, উন্নত, দীর্ঘ ও কৃশ হইলে অতীব মন্দ।

গ্রীবা— (ক) সুখস্পর্শ, কম্বুগ্রীবা সুলক্ষণ।

(খ) খর্ব্ব, দীর্ঘ, স্থূল, বিস্তৃত, বক্র বা চিপিটকাকার দুর্লক্ষণ।

স্কন্ধ— (ক) গূঢ়সন্ধি, খর্ব্ব, স্থূল, অবনত ও সুগঠিত সুলক্ষণ।

(খ) রোমযুক্ত, বক্র, অগ্রভাগ উচ্চ ও কৃশ অশুভ লক্ষণ।

বক্ষঃ— (ক) অষ্টাদশ অঙ্গুলি-পরিমিত, রোমশূন্য, সমাকৃতি স্থূল, সমতল, অনিম্ন, শুভদায়ক।

(খ) নিম্ন, বিশাল ও রোমসম্পন্ন দুর্লক্ষণ।

স্তন— (ক) রোমশূন্য, সুদৃশ্য, সুগোল, স্থূল, ঘন, সমোচ্চ সুলক্ষণ।

(খ) স্থূল মূলভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্মাকার হইয়া অগ্রভাগ সূক্ষ্মতর ও কৃশ হইলে শেষাবস্থায় দুঃখভোগ।

(গ) স্তনাগ্রভাগ শ্যামবর্ণ, সুগোল ও সুন্দর শুভ।

(ঘ) বিষম, বিরল, উপরিভাগ স্থূল, শুষ্ক বা কৃশ, রোমযুক্ত, উচ্চনীচ অশুভ লক্ষণ।

(ঙ) স্তনাগ্রভাগ অন্তর্মগ্ন, দীর্ঘ ও কৃশ অমঙ্গলকর।

(চ) উদর পর্য্যন্ত আপতিত স্তন যুগল বৈধব্যের পরিচায়ক।

বাহু— (ক) শিরা ও রোমশূন্য, নিগূঢ়াস্থি, সুকোমল ও সরল হইলে মঙ্গলদায়ক।

(খ) রোমযুক্ত, স্থূল, থর্ব্ব ও শিরাবিশিষ্ট হইলে অতীব অশুভ।

হস্ত— (ক) সুবৃত্ত, সুকোমল ও সুন্দর শুভপ্রদ।

(খ) দীর্ঘ হস্ত বৈধব্যসূচক।

(গ) বাজ পক্ষীর ন্যায় শুষ্ক, শিরাযুক্ত ও অসমান হইলে অশুভ।

মণিবন্ধ—(ক) নিগূঢ়, পদ্মকোরকের অভ্যন্তরের ন্যায় সুন্দর হইলে অতীব সুলক্ষণ।

(খ) ঊর্দ্ধনাড়ীবিশিষ্ট হইলে কুলক্ষণ।

করতল—(ক) স্বল্পরেখাবিশিষ্ট, প্রশস্ত, মধ্যভাগ উন্নত, কোমল, রক্তাভ হওয়া শুভ।

(খ) বিষম, পীতাভ, রুক্ষ ও নিম্ন হইলে অশুভ।

করপৃষ্ঠ— (ক) সমুন্নত, রোম ও শিরাহীন মঙ্গলকর।

(খ) কৃশ, শিরা ও রোমযুক্ত অমঙ্গলজনক।

অঙ্গুলি— (ক) পদ্মকোরক সদৃশ ক্ষীণাগ্র, রক্তাভ, ক্রমসূক্ষ্ম, সুগোল কোমল, সুন্দর, তাম্রবর্ণ, সূক্ষ্মাগ্র নখযুক্ত সৌভাগ্যের লক্ষণ।

(খ) কুৎসিত, লঘু ও বক্র নখবিশিষ্ট, তিনের অধিক পর্ব্বযুক্ত, অতি খর্ব্ব, কৃশ বক্র, বিরল, বিষম, চেপ্টা, রুক্ষ্ম, নিম্ন ও বিবর্ণ হইলে অশুভ।

পৃষ্ঠ— (ক) শিরা ও রোমশূন্য, মাংসল, অবনত, মাংসাবৃত, অদৃশ্য অস্থিবিশিষ্ট হইলে মঙ্গলজনক।

(খ) রোম ও শিরাযুক্ত, বিষম পৃষ্ঠ অশুভ।

উদর— (ক) অনুন্নত, শিরাহীন, সমাকৃতি, কোমল, স্নিগ্ধচর্ম্ম শুভ।

(খ) অতিবৃহৎ, প্রলম্বিত, কুম্ভ বা মৃদঙ্গাকার, যবতুল্য বা কুষ্মাণ্ডবৎ হইলে অতীব অশুভ।

নাভি— (ক) প্রশস্ত, গভীর, মাংসল, স্নিগ্ধ, পদ্মকোষ তুল্য, দক্ষিণাবর্ত্ত, অধোমুখ এবং অভ্যন্তর ত্রিবলীবিশিষ্ট বা মৎস্যোদরাকৃতি পরম শুভদায়ক।

(খ) বামাবর্ত্ত, উর্দ্ধমুখ ও প্রকাশিত গ্রন্থিযুক্ত অশুভ।

বস্তি— (ক) বিস্তৃত, কোমল, কিঞ্চিৎ উন্নত সুলক্ষণ।

(খ) রোম, ও শিরাযুক্ত, রেখাঙ্কিত কুলক্ষণ।

কটি— (ক) ক্ষীণ ও মনোজ্ঞ শুভকর।

(খ) অবনত, খর্ব্ব, রোমযুক্ত, দীর্ঘল, মাংসহীন অশুভ।

নিতম্ব— (ক) সমুন্নত, সুগোল, বিস্তৃত, মাংসল, বিপুল, গুরু, ঘন ও বলিরেখাহীন সুলক্ষণ।

বলি— (ক) সরল বলির পার্শ্বদেশ মাংসল হইলে শুভ।

(খ) বক্র হওয়া অশুভ।

যোনি— (ক) অশ্বত্থপত্রবৎ ঊর্দ্ধভাগে বিস্তৃত, ও নিম্নভাগ সূক্ষ্ম, বিশাল ত্রিকোণাকৃতি, সম্মিলিত মুখ, সুদৃঢ় দ্বার, অপ্রকাশিত ও অন্তর্ম্মগ্নমণি, মুষিকগাত্রবৎ, ক্ষুদ্র, বিরল ও কোমল, অধঃ রোমাবৃত, কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত মধ্য, পদ্মদল তুল্য মনোরম বর্ণ, মসৃণ, স্নিগ্ধ ও দক্ষিণাবর্ত্ত রেখাঙ্কিত হইলে শুভ।

(খ) অগভীর ও বামাবর্ত্ত রেখাঙ্কিত, খর্পর, শঙ্খাবর্ত্তবৎ, বংশ-পত্রের ন্যায় অপ্রসর, বক্র, অশ্বখুরাকৃতি, বহু রোমাচ্ছন্ন, ব্যক্তমুখ, হস্তিলোমবৎ কুৎসিত, অধঃ রোমাবৃত ও ভীষণ হইলে অতিশয় অশুভ।

জঙ্ঘা— (ক) শিরাশূন্য, সরল, সুগোল, হস্তিশুণ্ডবৎ ক্রম-সূক্ষ্ম, স্থূল, রোমশূন্য বা প্রতি লোমকূপ এক বা দুইটি রোমবিশিষ্ট অতীব সুলক্ষণ।

(খ) শৃগাল জঙ্ঘাবৎ হাঁটু পর্য্যন্ত স্থূল, অধিক রোমযুক্ত, প্রতি লোমকূপ তিনটি রোমবিশিষ্ট কুলক্ষণ।

জানু— (ক) সুগোল, সুগঠন, হাড়েমাসে জড়িত, সমানায়ত, সৌভাগ্যের লক্ষণ।

(খ) কৃশ ও শিথিল অশুভকর।

গুহ্য— (ক) ক্ষুদ্র, বামাবর্ত্ত, অল্পনিম্ন, রোমের আবর্ত্ত দক্ষিণ হইতে বামে ধাবিত কুলক্ষণ।

পদ— (ক) তাম্রবর্ণ, সূচ্যগ্র, স্নিগ্ধ, উন্নত নখযুক্ত, পদ্মের ন্যায় কোমল পদতলবিশিষ্ট, সমান, কিঞ্চিৎ স্থূল, মনোরম, ঘর্ম্মহীন এবং অপ্রকাশ্য গুল্‌ফযুক্ত হইলে সুলক্ষণ।

(খ) গমনকালে পদের কনিষ্ঠাঙ্গুলি কিংবা অনামিকা মৃত্তিকা স্পর্শ না করিলে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি হইতে তর্জ্জনী দীর্ঘ হইলে দুর্লক্ষণ।

পার্শ্ব— (ক) পার্শ্বদ্বয় সমান হওয়া শুভ।

(খ) শিরা ও রোমযুক্ত, উন্নত হইলে বন্ধ্যা হয়।

কক্ষ— (ক) কক্ষদ্বয় স্নিগ্ধ, সমোন্নত সুলক্ষণ।

(খ) গর্ত্তবৎ নিম্ন হইলে চিরদুঃখিনী হয়।

রোমরাজী--(ক) সূক্ষ্ম, সরল, কোমল শুভদায়ক।

(খ) কপিলবর্ণ, কুটিল, স্থূল ও বিচ্ছিন্ন রোমরাজী এবং উদরের উর্দ্ধদেশে গোলাকার রোমশ্রেণী অমঙ্গলজনক।

সামুদ্রিক লক্ষণ-নির্ণয়ে স্ত্রীলোকগণের বাম অঙ্গ ও বাম হস্তের রেখা ও চিহ্নাদি-বিচার প্রশস্ত।

করতল কোমল, রক্তবর্ণ, প্রশস্ত ও অখণ্ডিত, অল্পরেখাযুক্ত, মধ্যভাগ

উন্নত হইলে সৌভাগ্যশালিনী হয়। করতলে বহু রেখা থাকিলে বিধবা এবং শিরা থাকিলে দরিদ্রা হয়।

করতলে পদ্মচিহ্ন থাকিলে রাজমাতা ও রাণী, মৎস্যরেখায় সুভগা এবং স্বস্তিক চিহ্ন থাকিলে সুপুত্র লাভ হয়।

করতলে দক্ষিণাবর্ত্ত মণ্ডল, শঙ্খ, চক্র, কুণ্ডল, ছত্র, কমঠ, চামর বা অঙ্কুশ থাকিলে রাজমাতা ও রাজপত্নী হয়।

করতলে শকট, যুগ (যোয়ালি) চিহ্ন কৃষিজীবীর পত্নীর হস্তে দৃষ্ট হয়।

ত্রিশূল, অসি, গদা, শক্তি ও দুন্দুভি চিহ্নযুক্ত করতলবিশিষ্ট নারী যশস্বিনী হয়।

করতলের দক্ষিণাবর্ত্ত রেখা ধার্ম্মিকা ও বামাবর্ত্ত রেখা হতভাগিনী এবং রক্তবর্ণ দীর্ঘরেখা রাজপত্নী ও বহুপুত্রবতীর চিহ্ন।

পদতলে উর্দ্ধরেখা চিরসধবার লক্ষণ।

অঙ্গুষ্ঠের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত রেখা বৈধব্যের পরিচায়ক।

বৃদ্ধাঙ্গুলির মূল হইতে মধ্যভাগ পর্য্যন্ত স্থূল চক্রাকার রেখা থাকিলে কুলটা, দয়াহীনা প্রচণ্ডা ও স্বাধীনা হয়।

অঙ্গুলির রেখাগুলি ছিন্ন হইলে (অনামিকার) কলহপ্রিয়া, (মধ্যমার) কুটিলা, (তর্জ্জনীর) বিধবা এবং (কনিষ্ঠার) দুঃখিনী হয়।

সুগোল, উন্নত মস্তক ও সরল সীমন্ত শুভদায়ক।

সূচ্যগ্র অঙ্গুলিবিশিষ্ট ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র করতল সম্পন্না হইলে উদ্দেশ্য-বিহীনা ও বিলাসিনী হয়।

স্থূলাগ্র অঙ্গুলিবিশিষ্ট করতলে বৃদ্ধাঙ্গুলি ক্ষুদ্র হইলে স্নেহশীলা, বন্ধু-

বৎসলা, গৃহকর্ম্ম ও শিল্পকার্য্যে নিপুণা, আমোদপ্রিয়া, সরলা, পরদুঃখ-কাতরা এবং (নিজ বা অন্যের) সন্তান-প্রীতিপ্রবণা হয়। কিন্তু বৃদ্ধাঙ্গুলি দীর্ঘ হইলে কলহরতা, অবিশ্বাসিনী, উচ্চভাষিণী ও স্বাধীনা হয়।

অঙ্গুলিসমূহ চতুষ্কোণ ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ক্ষুদ্র হইলে গুণবতী, সদালাপিনী ও সংযতা হয়। কিন্তু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দীর্ঘ হইলে কলহপ্রিয়া হয়।

সন্তানরেখা

বুধক্ষেত্রে বিবাহরেখার উপর ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশের নিম্নে এক বা ততোঽধিক দণ্ডায়মান রেখাকে সন্তানরেখা বলে। হৃদয়রেখার নিম্নভাগ হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে করতলের পার্শ্বদেশ হইতে উত্থিত রেখাগুলি সন্তানরেখা বলিয়া অভিহিত। মতান্তরে, বিবাহরেখার উপরিভাগে (চিত্র নং ১১৯) দণ্ডায়মান রেখাগুলি এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে করতলের পার্শ্বদেশ হইতে উত্থিত রেখা-

চিত্র নং ১১৯
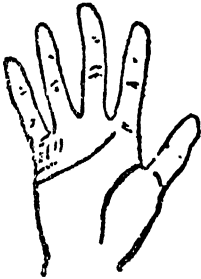
গুলিকেও সন্তানরেখা বলে। এই রেখাগুলির সংখ্যানুসারে ঔরসজাত বা গর্ভসম্ভূত অথবা পোষ্য সন্তান-সন্ততিগণের সংখ্যা নিরূপিত হইয়া থাকে। সরল, স্পষ্ট, সবল, দীর্ঘ ও একমুখী রেখাগুলি পুত্র এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ, অস্পষ্ট, ও ক্ষুদ্র দুইমুখী রেখাগুলি কন্যার পরিচায়ক। সুগভীর সন্তানরেখায় নির্দ্দেশিত সন্তান সন্ততি পিতামাতার চিন্তার কারণ হইয়া থাকে। কখন কখন এইরূপ রেখায় জাত সন্তান পিতামাতার অবাধ্য ও অতিশয় দুষ্ট হয়। ভগ্ন,

ক্ষীণ, অস্পষ্ট, কর্ত্তিত সন্তানরেখা থাকিলে সন্তানের মৃত্যু ঘটে। অতিশয় ক্ষীণ ও অস্পষ্ট রেখা গর্ভপাত বা প্রজনন-ক্ষমতাহীনতার পরিচায়ক। বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলদেশে বহু রেখা থাকিলে জাতক পুত্রবান্ ও সুখী হয়। তর্জ্জনীর দ্বিতীয় পর্ব্বের গ্রন্থিতে দুইটি সরলরেখা থাকিলে বহুপুত্রবতী হয়। করতলে পদ্ম বা তৎসহ কুম্ভ চিহ্ন থাকিলে রাজা বা রাজতুল্য সৌভাগ্যবান্ পুত্র লাভ করে। করতলে অঙ্কুশ, কুণ্ডল ও যান চিহ্ন অথবা কর ও পদতলে উর্দ্ধরেখা থাকিলে রমণী বহু সন্তানের মাতা হয়। করতল তাম্রবর্ণ রেখা ও তাম্রবর্ণ নখযুক্ত হইলে পুত্র-পৌত্রসম্পন্না হইয়া থাকে। সুস্পষ্ট রেখাবহুল চন্দ্রক্ষেত্রবিশিষ্টা নারী বহু প্রসবিনী হয় এবং ইহারা প্রসবকালীন ক্লেশ ভোগ করে না।

ক্ষুদ্র শুক্রক্ষেত্রবিশিষ্ট জাতকের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নিকটবর্ত্তী স্থান ব্যাপিয়া আয়ুরেখা থাকিলে শারীরিক দুর্ব্বলতা হেতু প্রায়শঃ সন্তানাদি হয় না।
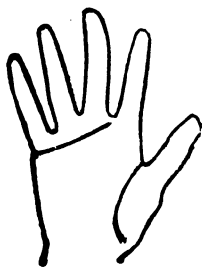
চিত্র নং ১২০

হৃদয় রেখার মূলদেশ শাখাহীন হইলে জাতক অপুত্রক হয়

চিহ্নপরিচয়

তারকা
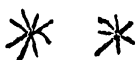
চিত্র নং ১২১

শনিক্ষেত্র ব্যতীত করতলের অন্যত্র তারকা চিহ্ন থাকিলে শুভ হয়।

বৃহস্পতিক্ষেত্রে তারকা থাকিলে জাতক সহসা সাফল্য ও উন্নতি লাভ করে। তাহার উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হয় এবং সে ক্ষমতাশালী, সৌভাগ্যবান্ ও সম্মানার্হ হয়।

শনিক্ষেত্র তারকাচিহ্নযুক্ত হইলে জাতক অসমসাহসিক, ভীষণ ও সাংঘাতিক কার্য্য দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ এবং বিপদ্ ও দুর্ঘটনা ভোগ করিয়া থাকে। হত্যাকারীর হস্তেও এই চিহ্ন দৃষ্ট হয়। এই সঙ্গে মঙ্গলের ক্ষেত্র উচ্চ ও বৃহস্পতি স্থান নিম্ন হইলে জাতকের হত্যাপরাধে ফাঁসি হইয়া থাকে। শনি ক্ষেত্রস্থিত চতুষ্কোণ মধ্যে তারকা চিহ্ন থাকিলে হত্যাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়।

অনুচ্চ রবিক্ষেত্র তারকা চিহ্নযুক্ত হইলে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় ফলে জাতকের অর্থ ও যশোলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু তাদৃশ সুখ বা তৃপ্তি লাভ হয় না। প্রবল রবিরেখা ও তৎসহ অন্য দুই তিনটি রেখাযুক্ত রবিস্থানে স্পষ্ট অবিচ্ছিন্ন তারকা থাকিলে বুদ্ধি ও শ্রম দ্বারা প্রচুর যশঃ ও অর্থ (বিশেষতঃ জনসাধারণের কার্য্যে) লাভ হয়।

তারকা চিহ্নযুক্ত বুধক্ষেত্রবিশিষ্ট জাতক করতলস্থ অন্যান্য শুভদায়ক রেখার সমন্বয়ে বাণিজ্য-ব্যবসা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদি ব্যাপারে, বাগ্মিতায় অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু বিরোধী রেখাদি থাকিলে, জাতক অবিশ্বাসী হয়, এবং পরকল্পিত বুদ্ধি ও কর্ম্মপন্থা নিজস্ব বলিয়া প্রচার করিয়া তদনুসারে কার্য্য করত লাভবান্ হইতে চেষ্টা করে।

মঙ্গলক্ষেত্রে তারকা থাকিলে কলহাদিতে অত্যন্ত বিপন্ন হয়, এমন কি, মৃত্যুও ঘটিয়া থাকে। উভয় হস্তের মঙ্গলক্ষেত্র তারকাচিহ্নযুক্ত হইলে জাতক আত্মঘাতী হয়।

উচ্চ চন্দ্রক্ষেত্রে তারকা থাকিলে অতিরিক্ত ভাব ও কল্পনাপ্রবণতা হেতু উত্তেজনার ফলে বিপদ্ বা উন্মাদগ্রস্ত, এমন কি, আত্মঘাতীও হয়। এই সঙ্গে শিরোরেখা চন্দ্রক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে জাতকের জলমগ্ন হইয়া মৃত্যু ঘটে। সাধারণতঃ জাতক দ্বিভাবাপন্ন ও চিন্তাশীল হইয়া থাকে।

শুক্রক্ষেত্রের মধ্যস্থানে তারকা থাকিলে রমণী-ঘটিত ব্যাপারে সাফল্য লাভ হইয়া থাকে। বিরোধী রেখাদি থাকিলে রমণীদ্বারা বাধাপ্রাপ্তি বা দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়। শুক্রক্ষেত্রে আয়ুরেখার উপর বা নিকটে তারকা

থাকিলে ঐ স্থানে যে বয়স অনুমিত হইবে, সেই বয়সে পতি, পত্নী বা প্রেম-পাত্রের সহসা মৃত্যু ঘটে।

রাহুক্ষেত্র তারকাযুক্ত হইলে যুদ্ধে বীরের ন্যায় মৃত্যু বা প্রসিদ্ধি লাভ হয়।

তারকাচিহ্ন—

মধ্যমাঙ্গুলির তৃতীয় পর্ব্বে থাকিলে অর্থহানি কিন্তু এতৎসঙ্গে রবি ও বৃহস্পতিক্ষেত্র উচ্চ থাকিলে সহসা অর্থলাভ হয়;

প্রথম পর্ব্বে থাকিলে হত্যাকারী এবং উহার সহিত ভাগ্যরেখা মিলিত হইলে লজ্জাকর মৃত্যু হয়;

বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্বের সন্ধিস্থলে থাকিলে অপ্রীতিকর বিবাহ; কিন্তু শুভদায়ক চিহ্নাদি সহিত বৃহস্পতিক্ষেত্র উচ্চ হইলে বিবাহ সুখপ্রদ হইয়া থাকে।

হস্ত চতুষ্কোণ মধ্যে তারকা থাকিলে জাতক স্ত্রৈণ হয় এবং স্ত্রীলোকেরা সহজেই তাহার উপর আধিপত্য করিয়া থাকে।

মণিবন্ধ হইতে নিঃসৃত হইয়া চন্দ্রক্ষেত্রে উপনীত রেখায় তারকা থাকিলে জল-ভ্রমণে মৃত্যু ঘটে।

ক্রুশ
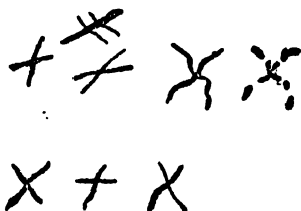
চিত্র নং ১২২

বৃহস্পতিক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র ক্রুশ চিহ্ন অশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে।

ক্রুশচিহ্ন—

(১) বৃহস্পতিক্ষেত্রে থাকিলে দাম্পত্য-জীবন সুখময় হইয়া থাকে; কিন্তু কর্ম্মজীবনে সামান্য রকমের বাধা ঘটায়। জাতক ধর্ম্মানুরাগী পণ্ডিত ও জিতেন্দ্রিয় হয় এবং দেশভ্রমণ করে।

(২) শনিক্ষেত্রে থাকিলে শুভ; পরন্তু প্রকার-ভেদে উন্নতির পথে বিঘ্ন, ধর্ম্মোন্মত্ততা এবং দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটে।

(৩) অনুচ্চ রবিক্ষেত্রে থাকিলে বুদ্ধিদোষে অকৃতকার্য্য ও তাহার অর্থহানি হয়, কিন্তু রবিক্ষেত্র উচ্চ হইলে বিদ্যা, অর্থ ও রাজসম্মান এবং বাধাবিঘ্নসত্ত্বেও কার্য্যে সফলতা লাভ হয়।

(৪) বুধক্ষেত্রে থাকিলে জাতক অবিশ্বাসী, শঠ ও চোর হইয়া থাকে।

(৫) উচ্চ বুধক্ষেত্রে থাকিলে, এবং তৎসহ করতলে অন্যান্য শুভদায়ক

রেখাদি থাকিলে জাতক সমাজ, রাজনীতি ও ব্যবসায়াদি ব্যাপারে কূটবুদ্ধিসম্পন্ন, সুচতুর ও দ্বৈতভাবাপন্ন হয়।

(৬) মঙ্গলক্ষেত্রে থাকিলে প্রতিপদে বাধাপ্রাপ্তি ও শারীরিক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

(৭) চন্দ্রক্ষেত্রে থাকিলে কল্পনাপ্রবণতা হেতু বিপদ্‌গ্রস্ত ও আত্ম-প্রতারক হয়। চন্দ্রক্ষেত্রের নিম্নাংশে থাকিলে জলমগ্ন হইয়া মৃত্যু ঘটে।

(৮) গভীর ও বৃহদাকার হইয়া শুক্রক্ষেত্রে থাকিলে প্রগাঢ় স্নেহ ও প্রেম হেতু দুঃখ ও মনঃকষ্ট পায় এবং কবিত্ব শক্তির বিকাশ হয়।

(৯) রাহুক্ষেত্রে থাকিলে কলহাদির ফলে নির্য্যাতিত হয় বা মৃত্যু ঘটে।

(১০) শিরোরেখার উপরিভাগে থাকিলে দুর্ঘটনা বা মস্তকে আঘাত-প্রাপ্তি ঘটে।

(১১) হৃদয়রেখার উপরিভাগে থাকিলে প্রিয়জনের সহসা মৃত্যু হইয়া থাকে।

(১২) আয়ুরেখার নিম্নে থাকিলে জাতক হীন অবস্থায় বহু কষ্টে জীবন যাপন করে, কিন্তু শেষ জীবনে সুখী হয়।

গুহ্য ক্রশ

হৃদয় ও শিরোরেখার মধ্যস্থিত কর-চতুষ্কোণ মধ্যে (চিত্র নং ৮৮) অন্য রেখাদির সহিত অসংলগ্ন, পৃথক্ অঙ্কিত, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ক্রশ চিহ্নকে গুহ্যক্রশ বলে। ইহা জাতকের গুহ্যবিদ্যা, ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম বিষয়ে পারদর্শিতার পরিচায়ক।

গুহ্যক্রুশ—

(১) বৃহস্পতিক্ষেত্রের নিকটে থাকিলে জাতক আত্মশ্লাঘাকারী ও অহঙ্কারী হয়, গুহ্য ও অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনায় এবং জ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত থাকে।

(২) করচতুষ্কোণের মধ্যে ভাগ্যরেখার উপর এবং শনিক্ষেত্রের নিম্নে থাকিলে জাতক ভ্রমণশীল হয় এবং ইন্দ্রজাল ও গুহ্যবিদ্যায় রত থাকে। এতৎসঙ্গে বৃহস্পতিক্ষেত্র পুষ্ট ও উচ্চ হইলে ধার্ম্মিক হয়।

(৩) গুহ্যক্রুশের আয়তন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হইলে সাধনালব্ধ বিদ্যাদ্বারা ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করে অথবা উহার অভিজ্ঞতা-ফল পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া থাকে।

(৪) কর-চতুষ্কোণের নিম্ন প্রান্তে চন্দ্রক্ষেত্রের নিকট থাকিলে জাতক অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া গুহ্য ও অধ্যাত্মবিদ্যা পাঠে রত হয় এবং উহার গুণাবলী সুললিত কবিতা বা ছন্দে প্রকাশ করে এবং ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সমর্থ হয়। ইহাদের সংস্পর্শে যাহারা আসে তাহারা সহজেই জাতকের বশীভূত হইয়া পড়ে।

(৫) মঙ্গলক্ষেত্রে থাকিলে জাতক ধনবান্ হয় ও তাহার প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তনশীল হইয়া থাকে।

(৬) গুহ্যক্রুশ ভাগ্যরেখার সহিত মিলিত হইলে জাতক ধর্ম্মানুশীলনে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে।

গুহ্যক্রুশবিশিষ্ট করতলের—

(১) শনিস্থান উচ্চ হইলে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন, (২) রবি স্থান উচ্চ হইলে কৃপণ ও গর্ব্বিত এবং (৩) শুক্র স্থান উন্নত হইলে প্রেমোন্মত্ত হয়।

চতুষ্কোণ
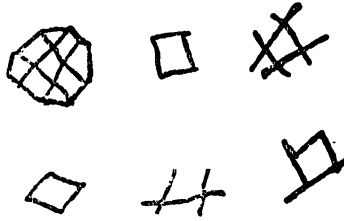
চিত্র নং ১২৩

করতলে চতুষ্কোণ চিহ্ন মানবের রক্ষাকবচ তুল্য। যে ক্ষেত্রে যে রেখা ও চিহ্নাদি দ্বারা অশুভ সূচিত হয়, তথায় চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকিলে জাতক অশুভ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে। অপিচ, ইহার দ্বারা প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ, জলাশয় খনন, যান-বাহনাদি উপভোগ প্রভৃতি সূচিত হয়।

চতুষ্কোণ চিহ্ন—

(১) বৃহস্পতি ক্ষেত্রে থাকিলে জাতকের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হইবার বাধাবিঘ্ন থাকিলেও উহা দূর করিয়া সাফল্য প্রদান করে। ইহা উচ্চশিক্ষা, বিদেশভ্রমণ ও জলযাত্রার পরিচায়ক।

(২) শনিস্থানে থাকিলে সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ও বিপদ্ হইতে মুক্তি লাভ হয়। শনিস্থানস্থিত চতুষ্কোণ মধ্যে তারকা চিহ্ন থাকিলে জাতক হত্যাপরাধ বা হত্যা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে।

(৩) রবিক্ষেত্রে থাকিলে ধন ও যশ উপার্জ্জনের বাধা-বিঘ্ন অপসারিত করে।

(৪) বুধক্ষেত্রে থাকিলে ব্যবসায় ও আর্থিকোন্নতির অন্তরায়গুলি দূরীভূত হয়।

(৫) মঙ্গলক্ষেত্রে থাকিলে প্রবল উত্তেজনা ও কামপ্রবৃত্তির কুফল বিদূরিত এবং ভূ-সম্পত্তি লাভ বা বৃদ্ধি হয়।

(৬) চন্দ্রক্ষেত্রে থাকিলে অশুভ চন্দ্রক্ষেত্র জনিত সকল দোষ সংশোধিত হয়।

(৭) শুক্রক্ষেত্রে থাকিলে স্নেহ ও প্রেমজনিত দুঃখ-কষ্টের শান্তি হয় ও ধর্ম্মের জন্য জাতক বনগমন করিয়া থাকে।

(৮) আয়ুরেখায় (১৩—চিত্র নং ১২৬) থাকিলে এই চিহ্নযুক্ত স্থানে যে বয়স নির্দ্দিষ্ট হইবে, সেই বয়সে মৃত্যুযোগ থাকিলেও উহা খণ্ডিত হয়। এমন কি, হত্যাপরাধে প্রাণদণ্ড না হইয়া কারা-বাস হইয়া থাকে।

(৯) শাখাবিশিষ্ট চতুষ্কোণ চিহ্নগুলি (ইহাদিগকেও বিবাহরেখা বলে) শুক্রস্থানে বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে থাকিলে বিবাহ হয়।

(১০) রাহুক্ষেত্রে থাকিলে জাতক কর্ম্মী, যশস্বী, সম্মানার্হ এবং পরোপকারী হয়; এমন কি, নিজ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরোপকার করিয়া থাকে; কিন্তু অনেকক্ষেত্রে বন্ধুগণকর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়া থাকে।

ত্রিভুজ

চিত্র নং ১২৪

করতলস্থ ত্রিভুজ চিহ্ন স্ত্রীধন, অন্য স্ত্রীলোকের বা পরধন-প্রাপ্তি এবং হঠাৎ ধনপ্রাপ্তির পরিচায়ক।

ত্রিভুজ বা ত্রিকোণ চিহ্ন—

(১) বৃহস্পতিক্ষেত্রে থাকিলে জাতক কর্ত্তৃত্ব, পরিচালনা, মন্ত্রণা ও দৌত্যকার্য্যে নিপুণ হয়।

(২) শনিক্ষেত্রে থাকিলে গুহ্য, অধ্যাত্ম, সম্মোহন এবং ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় পারদর্শী হয়।

(৩) রবিক্ষেত্রে থাকিলে জাতক বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে এবং পরোপকারী ও সৎপরামর্শদাতা হইয়া থাকে।

(৪) বুধক্ষেত্রে থাকিলে রাজনীতি ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ ঘটে এবং জীবন ও কর্ম্মক্ষেত্র বহু বাধাবিঘ্নসঙ্কুল হয়।

(৫) মঙ্গলস্থানে যুদ্ধ ও অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ এবং প্রভুত্বকামী হয়।

(৬) চন্দ্রক্ষেত্রে ভাব, আদর্শ ও কৃতিত্বের পরিচায়ক। জাতক ধার্ম্মিক, কবি ও যাদুবিদ্যায় পটু হয় এবং উহার জলে মৃত্যু সম্ভাবনা; জাতক স্ত্রীলোকের সম্পত্তি বা স্ত্রীধন ভোগ করিয়া থাকে।

(৭) শুক্রক্ষেত্রে থাকিলে জাতক ধীরভাবে বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া স্নেহ বা প্রেমাসক্ত হয়, সে কারণ উহারা কখনও স্নেহ বা প্রেমজনিত মনঃকষ্ট ভোগ করে না। হঠাৎ ধনপ্রাপ্তি (জুয়াখেলা, লটারি, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি) ঘটে অথবা পরধন বা স্ত্রীলোকের সম্পত্তি পাইয়া থাকে।

বৃত্ত

চিত্র নং ১২৫

রবিক্ষেত্র ব্যতীত অন্যক্ষেত্রে বা রেখাদির উপর বৃত্তচিহ্ন অশুভ।

বৃত্ত চিহ্ন—

(১) রবিক্ষেত্রে থাকিলে (৮—চিত্র নং ১২৬) যশঃ ও অর্থলাভ হয়।

(২) চন্দ্রক্ষেত্রে (একটি) বৃত্তচিহ্ন থাকিলে জলে মৃত্যু এবং (দুইটি থাকিলে) অন্ধ হয়।

(৩) হৃদয়রেখার উপর থাকিলে হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা এবং শিরোরেখার উপর থাকিলে জাতক অন্ধ হইয়া থাকে।

(৪) অন্যক্ষেত্রে বা অন্য রেখার উপর থাকিলে সেই সেই ক্ষেত্র বা রেখার গুণাবলীর হ্রাস হইয়া থাকে।

যব-বৃত্তাদি চিহ্ন
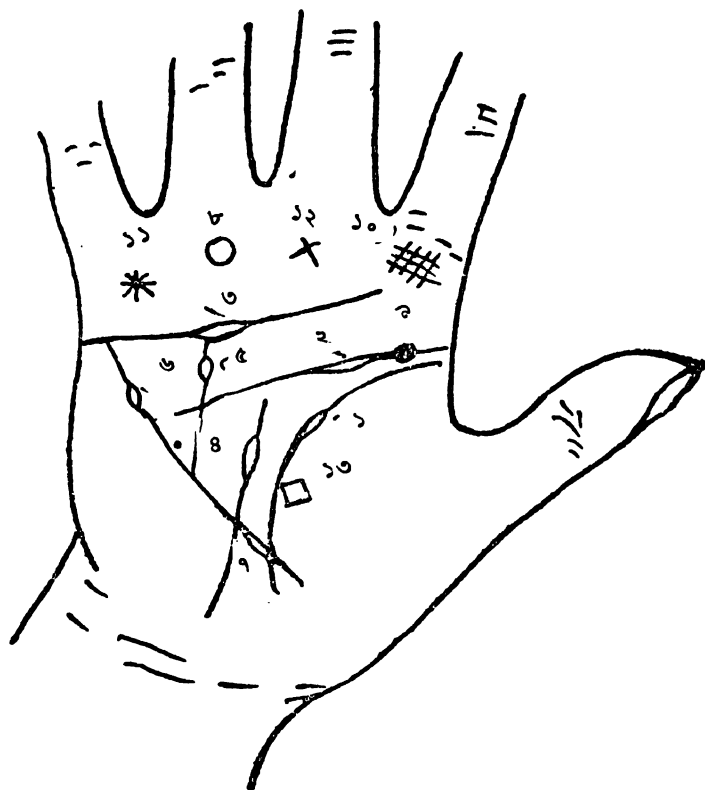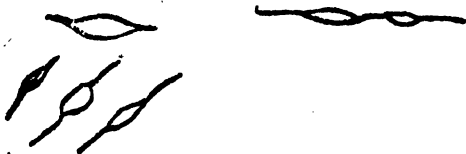
চিত্র নং ১২৬

যব চিহ্ন

চিত্র নং ১২৭

করাঙ্গুলি ব্যতীত করতলের অন্যত্র যবচিহ্ন শুভদায়ক নহে। যবচিহ্ন যে পরিমিত স্থানে থাকে তন্নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত উহার ফল ভোগ হইয়া থাকে। অর্থাৎ যবচিহ্নের উৎপত্তি স্থান হইতে অশুভের সূচনা ও শেষ প্রান্তের নির্দ্দিষ্ট বয়সে অশুভ হইতে মুক্তি বুঝিবে।

যব চিহ্ন—

(১) আয়ুরেখার উপর থাকিলে (১—চিত্র নং ১২৬) উক্ত স্থানে যে বয়স নির্দ্দিষ্ট হইবে সেই বয়সে রোগ ভোগাদি হয়।

(২) আয়ুরেখার প্রারম্ভে থাকিলে (চিত্র নং ১৬, পৃ ৪০) জাতকের জন্মদোষ প্রকাশ করে এবং বংশগত রোগ ও সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটে।

(৩) ৫৮ নং চিত্রানুরূপ শিরোরেখায় থাকিলে জাতকের স্নায়ু সংক্রান্ত (নিউরালজিয়া) রোগ অনুমিত হয়।

(৪) শিরোরেখায় থাকিলে (২—চিত্র নং ১২৬) মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা ও মস্তিষ্ক সংক্রান্ত ব্যাধি হয়।

(৫) হৃদয়রেখায় থাকিলে (চিত্র নং ৩৭, পৃ ৫৪, শনিক্ষেত্রের নিম্নে) বীর্য্যবাহী অথবা অণ্ডকোষের আবরণের শিরানিচয়ের ব্যাধি, (রবিক্ষেত্রের নিম্নে) দৃষ্টিশক্তির হ্রাস ও চক্ষু-রোগ হয়।

(৬) হৃদয়রেখায় থাকিলে (৩—চিত্র নং ১২৬) এবং সেই সঙ্গে বৃহস্পতিক্ষেত্র উচ্চ হইলে হৃদ্‌রোগ হয়।

(৭) ব্যভিচারীর হস্তে হৃদয়রেখার উপর উক্ত চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

(৮) শিরোরেখার উপর থাকিলে (মঙ্গলের স্থানে) জাতকের হত্যা করিবার ইচ্ছা হয়, (মঙ্গলক্ষেত্রের বহির্ভাগে) বুদ্ধি কুটিল ও দুরভিসন্ধিযুক্ত হয়।

(৯) শিরোরেখায় একাধিক যব থাকিলে ও শিরোরেখায় একাধিক সূক্ষ্ম রেখা থাকিলে শিরঃপীড়া ও বায়ুরোগ হয়।

(১০) ভাগ্যরেখায় থাকিলে (৪—চিত্র নং ১২৬) সমূহ ক্ষতি, উদ্বেগ ও কষ্ট ভোগ হয়।

(১১) ভাগ্যরেখার প্রারম্ভে থাকিলে (চিত্র নং ৬৮ পৃ ৭৩) জাতক বিবাহ-জ নহে বলিয়া অনুমান করিবে।

(১২) ভাগ্যরেখায় থাকিলে নিজ দোষে সম্মান, প্রতিপত্তি, অর্থ ও সম্পত্তিহানি ঘটে।

(১৩) ভাগ্যরেখার মধ্যস্থলে থাকিলে রমণী দ্বারা (জাতক স্ত্রীলোক হইলে পুরুষ কর্ত্তৃক) প্রলুব্ধ হয়।

(১৪) ভাগ্যরেখার উপর শিরোরেখার নিম্নে থাকিলে বিজাতীয় (স্ত্রী বা পুরুষ) কর্ত্তৃক জাতক প্রভাবান্বিত ও প্রলুব্ধ হইয়া থাকে এবং

তাহার উন্নতির ব্যাঘাত ও ফলোন্মুখ কর্ম্ম নষ্ট হয় (চিত্র নং ৬৮ পৃ ৭৩)।

(১৫) রবিরেখায় থাকিলে (৫—চিত্র নং ১২৬ ও চিত্র নং ৮১ পৃ ৮০) যশোহানি হয়।

(১৬) বুধরেখায় থাকিলে (৬—চিত্র নং ১২৬) লক্ষণ ও অবস্থান-ভেদে, বক্ষ, ফুস্‌ফুস, হৃদয়, কণ্ঠ, শ্বাসনালী, স্নায়ুসম্বন্ধীয় বা পক্ষাঘাত রোগ হয়।

(১৭) বুধরেখার প্রান্তভাগে থাকিলে (৭—চিত্র নং ১২৬) মূত্রাশয়ের পীড়া হয়।

(১৮) বুধরেখায় থাকিলে এবং ঐ সঙ্গে বৃহস্পতি ও রবিক্ষেত্র নিম্ন হইলে জাতক বংশগত শিরঃপীড়াগ্রস্ত ও দেউলিয়া হয়।

(১৯) বুধরেখায় থাকিলে এবং বৃহস্পতি, চন্দ্র ও শুক্রক্ষেত্র প্রবল হইলে জাতক গুহ্যবিদ্যায় পারদর্শী হয় ও নানারূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকে এবং স্বপ্নে ভ্রমণাদি করে।

(২০) বুধরেখায় ও শিরোরেখায় শৃঙ্খলের ন্যায় (চিত্র নং ৮৬ পৃ ৮৬) থাকিলে যক্ষ্মা রোগ হয়।

(২১) প্রতারক ও চোরের হস্তে বুধরেখায় যবচিহ্ন দৃষ্ট হয়।

(২২) বুধরেখায় থাকিলে ও বৃহস্পতিক্ষেত্র উচ্চ হইলে জাতক অজীর্ণ ও উদরাময় রোগাক্রান্ত হয়।

(২৩) বৃদ্ধাঙ্গুলির গর্ভমধ্যে থাকিলে জাতক অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, যশস্বী, বিদ্বান্, সুখী, দাতা ও সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হয়।

(২৪) বৃদ্ধাঙ্গুলির উপরি ভাগে অর্থাৎ শেষ পর্ব্বে (চিত্র নং ৮৮ পৃ ৮৯)

থাকিলে জাতক ধার্ম্মিক, ধনবান্, বিদ্বান্, ভোগী, সুখী, পরোপকারী ও সম্মানার্হ হইয়া থাকে এবং জীবনে কখনও ধর্ম্মবিগর্হিত কর্ম্ম করে না।

(২৫) মধ্যমা বা তর্জ্জনীর মূলদেশে থাকিলে জাতক ধনবান্, সুখভোগী ও পুত্র-ভার্য্যা-গৃহাদিসম্পন্ন হয়।

(২৬) বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলে থাকিলে এবং ঐ বৃদ্ধাঙ্গুলি তাম্রবর্ণের হইলে জাতক বিপুল বৈভবশালী ও রাজা হয়।

(২৭) বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যরেখার অন্তর্গত হইলে জাতক ধনে, মানে, জ্ঞানে ও সমাজে বরেণ্য ও দীর্ঘজীবী হয়।

(২৮) মধ্যমা, অনামিকা বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে উত্তমভাবে অঙ্কিত থাকিলে জাতক পরধন পাইয়া থাকে।

দাগ বা বিন্দু চিহ্ন

চিত্র নং ১২৮

দাগ বা বিন্দুচিহ্ন অবস্থানভেদ বা বর্ণানুসারে বিভিন্ন প্রকার ফলপ্রদ হয়।

দাগ বা বিন্দুচিহ্ন—

(১) আয়ুরেখায় থাকিলে জাতক সহসা রোগাক্রান্ত হয়।

(২) আয়ুরেখার উপর নীলবর্ণের হইলে এবং উভয় হস্তেই ঐরূপ চিহ্ন থাকিলে বিষ প্রয়োগে বা বিষপানে মৃত্যু হয় এবং এক হস্তে থাকিলে বিষের ক্রিয়া বিফল হয় ও জাতক রক্ষা পাইয়া থাকে।

(৩) উভয় হস্তের আয়ুরেখার সূক্ষ্মাংশের প্রান্তভাগে থাকিলে (পৃ ৪২ পং ৫) হঠাৎ মৃত্যু হয়।

(৪) হৃদয়রেখায় থাকিলে এবং উহা শ্বেত বর্ণের হইলে প্রণয়পাত্রের সহিত মিলন হইবেই।

(৫) হৃদয়রেখায় থাকিলে অজীর্ণ ও হৃদ্‌রোগ (চিত্র নং ৩৬, পৃ ৫৩) হয়। হৃদয়রেখা একাধিক বিন্দুচিহ্নযুক্ত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা দ্বারা খণ্ডিত হইলে জাতক স্নেহ-ভালবাসায় হতাশ হয় ও দুঃখ ভোগ করে এবং স্নেহ বা প্রণয়পাত্রের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস করিয়া তাহাদেরই দ্বারা প্রতারিত হইয়া থাকে (চিত্র নং ৩৫, পৃ ৫৩)।

(৬) শিরোরেখায় থাকিলে (৯—চিত্র নং ১২৬) আতঙ্ক ও আঘাত-প্রাপ্তি ঘটে।

(৭) শিরোরেখায় থাকিলে (রক্তবর্ণের) মস্তকে আঘাত, (কাল বা নীল বর্ণের) স্নায়বিক দুর্ব্বলতা (চিত্র নং ৫৬ পৃ ৬৫,) (শ্বেতবর্ণের) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক, (শনিক্ষেত্রের নিম্নে কৃষ্ণবর্ণের) দন্তশূল, (রবিক্ষেত্রের নিম্নে কৃষ্ণ বর্ণের) চক্ষুরোগ এবং (শুক্রক্ষেত্রের নিকট কৃষ্ণবর্ণের) কর্ণরোগ হয়।

(৮) রবি ও হৃদয়রেখার সংযোগ স্থলে থাকিলে চক্ষুরোগ, এমন কি, অন্ধও হয়।

(৯) শ্বেতবর্ণের এবং ঈষৎ গর্ত্ত সদৃশ হইলে শুভ।

(১০) বুধক্ষেত্রের নিম্নে মঙ্গলের ক্ষেত্রে থাকিলে ও উহার বর্ণ কাল হইলে সম্পত্তি-ঘটিত মোকদ্দমায় অর্থনাশ এবং উক্ত চিহ্ন উভয় হস্তে থাকিলে সম্পত্তিনাশ হয়।

(১১) বৃহস্পতি ক্ষেত্রে থাকিলে অর্থ ও সম্মানহানি হয়।

(১২) রাহুক্ষেত্রে বিশেষ অশুভ।

(১৩) তর্জ্জনীর অগ্রভাগে অর্থাৎ তৃতীয় পর্ব্বে থাকিলে ব্রাহ্মণ কিংবা ধর্ম্মযাজক কর্ত্তৃক জাতকের অর্থ অপহৃত হয়।

(১৪) মধ্যমাঙ্গুলির তৃতীয় পর্ব্বে বা অনামিকায় থাকিলে বিধর্ম্মী কর্ত্তৃক অর্থাপহরণ হয়।

(১৫) কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে থাকিলে অলঙ্কারাদি অপহৃত হয়।

অঙ্গুলি হইতে বয়ঃক্রম নির্ণয়—

করাঙ্গুলির গ্রন্থি ও পর্ব্বাদিতে রেখা ও চিহ্নাদির শুভাশুভ ফল জাতকের কোন্ বয়সে সংঘটিত হইবে তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া তৃতীয় পর্ব্বের নিম্নস্থ তৃতীয় গ্রন্থি পর্য্যন্ত ৩০ বৎসর, দ্বিতীয় পর্ব্বের নিম্নস্থ দ্বিতীয় গ্রন্থি পর্য্যন্ত ৬০ বৎসর এবং প্রথম পর্ব্বের নিম্নস্থ অঙ্গুলির মূলস্থিত প্রথম গ্রন্থি পর্য্যন্ত ৯০ বৎসর বুঝিয়া তদনুযায়ী হিসাব করিবে।

জালচিহ্ন

চিত্র নং ১২৯

করতলের যে কোনও ক্ষেত্রে জালচিহ্ন থাকিলে সেই ক্ষেত্রস্থ ফলের (কখন কখন আতিশয্য ঘটাইলেও উহা) বিঘ্ন উৎপাদন করে।

জালচিহ্ন—

(১) বৃহস্পতিক্ষেত্রে থাকিলে জাতক প্রভুত্বকামী ও ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তী হয়। (১০—চিত্র নং ১২৬)

(২) শনিক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক।

(৩) রবিক্ষেত্রে থাকিলে জাতক অতিশয় গর্ব্বিত ও অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন হয়।

(৪) বুধক্ষেত্রগত হইলে জাতক সঙ্কল্পহীন, অসাধু, সকল কার্য্যের সীমা অতিক্রমকারী হয় এবং উহার পরিণাম কারাবাস বা মৃত্যু।

(৫) মঙ্গলক্ষেত্রস্থ হইলে জাতক প্রচণ্ড স্বভাব এবং ক্রোধাদির বশে অপকর্ম্ম বা বিপজ্জনক কার্য্যাদি করে এবং তাহার সহসা মৃত্যু হয়।

(৬) চন্দ্রক্ষেত্রে থাকিলে অনিদ্রা, স্বপ্নদর্শন, কল্পনাপ্রবণ, বিষণ্ণ, অস্থির হয় ও সর্ব্বদা মৃত্যু কমনা করে।

(৭) শুক্রক্ষেত্র ব্যাপিয়া থাকিলে এবং তৎসহ করতলে শুক্রবন্ধনী দৃষ্ট হইলে দুষ্ট, লম্পট ও আত্মহত্যাভিলাষী হয়।

(৮) চন্দ্রক্ষেত্রে থাকিলে ও ঐ সঙ্গে শনিক্ষেত্র তারকা-চিহ্নযুক্ত হইলে জাতক উচ্চপদাভিলাষী ও অস্থিরচিত্ত হয় এবং মাংসপেশী সংক্রান্ত ব্যাধি ভোগ করে।

(৯) চন্দ্রস্থানে থাকিলেও যদি রবিরেখা প্রবল থাকে তবে জাতক সাহিত্য ও পদ্য রচনায় পটু হয়।

(১০) জালচিহ্নবিশিষ্ট করতলে যদি রবি ও শিরোরেখা প্রবল থাকে এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের তৃতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ হয়, তবে শুক্রবন্ধনীজনিত অশুভফল সংশোধিত হইয়া থাকে।

করত্রিভুজ ও করচতুষ্কোণ
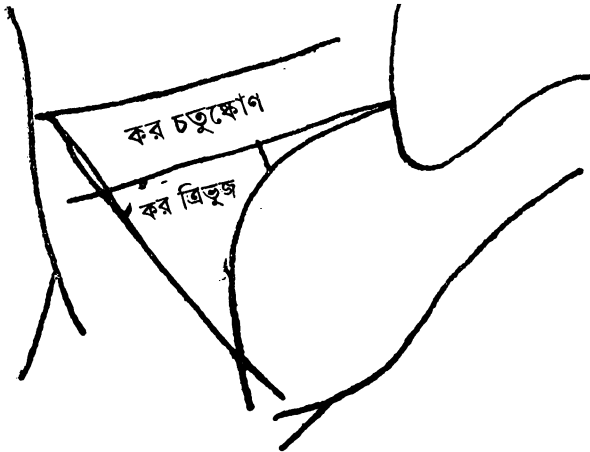
চিত্র নং ১৩০

আয়ুঃ, শিরঃ ও বুধরেখা সহযোগে গঠিত ত্রিভুজাকার চিহ্নকে করত্রিভুজ কহে।

করত্রিভুজের তিনটি বাহু অভগ্ন ও স্পষ্টাঙ্কিত হইলে জাতক সাহসী, দীর্ঘজীবী, স্বাস্থ্যবান্ ও সৌভাগ্যশালী হয়।

বৃহৎ করত্রিভুজ বদান্যতা ও উদারহৃদয়ের পরিচায়ক।

অর্থলোলুপ ও নীচ-প্রকৃতিসম্পন্নের হস্তে করত্রিভুজ ক্ষুদ্র হইয়া থাকে।

করত্রিভুজের কোণগুলি—

(১) স্পষ্টাঙ্কিত ও স্বাভাবিক (অল্পপ্রশস্ত) হইলে জাতক স্বাস্থ্যবান্, দীর্ঘজীবী, মেধাবী, উদার ও সুশীল হয়।

(২) প্রশস্ত হইলে নির্ব্বোধ, অব্যবস্থিতচিত্ত, ভয়বিহ্বল ও সহজেই বিচলিত হয়; সঙ্কীর্ণ হইলে নীচভাবাপন্ন, হিংসুক, ধূর্ত্ত ও উত্তেজনাপ্রবণ হইয়া থাকে।

(৩) বহু রেখাযুক্ত হইলে জাতক অলস, অসৎপ্রকৃতিসম্পন্ন ও কর্কশভাষী হয়।

করত্রিভুজ মধ্যে—

(১) ক্রশ থাকিলে জাতক কলহপ্রিয় হয়; বহু ক্রশ দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক।

(২) তারকাচিহ্ন থাকিলে কষ্টার্জ্জিত ধনলাভ সূচিত হয়।

(৩) বৃত্তচিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে জাতক হীনচেতা ও চঞ্চলমতি হয়।

(৪) অর্দ্ধবৃত্ত বা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন থাকিলে জাতক নিষ্ঠুর, বিবাদপ্রিয় ও অব্যবস্থিতচিত্ত হয়।

(৫) ঐরূপ অর্দ্ধবৃত্ত চিহ্ন শিরোরেখার নিম্নভাগে মিলিত থাকিলে জাতক আত্মঘাতী হয়।

(৬) অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন বুধরেখার উপর থাকিলে জাতক ক্ষমতাশালী, স্বাস্থ্যবান্ এবং কৃতকর্ম্মা হয়।

করচতুষ্কোণ

হৃদয় ও শিরোরেখার মধ্যস্থিত সুবিস্তৃত প্রান্তভাগ সহ চতুষ্কোণাকৃতি স্থান বা চিহ্নকে করচতুষ্কোণ বলে।

করতলে স্পষ্ট ও প্রশস্ত করচতুষ্কোণ অতীব শুভ লক্ষণ।

অপ্রশস্ত সঙ্কীর্ণ করচতুষ্কোণের উভয় প্রান্ত অবনমিত বা ক্রমনিম্ন হইলে জাতক নীচমনা, লোভী, প্রবঞ্চক ও হিংস্রপ্রকৃতিসম্পন্ন হয়।

অত্যন্ত প্রশস্ত কর চতুষ্কোণবিশিষ্ট জাতক অত্যধিক উদার মতাবলম্বী হওয়ায় অধিকাংশ স্থলে নিজের বা অন্যের অসুবিধা বা অসন্তোষের কারণ হইয়া থাকে।

করচতুষ্কোণ মধ্যে—

(১) তারকা চিহ্ন দৃষ্ট হইলে জাতককে বিশ্বাসী, নম্র ও সত্যবাদী বলিয়া স্থির করিবে।

(২) ক্রশ চিহ্ন শিরোরেখার উপর থাকিলে জাতক সামাজিক, রাজনৈতিক বা অন্য কোনও বিশেষ কারণে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া থাকে।

(৩) বহুরেখা, জাতকের স্বল্পবুদ্ধি ও দুর্ব্বল মস্তিষ্কের লক্ষণ।

(৪) উত্থিত একটি রেখা বুধক্ষেত্রে উপগত হইলে জাতক কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাহায্য লাভ করিয়া থাকে।

মণিবন্ধ

মণিবন্ধের একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত রেখাকে বলয় বলে। মণিবন্ধের প্রায়শঃ এইরূপ তিনটি রেখা বা বলয় থাকে। করতলের প্রান্তস্থ প্রথম বলয় হইতে স্বাস্থ্য, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বলয় হইতে যথাক্রমে ধন ও সুখভাবের বিচার হইয়া থাকে।

চিত্র নং ১৩১

রমণীর মণিবন্ধের প্রথম বলয়ের মধ্যস্থল বক্র হইয়া (১৩১ নং চিত্রানুরূপ) করপ্রান্তের মধ্যভাগে উন্নীত থাকিলে গর্ভাশয়াদির অপরিপুষ্টতা হেতু সন্তান জন্মায় না বা প্রসব কালীন বহু কষ্ট হয়। পুরাকালে জ্যোতির্বিদ্‌গণ এইরূপ রেখাবিশিষ্ট বালিকাগণকে চিরকুমারী থাকিয়া ধর্ম্মকার্য্যে রত থাকিতে উপদেশ দিতেন বলিয়া কথিত আছে।

পরিষ্কৃত সরল বলয়ত্রয় সুখ, শান্তি, স্বাস্থ্য ও সৌভাগ্যের লক্ষণ।

বলয়ত্রয় শৃঙ্খলাকার হইলে অতিরিক্ত পরিশ্রমে অর্থার্জ্জন এবং ভগ্ন হইলে জাতক অল্পব্যয়ী বা কৃপণ হয়।

বলয়ত্রয়ের মধ্যে কোণাকৃতি চিহ্ন থাকিলে জাতকের বৃদ্ধবয়সে পরধন-প্রাপ্তি ও সম্মান-লাভ ঘটে।

বলয়ত্রয় তারকাচিহ্নযুক্ত হইলে জাতক পরধন পাইয়া থাকে; কিন্তু ঐ চিহ্ন অস্পষ্ট হইলে লম্পট হয়।

বলয়ত্রয় ভগ্ন এবং ভাগ্যরেখা প্রথম বলয়ের নিকটবর্ত্তী হইলে জাতক অহঙ্কারী ও মিথ্যাবাদী হয়।

বলয়ত্রয় মধ্যে ক্রশ বা ক্রশ ও তারকা চিহ্ন স্বাস্থ্যবানের লক্ষণ। প্রথম বলয়ে ক্রশ চিহ্ন থাকিলে জাতক পরিশ্রমী হয় ও জীবনের শেষভাগে অর্থার্জ্জন করে।

মীনরেখা ও মীনপুচ্ছ

মৎস্যাকৃতি বা তাদৃশ রেখাকে মীনরেখা এবং মৎস্যপুচ্ছাকৃতির ন্যায় বা তদনুরূপ চিহ্নকে মীনপুচ্ছ বলে।

করতলের প্রথমে এবং মধ্যে মীনরেখা থাকিলে সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিলাভ হয় এবং ধন-পুত্রবান্ হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করে।

মীনপুচ্ছযুক্ত করতলবিশিষ্ট জাতক পৈতৃক ধন পাইবেই এবং বিদ্বান্ ও ধনবান্ হইবে। মণিবন্ধে মীনপুচ্ছ থাকিলে জাতক উদ্যমী, কার্য্যপটু, ধনবান্ এবং কার্য্যে সফলতা লাভ করিয়া থাকে (জীবনে কখনও কোনও কার্য্যে পরাঙ্মুখ হয় না)।

শঙ্খ, পদ্ম, ত্রিশূলাদি চিহ্ন

কর বা পদতলে শঙ্খ, পদ্ম, চক্র, ত্রিশূল, বজ্র, ধ্বজ, অঙ্কুশ, রথ, কুণ্ডল, ছত্র, চামর, তোমর, বাণ, ধনু, খড়্গ, তুলাদণ্ড, মন্দির, তোরণ,

পর্ব্বত, ঘট, কঙ্কণ, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, অষ্টকোণ, ঘোটক, গজ, সূর্য্য, চন্দ্র, লতাদি, চক্ষু প্রভৃতি বহুবিধ চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই চিহ্নগুলি অতীব শুভদায়ক।

মুদ্রা

করাঙ্গুলির অগ্রভাগে প্রথম পর্ব্বের মধ্যস্থলে (১৩২ নং চিত্রানুযায়ী) কুণ্ডলীবৎ রেখাকে মুদ্রা বলে।

চিত্র নং ১৩২

হস্তে এক মুদ্রা থাকিলে রাজা বা রাজতুল্য, দুই মুদ্রা থাকিলে বিদ্বান্ ও ধনবান্, তিন মুদ্রা থাকিলে রোগী ও দুঃখী হয় ও জাতকের ফলোন্মুখ কার্য্য নষ্ট হয় এবং জীবনে বহু বাধাবিঘ্ন ঘটে। বহুমুদ্রা থাকিলে বহু সন্তান হয়।

অঙ্গুলির প্রথম পর্ব্বস্থিত কুণ্ডলীবৎ রেখা ১৩৩ নং চিত্রবৎ (পৃ১৫১) হইলে উহা মুদ্রাচিহ্ন বলিয়া ধার্য্য হইবে না।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে মুদ্রাচিহ্ন থাকিলে, জাতক রাজা বা রাজতুল্য সম্মানলাভকারী, বিদ্বান্, যশস্বী, ধনবান্ ও কার্য্যপটু হইয়া থাকে।

অনামিকায় মুদ্রা চিহ্ন থাকিলে জাতক নিজ চেষ্টায় উন্নতিলাভ করে ও বাণিজ্যে ধনবান্ হইয়া থাকে।

অন্য অঙ্গুলি একটিমাত্র মুদ্রাচিহ্নযুক্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বা অনামিকায় মুদ্রাচিহ্নের ন্যায় ফললাভ হইবে না।

চিত্র নং ১৩৩

ভ্রমণরেখা

আয়ুরেখা হইতে নিঃসৃত হইয়া চন্দ্রক্ষেত্রগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাগুলি ভ্রমণাদি জ্ঞাপক। আয়ুরেখার উভয় পার্শ্ব-প্রসারিত যদি কোনও শাখা-রেখা না থাকে, তবে জাতকের দেশ ভ্রমণাদি ঘটে না (৩-৩—চিত্র নং ১৩৪)।

আয়ুরেখা হইতে নিঃসৃত (চিত্র নং ১৩৪—১) রেখাবিশিষ্ট জাতকগণ আজীবন দেশ পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়। ইহাদের জীবনে বহুবিধ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

আয়ুরেখা হইতে নিঃসৃত (চিত্র নং ১৩৪—২) রেখাবিশিষ্ট জাতক দেশভ্রমণকারী হয়।

আয়ুরেখা হইতে নিঃসৃত রেখার প্রান্তভাগে ক্রশচিহ্ন (চিত্র নং ১৩৪ —৪) নিষ্ফল ভ্রমণের পরিচায়ক।

আয়ুরেখা হইতে উদ্ভূত ভ্রমণ রেখায় চতুষ্কোণ থাকিলে ভ্রমণকালে ভীষণ বিপদাপন্ন হইলেও জাতক রক্ষা পাইবে।
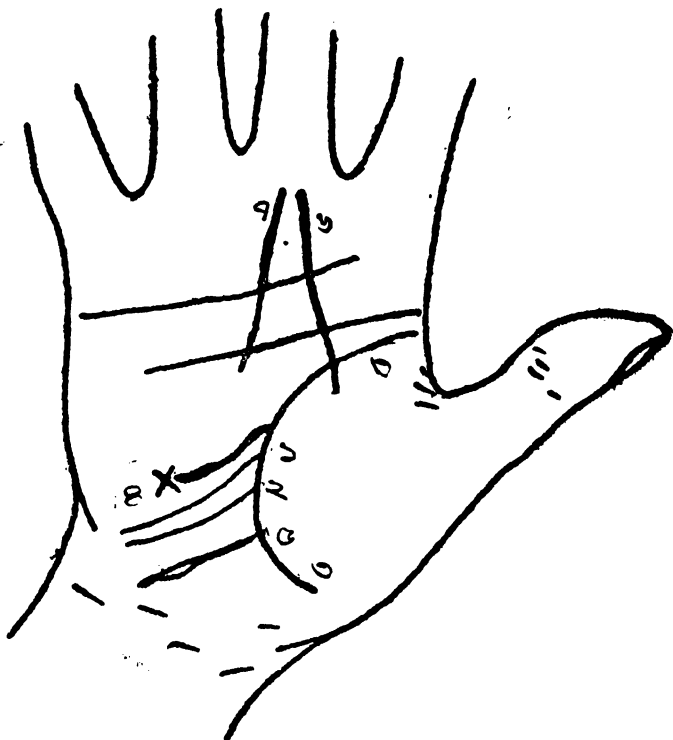
চিত্র নং ১৩৪

আয়ুরেখা হইতে উদ্গত ভ্রমণরেখায় যবচিহ্ন থাকিলে ভ্রমণে অর্থনাশ ও সমূহ্ ক্ষতির সম্ভাবনা।

ভ্রমণরেখা চন্দ্রক্ষেত্র অতিক্রম করিলে বা চন্দ্রক্ষেত্রে উপগত হইয়া প্রান্ত-ভাগ শাখাযুক্ত বা বৃত্তাকার হইলে ভ্রমণকালে বিপদ্ ও মৃত্যু ঘটে।

মণিবন্ধ হইতে উত্থিত একটি রেখা চন্দ্রক্ষেত্রে উপনীত হইলে সমুদ্রযাত্রা ঘটে।

মণিবন্ধ হইতে নিঃসৃত একটি রেখা শুক্রক্ষেত্র ভেদ করত বৃহস্পতি ক্ষেত্রে উপগত হইলে দীর্ঘকালব্যাপী জলভ্রমণ হয়। এতৎসহ একটি রেখা শনিক্ষেত্রাভিমুখে গমন করিয়া তাহার শীর্ষ স্পর্শোন্মত হইলে জলভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমন ঘটে না। ঐ দুইটি রেখার মধ্যে কোন একটি রেখা আয়ুরেখায় লীন হইলে জলযাত্রায় মৃত্যু ঘটে। যদি উক্ত রেখা দুইটি সমান্তরাল ভাবে থাকে, তবে জলযাত্রায় বহুবিধ কষ্ট হইলেও লাভ হয়।

মণিবন্ধ হইতে নির্গত আয়ুরেখাস্পর্শকারী রেখা জলভ্রমণে মৃত্যুর পরিচায়ক।

মণিবন্ধ হইতে উদ্গত রেখা সরলভাবে বুধক্ষেত্রে যাইলে বিপদাপদ সত্ত্বেও জলভ্রমণে আয়বৃদ্ধি হয়।

দুইটি সরল রেখা মণিবন্ধ হইতে নিঃসৃত হইয়া শিরোরেখাভিমুখে প্রসারিত থাকিলে জলভ্রমণে অর্থার্জ্জন হয়।

শনিক্ষেত্র হইতে নির্গত একটি রেখা আয়ুরেখা স্পর্শ করিলে বা উহা খণ্ডন করিলে (চিত্র নং ১৩৪—৬) জাতকের ভ্রমণকালে দুর্ঘটনাদি ঘটিবেই।

শনিক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত রেখা শিরোরেখা স্পর্শ বা খণ্ডন করিলে (চিত্র নং ১৩৪—৭) জাতকের মস্তকে আঘাত প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

রেখাবিচার

উদাহরণ দ্বারা শিক্ষার্থীর শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হয় এবং তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। সে কারণ বঙ্গের সুসন্তান কতিপয় মনীষীর হস্তরেখার আলোকচিত্র পৃথগ্‌ভাবে প্রকাশিত হইল। এই সকল হস্তের রেখাদির বিশদ বিচার এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। হস্তে যে সকল রেখা বা চিহ্নাদি জাতকের কর্ম্মজীবনে উন্নতির সহায়ক হইয়াছে, তাঁহাদের সম্মতিক্রমে, তাহাই শিক্ষার্থিগণের শিক্ষাসৌকর্য্যার্থ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রী জনপ্রিয় মাননীয়

নবাব কে, জি, এম্, ফারোক্কী খাঁ বাহাদুর মহোদয়ের হস্তের আলোকচিত্রে ত্রিশূল, যব, চতুষ্কোণাদি চিহ্ন ও হৃদয়, ভাগ্য ও শিরোরেখার বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তর্জ্জনী ও মধ্যমার নিম্নে বৃহস্পতি ও শনিক্ষেত্রে হৃদয়রেখা ত্রিধাবিভক্ত হইয়া ত্রিশূলবৎ হইয়াছে। উহাকেই ত্রিশূল চিহ্ন বলে। করতলস্থ এই ত্রিশূল চিহ্নের ফলে অন্যান্য রেখাদির সমাবেশক্রমে জাতক রাজা, রাজমন্ত্রী বা প্রকৃষ্ট রাজসম্মানলাভ করিয়া থাকেন। এক্ষেত্রে জাতক রাজমন্ত্রী হইয়াছেন। ভাগ্যরেখা করতলের মধ্যস্থল হইতে উত্থিত হওয়ায় (পৃ ৭১, প ১৫) নিজচেষ্টায় ঈপ্সিত কার্য্য আরম্ভ, সাফল্য লাভ ও উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন এবং উহা চন্দ্রক্ষেত্র
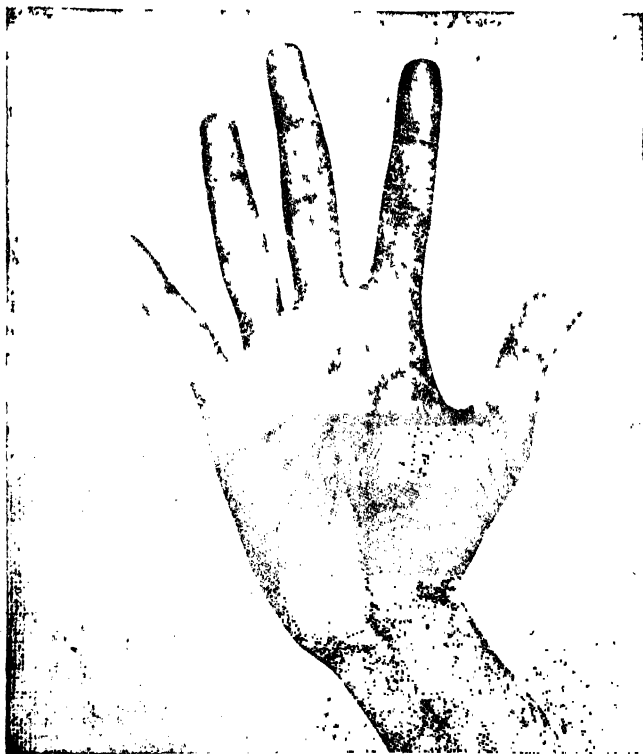
নবাব কে. জি. এম্. ফারোকী খাঁ বাহাদুর

পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকায় (পৃ ৬৯, প ১৭) জনপ্রিয় হইয়াছেন। রবি-ক্ষেত্রে রবিরেখা ও একটি অনুগ রেখা (পৃ ৮২, প ১৯) থাকায় বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ ঘটাইতেছে। রবিরেখা সুস্পষ্ট থাকায় (পৃ ৮০, ৮১, প ১৪, ১৮) ভাগ্য, বুদ্ধি, সম্মান ও শাস্ত্রানুরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিরোরেখার অনুগ রেখা দ্বারা প্রখর জ্ঞান, প্রতিভা এবং মানসিক বল-সম্পন্ন হইয়াছেন (পৃ ৬৪, চিত্র নং ৫৩)। শিরোরেখার একটি শাখা চন্দ্র-ক্ষেত্রে উপনীত হওয়ায় (পৃ ৬৭, প ৬) জাতক প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ও তাঁহার স্বপ্ন সফল হইয়া থাকে। করতলস্থ পুষ্ট শুক্র ও চন্দ্র-ক্ষেত্র এবং দীর্ঘ কনিষ্ঠাঙ্গুলি রাজমন্ত্রিত্ব লাভের সহায়ক। অত্যুচ্চ শুক্র-ক্ষেত্র (পৃ ১৬, প ৮) ইঁহার কার্ত্তিক মাসের জন্মের পরিচায়ক। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে যবচিহ্ন থাকায় ধন ও ধর্ম্মভাব শ্রেষ্ঠ, স্বীয় প্রতিভাবলে নিজক্ষমতায় উন্নতি লাভ হইয়াছে এবং অত্যুচ্চ শুক্রক্ষেত্র জনিত অশুভ ফল বিনষ্ট হইয়া শুভ ফল প্রদান করিতেছে।

রবিরেখায় চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকায় শত্রুর শত্রুতা বিফল করিয়া (পৃ ৮৩ প ১১) যশঃ ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে ও রাখিবে। এমন কি, অনিষ্টকারী বা শত্রুগণের পতন অনিবার্য্য। উপরোক্ত চিহ্নাদি ও রেখার সমাবেশ হওয়ায় ইনি এইরূপ নবীন বয়সে সম্রাট্‌. রাজপ্রতিনিধিবর্গ ও জনসাধারণের সম্মানার্হ হইয়াছেন।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

উচ্চ বুধক্ষেত্র জাতকের আষাঢ় মাসে জন্মের পরিচায়ক। করতলে বৃহস্পতি, রবি এবং বুধের ক্ষেত্র উচ্চ এবং চন্দ্র ও শুক্রক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত উচ্চ থাকায় (পৃ ২৪) ও শিরোরেখার প্রান্তভাগ শাখাযুক্ত হইয়া চন্দ্রস্থানাভিমুখে বক্র এবং অঙ্গুলি সমূহ চতুষ্কোণ ও গ্রন্থি পরিপুষ্ট থাকায় জাতক বহু গ্রন্থাদি প্রণয়ন ও সংবাদপত্রাদি সম্পাদন করিয়া প্রভূত যশ ও খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। বৃহস্পতিক্ষেত্র পুষ্ট ও উচ্চ হওয়ায় (পৃ ১৬, ১৭) জাতক ধার্ম্মিক, আদর্শবাদী, সম্মানার্হ, সত্যবাদী, কার্য্যদক্ষ, সহৃদয়, জ্ঞানী হইয়া দেশের ও দশের সম্মানভাজন হইয়াছেন। ভাগ্য-রেখা চন্দ্রের ক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইয়াছে; ফলে দেশের সুসন্তানগণের সদিচ্ছা ও সহায়তায় গ্রন্থাদি রচনা ও প্রকাশ করিয়া, বিশেষতঃ বাঙ্গালা ও হিন্দী "বিশ্বকোষ" প্রণয়ন করিয়া বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডারে অমূল্য রত্ন উপহার দিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। আয়ুরেখা বৃহস্পতিক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইয়া মণিবন্ধ পর্য্যন্ত প্রসারিত থাকায় (চিত্র নং ১৮, পৃ ৪৪) জাতক বাল্য কাল হইতেই উচ্চাভিলাষী, আত্মবিশ্বাসী ও প্রশংসাভাজন এবং সর্ব্বকার্য্যে সাফল্য লাভ করিয়া মান্য ও বরেণ্য হইয়াছেন; এবং ইহার প্রভাবে রাজ-সরকার হইতে সম্মান ও উপাধি লাভ, এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতের বিদ্বৎসমাজে যোগ্য সম্মানলাভ হইয়াছে; জগদ্বরেণ্য মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য প্রমুখ দেশের কৃতী সন্তানগণ জাতকের আবাসভুমিতে আসিয়া তাঁহার বিদ্যাবত্তার ভূয়সী প্রশংসা করত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। আয়ুরেখার সমান্তরালরেখা (চিত্র নং ১৭, পৃ ৪৩) দীর্ঘায়ুযোগের পরিচায়ক।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় এম এ, বি এল, এটর্ণী

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, এটর্ণী

বুধক্ষেত্র উচ্চ থাকায় জাতক আষাঢ় মাসে ভূমিষ্ঠ এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিবিশিষ্ট, ধীশক্তি সম্পন্ন, বাগ্মী, কবি, ব্যবসায়ী, আইনজ্ঞ, পরোপকারী, দাতা ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছেন। আয়ুরেখার সমান্তরাল রেখা শুক্র ও রাহুক্ষেত্র পর্য্যন্ত প্রসারিত থাকায় শুভফল প্রদান (চিত্র নং ১৭, পৃ ৪৩) করিতেছে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে যব চিহ্ন—বিদ্যা, ধন ও ধর্ম্মের পরিচায়ক। চন্দ্রক্ষেত্র হইতে উত্থিত ভাগ্যরেখা (চিত্র নং ৬১, পৃ ৬৯) জাতককে জনপ্রিয় ও পরোপকারী করিয়াছে। স্বক্ষেত্রে রবিরেখা (পৃ ৮২) যশ ও সফলতা দান করিতেছে। রবিক্ষেত্রে রবিরেখার উপর অর্দ্ধচন্দ্রবৎ বিশেষ রেখা থাকায় জাতক নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি ও কৃতিত্ব বলে য়ুরোপীয় এটর্ণীগণ পরিচালিত সুবিখ্যাত অর্, ডিগ্‌নাম্ কোং'র অন্যতম স্বত্বাধিকারী হইয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। রাহুরেখাহীন করতলে একাধিক ভাগ্যরেখা, একটি চন্দ্র ও অন্যটি শুক্রক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইয়া হৃদয়রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকায় জাতকের মধ্যবয়সেই পূর্ণ ভাগ্যোদয় হইয়াছে। এবংবিধ ভাগ্যরেখা ও অন্যান্য শুভদায়ক রেখা এবং যব চিহ্নাদির সমাবেশে জাতক চা-বাগান, কয়লার খনি প্রভৃতির অংশীদার ও বহুবিধ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হইয়াছেন।

প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ইন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় বি, সি, এস

করতলস্থ বৃহস্পতিক্ষেত্র পুষ্ট ও উচ্চ হওয়ায় (পৃ ১৬) জাতকের কর্ত্তৃত্বলাভ ও উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হইয়া জাতক ধার্ম্মিক, আদর্শবাদী, সম্মানার্হ উচ্চপদস্থ, কার্য্যদক্ষ, স্বাধীনচেতা, কর্ত্তব্যপরায়ণ, সহৃদয়, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, মন্ত্রণাকুশল, পরোপকারী, তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন ও ভ্রমণকারী হইয়াছেন। রাহু-রেখাহীন ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া মধ্যমাঙ্গুলির প্রথম পর্ব্বাভিমুখে ধাবিত থাকায় (পৃ ৬৮) জাতক স্বীয় প্রতিভাবলে উন্নত ও সৌভাগ্যশালী হইয়াছেন। (পৃ ৭৯) শনি, রবি ও বুধ ক্ষেত্রাভিমুখে প্রসারিত ত্রিধাবিভক্ত রবিরেখা যশঃ, ধন ও রাজোপাধিলাভের পরিচায়ক। সুস্পষ্ট রবিরেখা ও তৎসহ বুধ ও বিশেষতঃ বৃহস্পতিক্ষেত্র উচ্চ হওয়ায় (পৃ ৮০) জাতকের ভাগ্য, বুদ্ধি, সম্মান ও শাস্ত্রানুরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বক্ষেত্রে রবিরেখা থাকায় (পৃ ৮২) জাতকের পরিণত বয়সে উন্নতি, কার্য্যসিদ্ধি ও যশোলাভ হইয়াছে। শনিক্ষেত্রে ক্রশ থাকায় বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও ক্রমান্বয়ে উন্নতি লাভ ঘটিয়াছে।
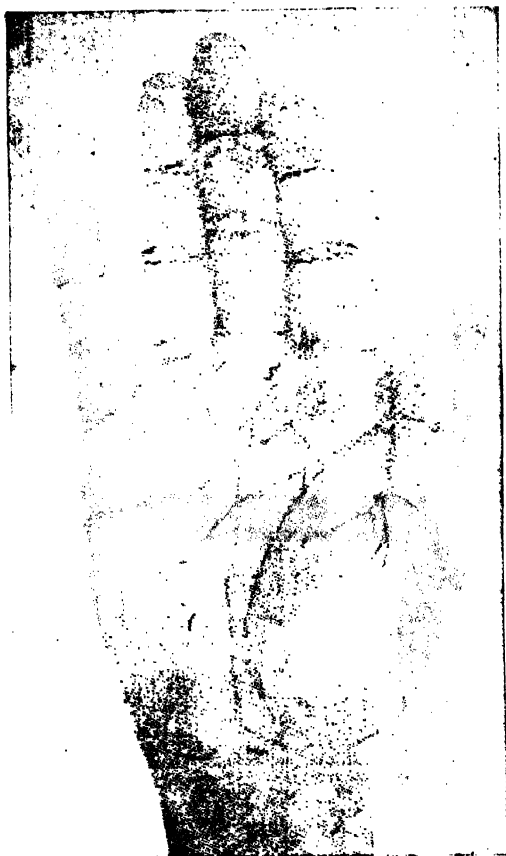
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ইন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় বি সি এস

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন বাহাদুর

রবিরেখায় ত্রিভুজ থাকায় শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী (পৃ ১৩৪), শনিক্ষেত্রে ত্রিশূলবৎ (আংশিক) চিহ্ন থাকায় (পৃ ৮১) সমুদ্রযাত্রা ঘটিয়াছে। আয়ু, ভাগ্য ও শিরোরেখা মিলিত হইয়া ত্রিভুজাকার হওয়ায় জাতক সৌভাগ্যশালী, সাহসী, উন্নতহৃদয়, পরোপকারী, কর্ম্মকুশল হইয়াছেন ও রাজোপাধিলাভ করিয়াছেন। রাহুক্ষেত্রস্থ চতুষ্কোণ দ্বারা জাতক কর্ম্মী, যশস্বী, সম্মানার্হ হইয়াছেন এবং পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে নিজক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরোপকার করিয়া থাকেন। করতলস্থ শুভদায়ক রেখাদি ও মীনপুচ্ছ হেতু কর্ম্মদক্ষতা ও দেশহিতকর বহুবিধ রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ব্যবসায়াদি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাদিতে সাফল্যলাভ ঘটে, এমন কি, অসাধ্যসাধনও করিয়া থাকেন।

অবসরপ্রাপ্ত জজ

রায় বাহাদুর গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রবিক্ষেত্রে ক্রশ ও ত্রিকোণ চিহ্ন জাতককে বিদ্যা, যশঃ, সম্মান ও অর্থ-দান এবং পরোপকারী ও সৎপরামর্শদাতা করিয়াছে। আয়ু, ভাগ্য ও শিরোরেখা মিলিত হইয়া তারকাবৎ হওয়ায় এবং একটি অতিরিক্ত রেখা বৃহস্পতিক্ষেত্রের নিম্নে হৃদয়রেখায় মিলিত হইয়া ত্রিকোণ ও করচতুষ্কোণবৎ হওয়ায় বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও কার্য্যসাফল্য, পদোন্নতি, কর্ত্তৃত্ব ও সম্মানলাভ ঘটিয়াছে। শুক্রক্ষেত্রে অতিরিক্ত দুইটি রেখা কর্ম্ম ও ভাগ্যোন্নতির পরিচায়ক। শিরোরেখা এবং রবিক্ষেত্রে অতিরিক্তরেখা দ্বারা ভাগ্যরেখার সহিত মিলিত আয়ুরেখা (সাধারণতঃ এরূপ অল্পই দৃষ্ট হয়) যথাক্রমে বিভিন্ন স্থানে কর্ত্তিত হওয়ায়, ৬৩ হইতে ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ণায়ুযোগ সূচিত হইতেছে। করতলে বুধরেখা না থাকায় ব্যবহারজীবি ব্যবসা (ওকালতী) না করিয়া রাজসরকারে চাকুরীগ্রহণ ও রাজ-সম্মান লাভ হইয়াছে। এবংবিধ রেখাবিশিষ্ট করতলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে যব থাকায় জাতককে যোগী, ধার্ম্মিক, পরোপকারী ও আদর্শবাদী করিয়াছে।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মিঃ কিরণ মুখার্জ্জী

মিঃ কিরণ মুখার্জ্জী

রবিক্ষেত্রে ক্রশ ও শনিক্ষেত্রে ত্রিশূলবৎ চিহ্ন থাকায় সুপণ্ডিত ও আইন শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছেন। এবং বিদ্যালাভার্থ বিদেশগমন (সমুদ্রযাত্রা) ও কৃতিত্বের সহিত পাশ্চাত্যজগতে অধ্যাপনা করিয়াছেন। বৃহস্পতিক্ষেত্রে ক্রশ ধর্ম্মানুরাগ,ব্রহ্মচর্য্য ও বিদেশ ভ্রমণের পরিচায়ক। গুহ্য ক্রশ থাকায় ধর্ম্ম ও অধ্যাত্মবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ হইয়াছে। রাহুক্ষেত্রে চতুষ্কোণ থাকায় জাতক নিজ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরোপকারে রত এবং কর্ম্মী, যশস্বী সম্মানার্হ হইয়াছেন। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের যবরেখা অতীব শুভ। ফলে জাতক বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানার্হ উপাধি লাভ করিয়াছেন এবং ভোগী, সুখী, ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

বিধাতার ইঙ্গিত

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই, বিশ্বশিল্পী তাঁহার দেব কল্পনায়, সুনিপুণভাবে মহাবিশ্ব সুসজ্জিত করিয়া, জীবশ্রেষ্ঠ সর্ব্বগুণসম্পন্ন মানব সৃজন করেন। পরমকারুণিক সৃষ্টিধর অলক্ষ্যে থাকিয়া মানবকে ইঙ্গিতে উপদেশ দান করেন। বুদ্ধিবলে উহা অনুসরণ করিয়া মানব নিজের ও জগতের হিতসাধন করিয়া থাকে।

জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, চেতন, অচেতন সর্ব্ব পদার্থে, সর্ব্ব জীবে বিধাতার ইঙ্গিত প্রকট। বুদ্ধি ও যোগবলে, বিধাতার এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত সঠিক নির্দ্ধারণ করিয়া ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ সাধারণের নিমিত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থই বিভিন্ন শাস্ত্র নামে অভিহিত। সর্ব্ব যুগেই হিন্দুসমাজ এই সকল শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কার্য্য করিয়া আসিতেছে। এমন এক দিন ছিল, যখন লোক জ্ঞানবলে অথবা জ্ঞানিগণের উপদেশানুসারে কার্য্যাদি করিত। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্ত্যবিদ্যাভিমানিগণের মধ্যে অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী লোক বিরল। বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সহযোগে না বুঝাইয়া দিলে, শাস্ত্রোক্ত শাশ্বত ধর্ম্মকথাও

ইহারা গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, কল্পলোকের বিজ্ঞান-উৎসের কয়েকটি ধারা লইয়া, বিশ্ববৈজ্ঞানিক এই জড়জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অনন্ত শূন্যে (পৃথিব্যাদি) ঘূর্ণায়মান গ্রহাদির সংস্থান, সৃষ্টিকর্ত্তার অদ্ভুত বিজ্ঞান-শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় সতত প্রদান করিতেছে। এই সব দেখিয়া, শুনিয়া এবং বুঝিয়াও জীব এই চির সত্যের সম্যক্ উপলব্ধি করিতে অক্ষম; কিন্তু দৈনন্দিন কর্ম্ম-জীবনে নানা ক্ষেত্রে মানব বিধাতার ইঙ্গিত অনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে। আকাশে, দিবসে বা রাত্রিকালে মেঘমালা ও নক্ষত্ররাজির সঞ্চরণাদি দেখিয়া ঝড়-বৃষ্টি, শীত-উষ্ণাদি বহু বিষয় জনসাধারণ, এমন কি, গ্রাম্য স্ত্রীলোকগণও বিধাতার ইঙ্গিতে প্রকৃতির লীলা বুঝিতে পারেন। বর্ণ ও প্রকৃতি দেখিয়া মৃত্তিকায় কি শস্য উৎপন্ন হইতে পারে, নিরক্ষর কৃষকগণ তাহা অনায়াসে বুঝিতে সমর্থ হয়। জ্ঞানিগণ ইহা অপেক্ষা অধিক তথ্য বুঝিতে পারেন। কারণ, কত নিম্নে জল বা খনিজ পদার্থ আছে, তাহা তাঁহারা সহজেই অনুমান করিতে সমর্থ। জলের রঙ ও স্বাদে জলের প্রকৃতি নির্দ্ধারিত হইয়া উহার তদনুরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। অঙ্কুর হইতে আরম্ভ করিয়া বৃক্ষ-লতাদির গঠন, কাণ্ড, পত্র-রেখাদি দৃষ্টে উহাদের অবস্থা সম্যক্‌রূপে বোধগম্য হয়। তার্কিক বা অবিশ্বাসিগণ হয় ত বলিবেন যে, প্রাকৃতিক নিয়মে উহা সংগঠিত হয় এবং বুদ্ধিমান মানব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ফলে তাহা বুঝিতে পারেন। আমাদের বক্তব্য এই যে, উহাই বিশ্বপ্রকৃতি বা বিশ্বনিয়ন্তার ইঙ্গিত।

মানবের মঙ্গলার্থ মঙ্গলময় পরমেশ্বর মানবের ললাট, কর ও পদতলে

নানা রেখায় মানব-জীবনের সকল তত্ত্ব বিবৃত করিয়া দিয়াছেন। অনেকে বলিয়া থাকেন, গর্ভাবস্থায় শিশুর হস্ত মুষ্টিবদ্ধ থাকে বলিয়া মাংসপেশীর সঙ্কোচনে হস্তে রেখার উৎপত্তি হয়। কিন্তু তাহা হইলে প্রত্যেকের হস্তরেখা বিভিন্ন না হইয়া অধিকাংশের হস্তরেখা একই প্রকারের হইত। অধিকন্তু জন্মের পর হস্ত মুষ্টিবদ্ধ না থাকা হেতু অথবা করতলে স্ফোটকাদি ক্ষত বা অস্ত্রোপচার হইবার ফলে রেখাগুলি অন্তর্হিত হইত। অপিচ, ঐ যুক্তিবলে গর্ভস্থ শিশুর ললাট বা পদতল কুঞ্চিত না থাকায় ঐ ঐ স্থানে রেখাপাত কদাচ সম্ভব হইত না। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমিত হইতেছে যে, জীব-সৃষ্টিকালে সৃষ্টিকর্ত্তা জীবের কর, পদ ও ললাটে রেখাপাত করিয়া জীবনের ঘটনাবলী দর্পণের ন্যায় প্রতিবিম্বিত করিয়া রাখিয়াছেন। সামুদ্রিক বিদ্যায় অভিজ্ঞগণ উহা উপলব্ধি করিতে পারেন। চক্ষু থাকিতেও অনেকে ভগবানের এই ইঙ্গিত দেখিতে ও বুঝিতে পারে না। বাস্তবিক মানবের করতলই মানব-জীবনের দর্পণ। উহাতে মানবের দেহ ও মনের অবস্থা এবং ভাগ্যাদি সর্ব্বথা সম্যক্‌রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। শিক্ষিত ও শিক্ষার্থিগণ করতলস্থ অস্ফুট বা পরিস্ফুট রেখাদি পাঠে, উহার অর্থ অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেবকল্প মহর্ষিগণ বিধাতার ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করিয়া, জ্ঞানবলে মানব-জীবনের অবশ্য প্রয়োজনীয়, সকল তথ্যই গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং উহাই বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র নামে বিদিত। মানবের আয়ু সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় আয়ুর্ব্বিচার অংশে বর্ণিত আছে। উক্ত অংশের যে শাখায় হস্ত-পদাদির রেখা পাঠের বিষয় বিবৃত আছে, তাহাকে

'সামুদ্রিক শাস্ত্র' বলে। স্থূলভাবে ডাক্তার-বৈদ্যগণ সাধারণতঃ মানবের মুখ-মণ্ডল, হস্ত-পদাদি নিরীক্ষণ করিয়া রোগের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করেন। মস্তিষ্ক ও দেহযন্ত্রের সহজ ও বিকৃতাবস্থা সূক্ষ্ম স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্য দিয়া করতলে প্রতিফলিত হয়। এই জন্য দেখা যায়, নখ দেখিয়া, নখাগ্র টিপিয়া বা করতলের বর্ণ দেখিয়া চিকিৎসকগণ রোগনির্ণয় করিয়া থাকেন। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, মানবের স্বাস্থ্য, চিন্তা, ভাব-ধারা, প্রবৃত্তি, উত্তেজনাদি মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হইয়া স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে করতল, ললাট, বদন ও পদতলে রেখা-বিশেষে সূচিত হইয়া থাকে। এই জন্য লজ্জা-ভয়, ব্যাধি বা বিষাদে মুখমণ্ডলের বর্ণ বিভিন্ন প্রকারে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন—কেননা, সকলেই ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকেন। স্বাস্থ্য, চিন্তা ও উত্তেজনাদির ফলে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রক্ত-কণিকাগুলি করতলস্থ রেখাদির বর্ণের তারতম্য ঘটায়। রেখাজ্ঞানসম্পন্ন সুধী-মাত্রেই তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারেন। যাঁহারা স্মরণাতীত কালের কথা বিশ্বাস করিতে চাহেন না, তাঁহাদিগের জন্য বর্ত্তমান যুগের আধুনিক ঘটনার উল্লেখ সমীচীন মনে করি। এই যুগে সার্ চার্লস্ বেল্ বিশিষ্টরূপে প্রমাণ করিয়া সভ্য জগৎকে দেখাইয়াছেন যে, করতলস্থ সূক্ষ্ম স্নায়ুমণ্ডলীর সহিত মন ও মস্তিষ্কের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকায় কররেখা দ্বারা মন ও মস্তিষ্কের ভাষা বুঝিতে পারা যায়। সুবিখ্যাত স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বিশ্ববিদিত ডিটেকৃটিভগণের পাঠাগারে সামুদ্রিক বিদ্যা সম্বন্ধীয় প্রভৃত গ্রন্থ আছে। মঁসিয়ে বার্টিলন্ ও কতিপয় ফরাসী দেশীয় পুলিশ কর্ম্মচারী অপরাধী বা অভিযুক্তগণের হস্তরেখাদি বিচার করিয়া উহাদের

মানসিক বৃত্তি ও চরিত্রাদির বিষয় বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য জগতে এখনও ডিটেক্‌টিভগণ সময় সময় চতুরতার সহিত অতর্কিতে সন্দিগ্ধ ব্যক্তিগণের কররেখাদি দেখিয়া নিজেদের কর্ম্মপন্থা ঠিক করিয়া থাকেন। মানব-চরিত্র বিশ্লেষণে যদি কররেখা সহায়ক ও কার্য্যকরী বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে মানব-জীবনের জ্ঞাতব্য অন্যান্য বিষয় তদ্দ্বারা নিরূপিত হইবে না কেন? পুরাকালে জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক বিদ্যাবলে বহু কার্য্য সম্পাদিত হইত। ভারত হইতেই এই বিদ্যা জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। এককালে গ্রীস্ দেশে জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক বিদ্যার বিশেষ আলোচনা হইত। গ্রীক্ ভাষায় করকে cheir বলে। ভারত হইতেই যে উহা গ্রীসে প্রচারিত হইয়াছে, ভারতীয় 'কর' শব্দের উচ্চারণের সহিত গ্রীসীয় cheir শব্দের উচ্চারণ-সাদৃশ্য হইতেও ইহা অনুমিত হইতেছে।

'মানবের অদৃষ্ট মানবের হাতে'—ইহা শাস্ত্রোক্ত চিরসত্য। হিন্দু-শাস্ত্রে সন্দিহান ব্যক্তিগণের বিশ্বাসোৎপাদন জন্য বলিতেছি যে, তাঁহারা ইংরাজীতে অনূদিত হিব্রু Book of Job গ্রন্থের সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছদের সপ্তম শ্লোকে দেখিতে পাইবেন:—"God caused signs or seals on the hands of all the sons of men, that the sons of men might know their works."

দেহের যে কোনও একটি অস্থি পরীক্ষা করিয়া যদি শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ দেহের সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্যক্ বিবরণ বলিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে দেহের প্রধান কার্য্যকরী অঙ্গ—হস্ত দেখিয়া, সামুদ্রিক বিদ্যায় পারদর্শী সুধীগণও মানবের গূঢ়তত্ত্ব বলিতে পারিবেন না কেন? হস্তরেখা দৃষ্টে

কেবল যে বর্ত্তমান জীবনের ফলাফল বলা যায়, তাহা নহে, পূর্ব্বজন্মের বিষয়ও বলা যায়। দেহান্তর গ্রহণ করিয়াও মানব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার ভুলিতে পারে না; উহার বিকাশ মানব-চরিত্রে পরিস্ফুট হয়। তদ্রূপ পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্তও রেখাবিশেষ দ্বারা মানব-শরীরে প্রকাশিত হইয়া থাকে; ইহা তর্কের বিষয়ীভূত নহে—পরীক্ষিত সত্য।

এককালে যাহা 'ভ্রান্তধারণা', 'অন্ধবিশ্বাস' বলিয়া পরিগণিত হইত, বর্ত্তমানে পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় সুধীগণের গভীর গবেষণার ফলে, তাহা বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

চতুষ্কোণ হস্ত
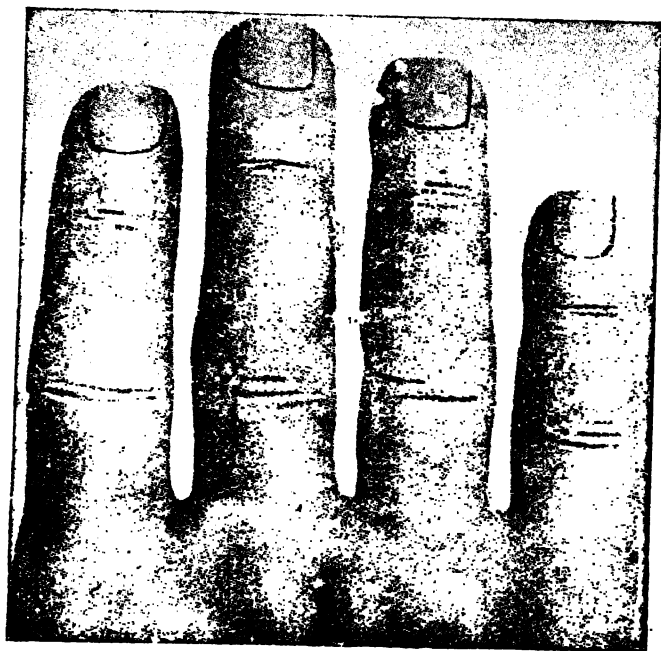
চিত্র নং ১

হাতের ভাষা

কররেখা বা হাতের ভাষা পাঠ করিবার পূর্ব্বে, হাতের বিষয় সম্যক্‌-রূপে অবগত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। কেননা, হাতের গঠনের তারতম্য অনুসারে মানব-প্রকৃতির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন মানব-দেহে সাত প্রকার বিভিন্ন আকৃতি ও গঠনের কর দৃষ্ট হয়। যথা:—

১। চতুষ্কোণ হস্ত
২। দার্শনিক ,,
৩। সূচ্যগ্র ,,
৪। শিল্পী ,,
৫। মিশ্রিত ,,
৬। স্থূলাগ্র ,,
৭। অপরিপুষ্ট ,,

(১) চতুষ্কোণ হস্ত

হস্তাঙ্গুলির নখসংযুক্ত পর্ব্বগুলি অনেকাংশে চতুষ্কোণ বলিয়া ইহাকে চতুষ্কোণ হস্ত বলা হয়। চতুষ্কোণ হস্তবিশিষ্ট জাতক অধ্যবসায়ী, সূক্ষ্মবুদ্ধি

রাজনীতিক, কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন, গম্ভীর, নিয়ম ও শৃঙ্খলার বশবর্ত্তী, স্নেহপ্রবণ, বিদ্যাপ্রিয়, অকপট, বিশ্বাস ও ভক্তিভাজন, সদালাপী, শিষ্টাচারী, অনুসন্ধিৎসু, কর্ম্ম ও ক্রিয়াকুশল হইয়া থাকে। কল্পনা-প্রবণ লোকের সহিত ইহাদের মতের ঐক্য হয় না। ইহারা নির্ব্বিবাদী, শান্তি-প্রিয়, কিন্তু ভীরু নহে। সত্যনির্দ্ধারণ ও প্রতিষ্ঠা-কল্পে তর্ক বা কলহাদিতে প্রায়ই অপরাজেয় হইয়া থাকে। শিক্ষিত, বণিক্, আইনব্যবসায়ী, হিসাব-নবিশ, গ্রন্থাধ্যক্ষ, মসীজীবী, দালাল, নট, লেখক, উদ্ভিদ-বিদ্যাবিদ্ ও বিচারকগণের হস্তের গঠন প্রায়শঃ এইরূপ ধরণের হইয়া থাকে।

(২) দার্শনিক হস্ত

এইরূপ হস্তবিশিষ্ট জাতক চিন্তাশীল, বিবেকী, তত্ত্বজ্ঞানী, দর্শন ও নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, রাসায়নিক, গবেষণাপ্রিয়, কর্ত্তব্যপরায়ণ, সত্যান্বেষী, অহিংস, অক্রোধী, বিশ্বাসপরায়ণ, জ্ঞানপিপাসু, সঙ্গোপনশীল, যোগী, ভক্তিমান্, নেতৃত্বগুণসম্পন্ন ও (স্বেচ্ছাচারী হইলেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া) কার্য্যকুশল হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, রাসায়নিক ও শিক্ষকগণের মধ্যে সচরাচর এইরূপ হস্ত দৃষ্ট হয়।

(৩) সূচ্যগ্র হস্ত

সূচ্যগ্র হস্ত নিম্নলিখিত গুণাবলীর পরিচায়ক। দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন, ভাবপ্রবণ, আপন ভাবে বিভোর, সৌন্দর্য্যপ্রিয়, প্রেমিক, বেশ-ভূষায়

দার্শনিক হস্ত

চিত্র নং ২

সূচ্যগ্র হস্ত

চিত্র নং ৩

শিল্পী হস্ত

চিত্র নং ৪

পরিপাটী, পরহিতাকাঙ্ক্ষী, সহজবুদ্ধিবিশিষ্ট, কাল্পনিক, কবি, সঙ্গীতপ্রিয়, স্থির-ধীর, উদার, প্রেমিক, করুণহৃদয়, প্রত্যুৎপন্নমতি, শান্তিপ্রিয়, সর্ব্ববিষয়ে উচ্চাদর্শ, সকল লোকের প্রতি উচ্চ ধারণা-পোষণকারী। ইহাদের মানসিক দুর্ব্বলতা হেতু কার্য্যপ্রণালী অসংবদ্ধ ও ব্যবসাবুদ্ধি অপ্রখর, এবং ইহাদের মন তুচ্ছ বিষয়ে আকৃষ্ট হয় না।

(৪) শিল্পী হস্ত

ইন্দ্রিয়-সুখপরায়ণ, সৌন্দর্য্যপ্রিয়, আত্মসুখী, ধারণাপ্রবণ, গুণবান্, সদানন্দ, অধীর, অলস, উত্তেজনাশীল, দেশভ্রমণপ্রিয়, পরিবর্ত্তনকামী, আবেগময়, ভাবপ্রবণ, পরমত-অসহিষ্ণু, নট, বক্তা, কল্পনাপ্রিয়, কল্পনানুযায়ী কার্য্য করিতে স্বয়ং অক্ষম, কিন্তু অন্যের দ্বারা করাইয়া লইতে পটু, সুখ-দুঃখে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান, যেমন অনুরাগ তেমনি বিরাগ ইত্যাদি লক্ষণ শিল্পী হস্ত দ্বারা সূচিত হয়।

(৫) মিশ্রিত হস্ত

বিভিন্ন প্রকার অগ্রভাগবিশিষ্ট অঙ্গুলি থাকায় এরূপ হস্তকে মিশ্রিত হস্ত বলা হয়। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইলে, জাতক বহু বিষয়ের সন্ধান রাখে, সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্ব বিষয়ে সামঞ্জস্য রাখিয়া কার্য্য করিতে পটু, আরব্ধ কার্য্য অনেক স্থলে সমাপ্ত করিতে অসমর্থ;

কিন্তু প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও সমধিক ধৈর্য্য থাকিলে সাফল্য ও খ্যাতিলাভ সুনিশ্চিত। 'ভাল হইবেই'—বৃষ্টির পর রৌদ্র, দুঃখের পর সুখ ইত্যাদি প্রকার ধারণা বদ্ধমূল। অর্থ অপেক্ষা যশঃপ্রিয়, সদালাপী, মুগ্ধকারী ও জনপ্রিয়। রাজকার্য্য, কৃষি ও শিল্পকর্ম্ম, ব্যবসায়, ধর্ম্মাদি সকল বিষয় জানে কিন্তু কোনটিতে বিশেষ পারদর্শী নহে। পরিবর্ত্তনীয় মনোবৃত্তি, দেবোপাসক কিন্তু ধার্ম্মিক নহে; বিচক্ষণ, প্রতিভাশালী, মেধাবী, মৌলিক, সঠিকভাবে বুঝাইতে পটু।

(৬) স্থূলাগ্র হস্ত

এই চিত্রানুরূপ অঙ্গুলিসংলগ্ন, দৃঢ় ও কঠিন করতল, অব্যবস্থিত ও চঞ্চলচিত্তের পরিচায়ক। জাতক সহজে উত্তেজিত হয়, আত্মনির্ভর, স্বাধীনচেতা, স্বাবলম্বী, দৃঢ়সঙ্কল্প, উদ্ভাবন-শক্তিসম্পন্ন, শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ কার্য্যে পটু, কার্য্যতৎপর, গীত-বাদ্যে পারদর্শী, চতুর, বিচক্ষণ, পরিশ্রমী, ব্যায়ামী, কল-কারখানা ও বাণিজ্যে বিশেষজ্ঞ অধ্যবসায়ী, স্বনামধন্য, অকপট, বন্ধুবৎসল, সত্যবাদী, প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সচেষ্ট, আদৌ পরমুখাপেক্ষী নহে। কিন্তু এই প্রকার হস্ত যদি কোমল ও শ্লথ হয়, তাহা হইলে জাতক অস্থিরচিত্ত, ক্রোধন, অলস ও অন্যের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণে পটু হয়।

(৭) অপরিপুষ্ট হস্ত

কঠোর পরিশ্রমী, বলবান্, অল্পবুদ্ধি, অবিবেচক, অল্পবিদ্যাসম্পন্ন বা মূর্খ, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, পাশবিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন, ক্রুদ্ধ হইলে দুর্দ্দমনীয়,

মিশ্রিত হস্ত

চিত্র নং ৫

স্থূলাগ্র হস্ত

চিত্র নং ৬
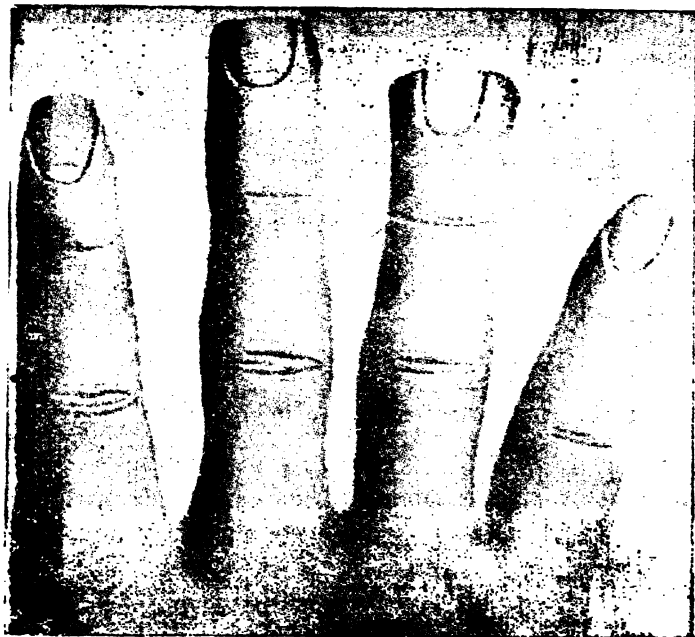
অপরিপুষ্ট হস্ত
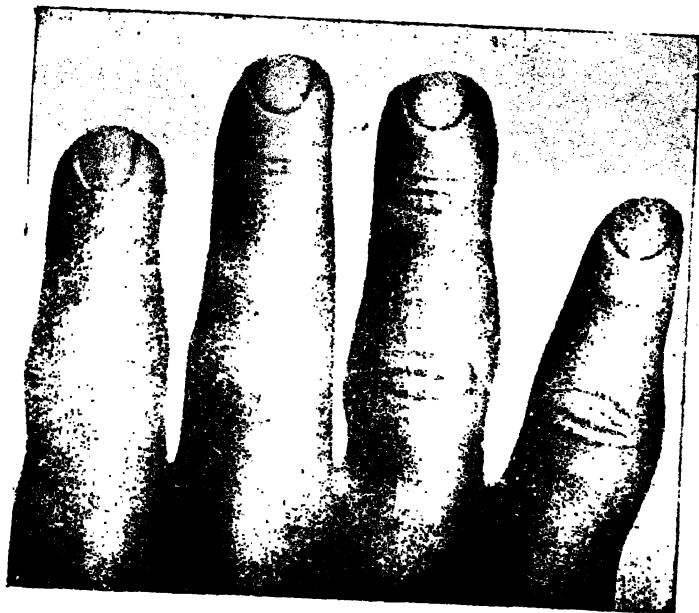
চিত্র নং ৭

অল্পে তুষ্ট, স্বাবলম্বী, পান, আহার ও আমোদে কষ্টার্জ্জিত অর্থব্যয়কারী। কৃষক, মজুর, কারিকর, শ্রমিক, শ্রমশিল্পী, ভারবাহী, ফেরিওয়ালা, কসাই প্রভৃতি শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের মধ্যে অধিকাংশেরই হস্ত এই প্রকারের হইয়া থাকে। ইহাদের ধারণাশক্তি অতীব অল্প, এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

করতলে গ্রহের স্থান ও প্রভাব

গুরুস্তু তর্জ্জনীমূলে মধ্যমূলে শনিঃ স্থিতঃ।
অনামামূলদেশে তু রবিস্থানং নিরূপিতম্ ॥
কনিষ্ঠা নিম্নভাগে তু বুধস্তথা নিগদ্যতে।
তন্নিম্নে আয়ুরেখাধঃ কুজস্থানং বিনির্দ্দিশেৎ ॥
তৎপশ্চান্মণিবন্ধোর্দ্ধং চন্দ্রস্থানম্ সুনিশ্চিতম্।
ভৃগুস্থানম্ সমাখ্যাতমঙ্গুষ্ঠমূলপর্ব্বণি ॥
তদূর্দ্ধে গুরুস্থানাধঃ রাহুক্ষেত্রং বিদাম্মতম্।

৮ নং চিত্রে, করতলে শুক্রাদি গ্রহ সকল যে যে স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে, ঐ সকল স্থানকে ঐ সকল গ্রহের ক্ষেত্র বলা হয়। গ্রহগণের বলাবল অনুযায়ী ঐ সকল ক্ষেত্র উজ্জ্বল, নিষ্প্রভ, কঠিন, কোমল, উচ্চ বা অনুচ্চ হইয়া থাকে এবং উহা দেখিয়া মানবের আয়ু, ভাগ্য, দেহ ও মানসিক বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রহগণের ক্ষেত্র বিচার করিয়া স্থূল ফলাফল লিখিত হইল। আয়ু, শির ও হৃদয়-রেখার প্রভাব অনুযায়ী এই সকল ফলের তারতম্য হইয়া থাকে। অন্যত্র উহা বিশদভাবে আলোচিত হইবে, উহা পাঠে সূক্ষ্ম ফল নির্দ্ধারিত করিতে পাঠক সমর্থ হইবেন।

গ্রহের স্থান

চিত্র নং ৮

গ্রহের প্রভাব

চিত্র নং :

শুক্র
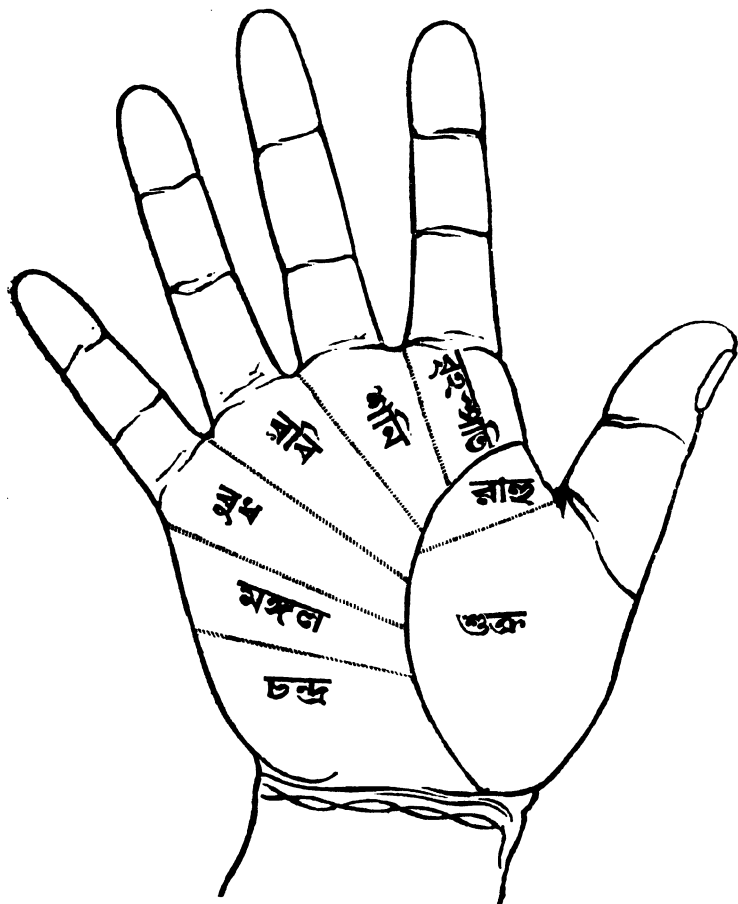
যন্ত্রাদি সাহায্যে বা অন্য কোনরূপে পরীক্ষা না করিয়াও, শারীরবিদ্যা পাঠে কেবল করতলে বৃদ্ধাঙ্গুলির তৃতীয় পর্ব্বের নিম্নস্থল লক্ষ্য করিলেই দেহে বিশুদ্ধ শোণিতের প্রাচুর্য্য বা অল্পতা সহজে বুঝিতে পারা যায়। রক্তাধিক্যবশতঃ উক্ত স্থানটি উজ্জ্বল, রক্তাভ ও পরিপুষ্ট দেখা যায়। এই প্রকার চিহ্নবিশিষ্ট জাতক স্বভাবতই বলবীর্য্যবান্ হইয়া থাকে। সামুদ্রিক শাস্ত্রে উক্ত স্থানকে শুক্রের ক্ষেত্র বলে। সৌরজগতে সূর্য্য যেরূপ পৃথিবীকে উত্তাপ দান করেন এবং উহা হইতে রস গ্রহণ করিয়া থাকেন, শুক্রগ্রহও সেইরূপ কথঞ্চিৎ উষ্ণতা ও অধিক পরিমাণে আর্দ্রতা বিধান করিয়া থাকেন। ফলে, ইহার অধীন মনুষ্যগণের কফ-প্রধান ধাতু এবং অল্পাধিক মস্তক, স্কন্ধ, কর্ণ, নাসিকা, চক্ষু, কণ্ঠ ও অন্ত্র-সম্বন্ধীয় পীড়া হয়। শুক্রস্থান উজ্জ্বল, পরিপুষ্ট ও উচ্চ হইলে জাতক চিত্রাঙ্কন, নৃত্য-গীত, সৌন্দর্য্য ও রমণী-প্রিয়, (স্ত্রীজাতি হইলে সকলের প্রিয়) প্রেম, স্নেহ ও সহানুভূতিপ্রবণ, প্রিয়জনের তুষ্টি জন্য অসাধ্য সাধন করিতেও অকুণ্ঠিত, সুস্থ, সবলকায়, অতিথিপরায়ণ, উদার, প্রভাবশালী, বেশ-ভূষা ও আহারাদিতে পরিপাটী, সরল, স্পষ্টবক্তা, তরলমস্তিষ্ক, কৃতকর্ম্মের জন্য আত্মপ্রসাদলাভ বা অনুতাপকারী, বিচারক, চিকিৎসক, আইনজ্ঞ, জ্ঞানী ও সমদর্শী হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহারা

গ্রীষ্ম ঋতুতে অর্থাৎ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। শুক্রস্থান অনুচ্চ ও অপুষ্ট হইলে, পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তি নিচয়ের অল্পতা এবং বর্ণিত রোগের প্রাবল্য, শুক্রঘটিত ব্যাধি, পাথরী, এমন কি, স্ত্রীলোকের জরায়ু সংক্রান্ত পীড়ায় অস্ত্রোপচারের সম্ভাবনা বুঝায়। অধিকন্তু অলস, স্বার্থপর, দুর্ব্বলেন্দ্রিয়, ব্যর্থোদ্যম, নিরাশ প্রণয়ী এবং উগ্রপ্রকৃতি প্রভৃতি লক্ষণ সূচিত হয়। অত্যুচ্চ শুক্রক্ষেত্রবিশিষ্ট জাতক পণ্ডিত ও নীতিজ্ঞান-সম্পন্ন হইলেও ব্যভিচারী, সর্ব্বদা নবযুবতী-সঙ্গাভিলাষী, চঞ্চল, নির্লজ্জ ও অহঙ্কারী হয়। সাধারণতঃ ইহারা আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি

সৌরজগতে যেরূপ শনি ও মঙ্গল গ্রহের মধ্যে বৃহস্পতির সংস্থান, মানবের করতলেও তদ্রূপ শনি ও রাহুর (মতান্তরে মঙ্গল) ক্ষেত্র মধ্যে করতলাস্থিত তর্জ্জনীর মূলদেশ হইতে আয়ুরেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানই বৃহস্পতির ক্ষেত্র। শনি ও রাহু (মতান্তরে মঙ্গল) এই বিভিন্ন গুণ-সম্পন্ন গ্রহদ্বয়ের শক্তি ভেদ করিয়া বৃহস্পতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভগ্রহ বলিয়া অভিহিত। করতলস্থ বৃহস্পতির ক্ষেত্র স্বাভাবিক ভাবে পুষ্ট ও উচ্চ হইলে, জাতক কর্ত্তৃত্ব ও উচ্চাভিলাষী, ধার্ম্মিক, আদর্শবাদী, সম্মানার্হ, দির্ঘজীবী, সত্যবাদী, উচ্চপদস্থ, কার্য্যদক্ষ, স্বাধীনচেতা, সহৃদয়, জ্ঞানী ও

শাস্ত্রজ্ঞ, মন্ত্রদাতা, দাতা, অতিথিসেবাপরায়ণ, সচ্চরিত্র, ন্যায়বান্ ও বিদেশভ্রমণকারী হয়। এরূপ জাতক বিবাহে অর্থলাভ করিয়া থাকে। অত্যুচ্চ হইলে স্বেচ্ছাচালিত, স্বার্থপর, দাম্ভিক, প্রগল্ভ, অমিতব্যয়ী, কঠোরভাবে প্রভুত্ব পরিচালক হইয়া থাকে। দায়িত্ব-জ্ঞানহীন, আরব্ধ কার্য্য সম্পাদনে অক্ষম, হীনশক্তি, নিরর্থকচিন্তাশীল, অল্পবুদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ অনুচ্চ ও অপুষ্ট বৃহস্পতিক্ষেত্র দেখিয়া অনুমিত হয়। ইহার প্রভাবে অনিদ্রা, বাত, অম্ল, শ্লেষ্মা, ক্ষয়রোগ, চর্ম্মরোগাদি জাতককে কষ্ট দিয়া থাকে। মুক্ত বায়ুসেবন ও দেশভ্রমণে ইহাদের অতীব স্পৃহা ও তৃপ্তি। অগ্রহায়ণ হইতে পৌষের দ্বিতীয় সপ্তাহ মধ্যে ভূমিষ্ঠ জাতকের হস্তে বৃহস্পতির স্থান উচ্চ ও পুষ্ট এবং ফাল্গুন হইতে চৈত্রের দ্বিতীয় সপ্তাহ মধ্যে জন্মিলে বৃহস্পতির স্থান অনুচ্চ ও অপুষ্ট হইয়া থাকে।

শনি

মধ্যমার মূলদেশ হইতে হৃদয়রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থান শনিকর্ত্তৃক অধিকৃত। শনির ক্ষেত্র পুষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে যে, জাতকের পৌষ ও মাঘের দ্বিতীয় সপ্তাহ মধ্যে জন্ম। প্রবল ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট, নির্জ্জনবাসপ্রিয়, স্থিরলক্ষ্য, সাবধানী, অল্পভাষী, পাঠরত, চিন্তাশীল, জ্ঞানী, প্রভুত্বকামী, কার্য্যক্ষম, অদৃষ্টবাদী, স্বাধীনচেতা, কর্ত্তব্যপরায়ণ, যোগ, গুহ্যতত্ত্ব, জ্যোতিষ ও রসায়ন শাস্ত্রাদি পাঠানুরাগী, অন্যের সহায়তা গ্রহণে অনিচ্ছুক, যশের আকাঙ্ক্ষী না হইয়া ধর্ম্মচর্চ্চাকারী, অন্যের ভাল করা ও ভালবাসা ইহাদের বিশেষত্ব; কর্ত্তব্য সম্পাদনে সাধারণের প্রীতি, ভয় বা ঘৃণার পাত্র হইয়া

থাকে। শনির ক্ষেত্র অনুচ্চ হইলে বৃথা ভ্রমণকারী হয় ও বন্ধনযোগ (রাজদণ্ড) ঘটিয়া থাকে। প্রায়শই দারিদ্র্য-দুঃখ ভোগ করে। মানসিক দুর্ব্বলতা হেতু পূর্ব্ববর্ণিত গুণাবলীর হ্রাস হইয়া থাকে। জাতক লঘুচিত্ত (ছেব্লা), সন্দিগ্ধ, লোভী, হিংস্র, ভীরু, নীচাশয়, মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক হয়। অত্যুচ্চ শনির ক্ষেত্র বিষন্ন, রুক্ষস্বভাব, নিঃসঙ্গাভিলাষী, অশুচি, নীচকর্ম্মা, খামখেয়ালী, সন্দিগ্ধ, আত্মহত্যাভিলাষী, তিলকে তাল করা স্বভাব ও ভীষণ প্রকৃতি সূচক। ৩৮ বৎসরের পর বা মতান্তরে ৪২ বৎসর পরে ভাগ্যোদয় হয়। জলে বা উচ্চ স্থান হইতে পতনের সম্ভাবনা। রক্ত চলাচলের গতি মন্দ হওয়ার জন্য পাকস্থলী ও পরিপাক যন্ত্রের দুর্ব্বলতা, বাত, গেঁটেবাত, ফুলা, জানু, পদ, যকৃৎ ও মূত্রাশয়ের পীড়া, কর্ণ ও দন্তরোগ, আঘাত প্রভৃতির সম্ভাবনা। মাঘের শেষাংশে ও ফাল্গুনের প্রথমাংশে প্রায়ই ইহারা জন্মিয়া থাকে।

রবি

অনামিকার মূলদেশ রবির স্থান। রবির ক্ষেত্র উচ্চ হইলে জাতক শিল্প, সাহিত্য, কলাবিদ্যা (সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি) অনুরাগী, বিদ্বান্, সুবক্তা, নট, লেখক, সামাজিক, জনপ্রিয়, দেশসেবক, সদালাপী, পরাক্রমশালী, বিচক্ষণ, সুশীল, আত্মবিশ্বাসী, দয়ালু, প্রচুর-ব্যয়ী, সারবাদী, প্রগল্ভ, উচ্চমতি, সম্মানভাজন, ভাবস্রষ্টা, উদার, ভাগ্যবান্, সূক্ষ্মবুদ্ধি মন্ত্রণাকার্য্যে পটু, রাজতুল্য বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের আনুকূল্যে ধনশালী হয়। সাধারণের কার্য্যে লিপ্ত এইরূপ জাতকের শত্রুবৃদ্ধি হয়। রবির ক্ষেত্র অনুচ্চ হইলে

পূর্ব্ববর্ণিত গুণাবলীর বিপরীত ফল হয়। অপিচ, জাতক অলস, দুষ্টচরিত্র, আমোদপ্রিয়, বেশভূষা ও সর্ব্ব বিষয়ে উদাসীন হইয়া থাকে। অত্যুচ্চ রবির ক্ষেত্রবিশিষ্ট জাতক আড়ম্বরপূর্ণ, দাম্ভিক, তোষামোদপ্রিয়, খেয়ালী, বাচাল, পরমুখাপেক্ষী, অবিবেচক, নিষ্ঠুর, কৃপণ, চঞ্চল, গর্ব্বিত, পৈতৃক সম্পত্তিনাশক হয়। প্লীহা, যকৃৎ, মূত্রাশয়, হৃদয়, মস্তিষ্ক, চক্ষু, অস্থি ও মাংসপেশীর পীড়াদি রবিজ পীড়া বলিয়া গণ্য। শ্রাবণ হইতে ভাদ্রের দ্বিতীয় সপ্তাহ মধ্যে জন্মিলে রবির ক্ষেত্র উচ্চ এবং মাঘের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে ফাল্গুনের দ্বিতীয় সপ্তাহ মধ্যে জন্মিলে অনুচ্চ হইয়া থাকে।

বুধ

অনামিকার মূল ও পার্শ্বদেশ হইতে হৃদয়রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থান বুধ গ্রহের। জ্যৈষ্ঠ হইতে আষাঢ়ের দ্বিতীয় সপ্তাহ মধ্যে জাত জাতকের বুধের ক্ষেত্র উচ্চ হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা জাতক তীক্ষ্ণবুদ্ধিবিশিষ্ট, ধীশক্তিসম্পন্ন, কল্পনারত, চিকিৎসক, জোতির্বিদ্, অদৃষ্টবাদী, বাগ্মী, সুকবি, অভিনেতা, ব্যবসায়ী, আইনজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক, নৈয়ায়িক, শিল্পী, মানব-চরিত্রাভিজ্ঞ, প্রখর মানসিক শক্তিসম্পন্ন, সঙ্গীতজ্ঞ বালস্বভাব, গুপ্তবিদ্যানুসন্ধানী, কৌতুকপ্রিয়, ঋণদাতা, মতপরিবর্ত্তনশীল ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়। এই জাতকের প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে বা অল্প বয়সে বিবাহ, প্রায়শঃ সুন্দরী স্ত্রী এবং হঠাৎ ধনলাভ হয়। অনুচ্চ হইলে জাতকের সময় সময় বন্ধুগণের সহিত মনোমালিন্য, প্রণয়ে হতাশ, বিদ্যায়

ব্যাঘাত হয়; ইহারা ধৈর্য্যশালী এবং নির্দ্দিষ্ট পন্থানুযায়ী কার্য্য করিয়া সফল হইয়া থাকে। অত্যুচ্চ বুধের ক্ষেত্র দেখিয়া মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক, বাচাল, নির্ব্বোধ, বিদ্যাহীন, প্রবঞ্চক ও দ্বৈতভাবাপন্ন বলিয়া ধারণা করিবে। ভাদ্র হইতে আশ্বিনের দ্বিতীয় সপ্তাহ মধ্যে জাত জাতকের বুধের ক্ষেত্র সাধারণতঃ অনুচ্চ হইয়া থাকে।

মঙ্গল

বুধস্থানের নিম্নে, হৃদয় ও শিরোরেখার মধ্যে করতলের পার্শ্ব পর্য্যন্ত স্থানে মঙ্গলের আবাস। মঙ্গলের ক্ষেত্র উচ্চ হইলে জাতক উদার, সাহসী, একগুঁয়ে, গুপ্তমন্ত্ররত, উর্ব্বরমস্তিষ্ক, প্রভুত্বকামী, উদ্যোগী, আত্মরক্ষণে পটু, অসংযমী, অবিবেচক, হঠকারী, ব্যবসায়, যুদ্ধ ও নেতৃত্বে সফল, সদয়-শিষ্ট ব্যবহারে বশীভূত, দৈহিক অপেক্ষা নৈতিক বলে বলীয়ান্, অল্পে ক্রুদ্ধ হইলেও পরক্ষণেই ক্রোধ প্রশমনকারী, পারিবারিক অশান্তিতে এবং নিরাশ প্রণয়ে অনুতপ্ত হয়। এরূপ জাতক কার্ত্তিক হইতে অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহ মধ্যে প্রায়শই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। জাতকের জ্বর, শোণিতপাত, শোণিত-ঘটিত ব্যাধি, জননেন্দ্রিয়, পাকাশয়, দন্ত, মস্তক ও মস্তিষ্কের পীড়া হইয়া থাকে। মঙ্গলক্ষেত্র অত্যুচ্চ হইলে পৈতৃক সম্পত্তি বৃদ্ধিকারক, স্থাবর সম্পত্তিশালী, সৈনিক, সামরিক বা পুলিশ বিভাগে উন্নতিলাভকারী, নিজ ক্ষমতায় গৃহাদি নির্ম্মাতা, একাধিক বিবাহকারী, ক্ষমাবর্জ্জিত, রাজদ্রোহী, দুর্ব্বৃত্ত, দস্যু, হত্যাকারী; কিন্তু নিম্ন হইলে স্থাবর সম্পত্তিহীন ও পৈত্রিক

সম্পত্তিনাশক, অধার্ম্মিক, অশ্লীলভাষী, অত্যাচারী. ঘাতক, সামাজিক শাসনে ভয়হীন, কলহকারী ও ভয়াতুর হইয়া থাকে এবং অন্তরালে থাকিয়া কার্য্য করিতে চাহে।

চন্দ্র

মঙ্গলের ক্ষেত্রের পরেই শিরোরেখার নিম্ন হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত স্থানে চন্দ্র অবস্থিত। আষাঢ় হইতে শ্রাবণের দ্বিতীয় সপ্তাহ মধ্যে জাত জাতকের চন্দ্রের ক্ষেত্র উচ্চ হয়। ফলে, জাতক কল্পনাপ্রবণ, উদ্ভাবয়িতা, প্রেমিক, সঙ্গীতজ্ঞ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপ্রিয়, অদম্য উৎসাহী, প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, সদালাপী, সুলেখক, আবিষ্কারক, কোমলস্বভাববিশিষ্ট, কৃপালু, ধীর, ভ্রমণ-প্রিয় হইয়া থাকে ও তাহার অল্প বয়সে বিবাহ হয়। চন্দ্রের ক্ষেত্র অনুচ্চ হইলে বিপরীত ফল,—আমোদপ্রিয়, স্বয়ং যাহা দেখে বা বুঝে তদ্ব্যতীত অন্যে অবিশ্বাসী, প্রত্যক্ষ দেখিয়া বা নিজ অভিজ্ঞতায় শিক্ষাভিলাষী, চঞ্চল হইলেও কবিত্ব ও অদ্ভুত ব্যাপারে মুগ্ধ হয়। অত্যুচ্চ চন্দ্রক্ষেত্রবিশিষ্ট জাতকের পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়গুলির আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। উহারা অত্যধিক কল্পনাপ্রবণ, ভাবরাজ্যে বিচরণকারী, প্রেম ও রহস্যপূর্ণ জীবনপ্রিয়, সময় সময় আত্মহত্যাভিলাষী, বিশেষতঃ নিরাশ প্রণয়জনিত ব্যাপারে, অন্যমনা, শুক্রঘটিত ব্যাধিযুক্ত এবং স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য,

পক্ষাঘাত, বাত, অম্লরোগ, যকৃৎ, পিত্ত, আমাশয়, হৃদ্‌রোগ, শোথ, প্লুরিসি, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে।

রাহু

বৃহস্পতি ও শুক্র এই উভয় স্থানের (আয়ুরেখার বেষ্টনী) মধ্যে রাহুর ক্ষেত্র*। শারীরিক অপেক্ষা নৈতিক বলে বলীয়ান্, বাদ্‌বিসংবাদে অনাসক্ত, চিন্তাশীল, তার্কিক, তর্কে অপরাজেয়, সঙ্গোপনশীল, মনে এক কার্য্যে অন্য প্রকার, শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা, সুচতুর, স্বাধীনচেতা, ছলে বলে কৌশলে কার্য্যসিদ্ধিকারক, প্রয়োজন হইলে বিশ্বাসঘাতকতা, ও শত্রুতা, এমন কি, ভীষণ অনিষ্ট করিতেও অকুণ্ঠ, ম্লেচ্ছ বা নীচ সংসর্গে ধন ও সম্মান লাভকারী, সম্পত্তিশালী, বহুলোক প্রতিপালক, উত্তরাধিকারী সূত্রে সম্পত্তিপ্রাপক, অব্যবস্থিতচিত্ত স্বেচ্ছাচালিত হইলেও সঙ্গের অধীন, দৃঢ়মনা, বাধা সত্ত্বেও কার্য্যে সফলমনোরথ—এই সকল উচ্চ রাহুক্ষেত্রের পরিচায়ক। অনুচ্চ বা নিম্ন রাহুক্ষেত্রের জাতক পৈতৃক সম্পত্তিনাশকারী, কলহপ্রিয়, অযথা ধনব্যয়ী, দুর্ব্বল ও কার্য্যপণ্ডকারী হয়। ইহাদের যৌবনে জননেন্দ্রিয়ের পীড়া এবং প্রৌঢ়াবস্থায় উদর ও শিরঃপীড়া হইয়া থাকে।

* ইংরাজী মতে এই স্থান মঙ্গলের একাংশ কর্ত্তৃক অধিকৃত।

প্রতিভা-পরিচয়

হস্তরেখা দৃষ্টে মানবের বৃত্তি ও ব্যবসায়-আসক্তির গতি নির্ণীত হইয়া থাকে। নিম্নে কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যবসায়ের পরিচায়ক চিহ্নাদির বিবরণ দেওয়া হইল।

মন্ত্রী—সূচ্যগ্র তর্জ্জনী, কনিষ্ঠাঙ্গুলি দীর্ঘ ও নখর ক্ষুদ্র। শুক্র ও চন্দ্রের ক্ষেত্র পুষ্ট। হৃদয়রেখার সহিত শির ও আয়ুরেখা মিলিত।

আইনজ্ঞ—অঙ্গুলিগুলি চতুষ্কোণ, বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ ও স্থূল। বৃহস্পতি, শনি, রবি, বুধ ও চন্দ্রের ক্ষেত্র উন্নত। রবিরেখা প্রবল, শিরোরেখা ও আয়ুরেখা অসংলগ্ন।

সৈনিক—নাতিদীর্ঘ চতুষ্কোণ বা শুণ্ডাকৃতি ক্ষুদ্র অঙ্গুলি। পুষ্ট মঙ্গলক্ষেত্রে ত্রিভুজ চিহ্ন। শুক্র, বৃহস্পতি, আয়ু, শির ও হৃদয়-রেখা প্রবল।

ইঞ্জিনীয়ার—বৃহৎ ও চতুষ্কোণ অথবা স্থূলাগ্র দীর্ঘাঙ্গুলি, বিশেষতঃ মধ্যমা। শনি, বুধ ও মঙ্গলের ক্ষেত্র উচ্চ। শিরোরেখা পরিষ্কার ও গভীর।

শিল্পী—শুণ্ডাকৃতি অঙ্গুলিনিচয়, অন্ততঃ পক্ষে অনামিকা শুণ্ডাকৃতি ও উহার প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ হইবেই; বৃদ্ধাঙ্গুলিও প্রায় দীর্ঘ হয়। করতল কোমল। রবি, চন্দ্র ও শুক্রের ক্ষেত্র উন্নত। শিরোরেখা ঈষৎ বক্র হইয়া থাকে।

গ্রন্থকার বা লেখক—তর্জ্জনী ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দীর্ঘ এবং অনেক স্থলে শুণ্ডাকৃতি। রবি ও বুধের ক্ষেত্র উচ্চ। চন্দ্র ও শুক্রের ক্ষেত্র (রবি ও বুধের ক্ষেত্র হইতে নিম্ন হইলেও) অপেক্ষাকৃত উচ্চ। শিরো-রেখার প্রান্তভাগ শাখাযুক্ত হইয়া নিম্নদিকে চন্দ্র স্থানাভিমুখে বক্র। বৃহস্পতি উন্নত বা বৃহস্পতিক্ষেত্রে ত্রিভুজ অথবা চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকিবে।

সংবাদপত্রের সম্পাদক—অঙ্গুলিসমূহ চতুষ্কোণ ও গ্রন্থি পরিপুষ্ট। প্রশস্ত শিরোরেখা। বৃহস্পতি, রবি ও বুধের ক্ষেত্র উচ্চ এবং শুক্রবন্ধনী * সংবাদ-পত্রের সম্পাদক ও সমালোচকগণের হস্তে দৃষ্ট হয়।

শিক্ষক—দীর্ঘ চতুষ্কোণ অঙ্গুলি, মঙ্গল ও বুধের ক্ষেত্র পরিপুষ্ট, বৃহস্পতি ও শুক্রের স্থান উচ্চ। সুন্দর শিরোরেখা শিক্ষকের হস্তের অন্যতম লক্ষণ।

গণিত-শাস্ত্রবিৎ—করতল কঠিন ও শুষ্ক। পুষ্ট গ্রন্থিসহ লম্বা অঙ্গুলি; কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি অপেক্ষাকৃত লম্বা। বুধ ও শনি স্থান উচ্চ এবং চন্দ্র ও রবির ক্ষেত্র অনুচ্চ। শিরোরেখা প্রায়ই সবল হইয়া থাকে।

কৃষিবিৎ—শনি ও মঙ্গলক্ষেত্র উচ্চ, মতান্তরে চন্দ্র ও শুক্রের স্থান পুষ্ট, লম্বানখযুক্ত, স্থূলাগ্র বা চতুষ্কোণ অঙ্গুলি; অঙ্গুলির প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থি পরিপুষ্ট। আয়ু, শির ও হৃদয়রেখা ব্যতীত হস্তে সামান্য রেখা দৃষ্ট হয়।

রাসায়নিক—প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্ব পুষ্ট, দীর্ঘ অঙ্গুলি, মধ্যমাঙ্গুলি

* কনিষ্ঠা ও অনামিকা মধ্য হইতে তর্জ্জনী ও মধ্যমার মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অর্দ্ধবৃত্তাকার রেখাকে শুক্রবন্ধনী বলে।

পরিপুষ্ট। শনি ও চন্দ্রক্ষেত্র উন্নত। পাতলা হস্ত এবং তাহাতে চিকিৎসকের চিহ্ন থাকিলে জাতক রাসায়নিক ও ভৈষজ্য সংক্রান্ত নবাবিষ্কারে সমর্থ হয়।

চিকিৎসক—পুষ্টগ্রন্থি, দীর্ঘ হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগ চতুষ্কোণ। বৃহস্পতি, রবি ও বুধের স্থান উন্নত। সুস্পষ্ট রবিরেখা ও বুধের ক্ষেত্রে বিবাহরেখার সম্মুখে, সন্তান রেখা হইতে পৃথক্ ৫।৬টি ক্ষুদ্র রেখা (ইহাই চিকিৎসক চিহ্ন) বা একাধিক সরল রেখা চিকিৎসকের হস্তে থাকিবে।

দন্তরোগ ও অস্ত্রচিকিৎসক—কঠিন করতল, স্থূলাগ্র অঙ্গুলি, মঙ্গলের ক্ষেত্র উন্নত, পরিস্ফুট ত্রিভুজ এবং চিকিৎসকের চিহ্ন ইহাদের হস্তে দেখিতে পাওয়া যায়।

পশুপালক, পশুচিকিৎসক—বুধ, রবি ও চন্দ্র স্থান পুষ্ট। স্থূলাগ্র অঙ্গুলি ক্বচিৎ চতুষ্কোণ।

শুশ্রূষাকারী—কোমল করতল, দীর্ঘ অঙ্গুলি। বুধ ও শুক্রের ক্ষেত্র পুষ্ট, হৃদয়রেখা পরিষ্কার, শিরোরেখা ও আয়ুরেখা মিলিত; কষ্টপ্রদ চিহ্নাদি (রাহুক্ষেত্রে একাধিক রেখা দ্বারা খণ্ডিত আয়ুরেখা) রহিত এবং বুধের ক্ষেত্রে (চিকিৎসকের চিহ্ন) পাঁচ ছয়টি রেখা বা একাধিক সরল রেখা।

সঙ্গীতজ্ঞ—সঙ্গীত-রচয়িতার হস্তাঙ্গুলিসমূহ অপেক্ষাকৃত লম্বা ও অগ্রভাগ চতুষ্কোণ বা স্থূল। রবি, চন্দ্র, শুক্র এবং বুধের ক্ষেত্র সমুন্নত। আয়ুরেখা হইতে শিরোরেখা পৃথক্।

গায়ক—নরম মাংসল করতলে রবি, চন্দ্র ও শুক্রের ক্ষেত্র উচ্চ; অঙ্গুলিগুলি সাধারণ হইলেও অগ্রভাগগুলি শুণ্ডাকৃতি হইয়া থাকে।

অভিনেতা—হস্তাঙ্গুলি লম্বা, বিশেষতঃ কনিষ্ঠাঙ্গুলি স্বাভাবিক অপেক্ষা একটু বেশী লম্বা; স্থূলাগ্র অনামিকা। রবি, বুধ ও চন্দ্রের ক্ষেত্র পুষ্ট। সুদীর্ঘ শিরোরেখার প্রান্তভাগ শাখাবিশিষ্ট। সাধারণ বা হাস্য-রসাদির অভিনেতার অঙ্গুলির প্রথম বা দ্বিতীয় পর্ব্ব পুষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃগণের ঐরূপ হয় না। শিল্পীর হস্তাঙ্গুলির ন্যায় অঙ্গুলি হইবেই। ইহাদের শিরোরেখা, আয়ুরেখা হইতে পৃথক্ থাকিবে। শুক্রের ক্ষেত্র ও বন্ধনী পরিপুষ্ট এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি নমনীয় ও ঈষৎ বক্র।

স্বাধীনবৃত্তি—মণিবন্ধের ঈষৎ উপরে শুক্রের স্থান হইতে আয়ু ও ভাগ্যরেখা ভেদ করিয়া কনিষ্ঠার মূলদেশে হৃদয়রেখার সহিত সংযুক্ত গভীর, স্পষ্ট ও অবিচ্ছিন্ন রেখা থাকিলে জাতক স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে।

ব্যবসায়ী—লম্বা চতুষ্কোণ অঙ্গুলি, পরিপুষ্ট গ্রন্থিনিচয়। শিরোরেখা হইতে বুধের ক্ষেত্রে বিস্তারিত শাখা রেখা। সুদীর্ঘ কনিষ্ঠাঙ্গুলি এবং বুধের স্থান উচ্চ হইয়া থাকে।

দালাল—অঙ্গুলিগুলি চতুষ্কোণ। বৃহস্পতি, বুধ ও মঙ্গল গ্রহের স্থান উচ্চ। রবিরেখা প্রবল।

কেরাণী—স্বাধীনবৃত্তি-জীবিগণের হস্তে যে সমস্ত রেখা উল্লিখিত হইয়াছে, কেরাণীগণের হস্তে উহা ক্বচিৎ দেখা যায়। ইহাদের অনামিকার নিম্নে স্বস্থানে থাকিয়া রবি উন্নত অর্থাৎ রবি স্থান উচ্চ হইয়া থাকে; ফলে, ধনিগণের সাহায্য লাভে সমর্থ হয় অথবা ধনীর নিকট কর্ম্মাদি করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। সরকারী (গভর্ণমেণ্ট) কর্ম্মচারি-গণের (শ্রেষ্ঠ রাজকর্ম্মচারী অথবা রাজোপাধি-ভূষিত ব্যক্তিগণের)

হস্তে মণিবন্ধের নিকট, শুক্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া রাহুক্ষেত্রের মূলদেশ পর্য্যন্ত, আয়ুরেখার সমান্তরাল একটি বা দুইটি রেখা দেখা যায়। বুধ ও রবিক্ষেত্র উচ্চ এবং রবি স্থানে দুইটি ক্ষুদ্র রেখা থাকে; উহা প্রায়ই তাম্রবর্ণের হয়।

ধার্ম্মিক—বৃহস্পতির ক্ষেত্র উচ্চ। সূচ্যগ্র অঙ্গুলি, তর্জ্জনীর প্রথম পর্ব্ব অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। শুক্রবন্ধনীবিশিষ্ট। রবি, শুক্র ও চন্দ্রের ক্ষেত্র উন্নত; শনি ও মঙ্গলের ক্ষেত্র অনুচ্চ বা নিম্ন।

মিথ্যাবাদী—চন্দ্রস্থান উন্নত, বৃদ্ধাঙ্গুলি ক্ষুদ্র, কনিষ্ঠার তৃতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ। শিরোরেখা শাখাযুক্ত ও একটি শাখা চন্দ্রস্থানে উপনীত। সাতিশয় উচ্চ বুধ স্থানে জালচিহ্ন। কনিষ্ঠ ও তর্জ্জনীর দ্বিতীয় পর্ব্বে একটি রেখা এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত তির্য্যগ্‌ভাবে বিস্তৃত।

লম্পট—উন্নত শুক্রস্থানে কতকগুলি সরল রেখা পরস্পর কর্ত্তিত হইয়া জালচিহ্নে পরিণত। তর্জ্জনীর তৃতীয় পর্ব্বে তারকা চিহ্ন, মধ্যমার তৃতীয় পর্ব্বে ত্রিকোণ চিহ্ন। বুধ স্থানের নিম্নে হৃদয়রেখার উপর যবচিহ্ন। শুক্রস্থান হইতে একটি যবচিহ্ন হৃদয়রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সকলের কোনও একটি চিহ্ন থাকিলে জাতক লাম্পট্য-দোষে দুষ্ট হইয়া থাকে।

চোর—বুধ স্থান অত্যুচ্চ। স্থূলাগ্র কনিষ্ঠাঙ্গুলি এবং উহার তৃতীয় পর্ব্বে কয়েকটি অসংবদ্ধ রেখা (মতান্তরে ক্রশ চিহ্ন) থাকে। ঐ ক্ষেত্র অপরিপুষ্ট, মলিন, বক্র রেখাযুক্ত এবং উহাতে জাল চিহ্ন। শিরোরেখা বক্র ও রক্তবর্ণ। করতল শুষ্ক। কনিষ্ঠাঙ্গুলির তৃতীয় পর্ব্ব হইতে নিম্নগামী কতিপয় ক্ষুদ্র সরলরেখা বুধ স্থানে বিস্তৃত।

ঘাতক—উন্নত মঙ্গলক্ষেত্রে তারকাচিহ্ন, শনি স্থানের নিম্নে শিরোরেখার উপর নীলবর্ণ রেখা। মধ্যমার প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ এবং চতুষ্কোণ অঙ্গুলি। মঙ্গলক্ষেত্রে বক্র ক্রশচিহ্ন থাকে।

আত্মহত্যাভিলাষী—অত্যুচ্চ শনিক্ষেত্র। মলিন ভাগ্য রেখার শেষভাগে ও চন্দ্রের ক্ষেত্রে ক্রশ চিহ্ন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা দ্বারা আয়ুরেখা কৰ্ত্তিত।

ধনবান্—ভাগ্যরেখার সহিত রবিরেখা সরলভাবে অঙ্কিত—

(ক) মণিবন্ধ হইতে উদ্ভূত হইয়া মধ্যমার মূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত সরল রেখা।

(খ) বৃহস্পতি ও রবিক্ষেত্র উচ্চ।

(গ) উচ্চ রবিক্ষেত্রে দুইটি সরল রেখা।

(ঘ) শিরোরেখার পার্শ্বে অন্য একটি রেখা সমভাবে সমান্তরাল থাকিবে।

(ঙ) আয়ুরেখা হইতে উদ্ভূত হইয়া রবিক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি সরল রেখা।

(চ) বহু সরল রেখাবিশিষ্ট রবিক্ষেত্রে তারকাচিহ্ন এবং শিরোরেখার অনুগামী রেখা উহার নিকটবর্ত্তী।

(ছ) উভয় হস্তেই রবিরেখা সুস্পষ্ট।

(জ) অঙ্গুষ্ঠের প্রথম পর্ব্বের পার্শ্বদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত তির্য্যক্ রেখা।

(ঝ) মণিবন্ধ হইতে উদ্ভূত হইয়া স্বাস্থ্যরেখা কৰ্ত্তন করতঃ রবিক্ষেত্রে উপগত একটি সরল রেখা।

(ঞ) একাধিক তির্য্যক্ রেখাযুক্ত তর্জ্জনীর তৃতীয় পর্ব্ব।

(ট) আয়ুরেখার সমান্তরাল আর একটি রেখা।

(ঠ) গভীর, সরল, অপ্রশস্ত, অকর্ত্তিত বা অচ্ছিন্ন রবিরেখা উভয় হস্তেই পরিদৃশ্যমান।

(ড) স্পষ্ট সরল রেখা-বহুল শনি ও বুধক্ষেত্র এবং তারকা ও ত্রিভুজ চিহ্নবিশিষ্ট কর।

(ঢ) শিরোরেখা হইতে উদ্ভূত হইয়া বৃহস্পতিক্ষেত্র-গত একটি সরল রেখা।

(ণ) আয়ুরেখা হইতে উদ্ভূত হইয়া শির ও হৃদয়রেখা খণ্ডনপূর্ব্বক বৃহস্পতি বা রবিক্ষেত্র পর্য্যন্ত প্রসারিত একাধিক রেখা।

দৈবানুকূল্যে অর্থলাভ—বৃহস্পতিক্ষেত্র হইতে শিরোরেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সরল রেখায় তারকা চিহ্ন।

পরধন-প্রাপ্তি—মণিবন্ধের বলয়ত্রয় সুস্পষ্ট এবং প্রথম বলয় বা রেখার উপর ক্রশ চিহ্ন—

(ক) করতলের মধ্যে ত্রিকোণ চিহ্ন।

(খ) তর্জ্জনীর তৃতীয় পর্ব্বে তিনটি স্পষ্ট সরল রেখা।

(গ) মধ্যমাঙ্গুলির শেষ পর্ব্বে কয়েকটি ঊর্দ্ধ সরল রেখা।

(ঘ) মণিবন্ধের বলয়ত্রয়ের কোনও একটিতে সূক্ষ্ম কোণ বা ক্রশ চিহ্ন।

(ঙ) শিরোরেখার অনুগামী একটি রেখা উহার নিকটবর্ত্তী।

(চ) সুস্পষ্ট রেখাবিশিষ্ট রবিক্ষেত্র।

(ছ) তিনটি বা চারিটি অঙ্গুলির দ্বিতীয় পর্ব্বে অতিরিক্ত সরল রেখা।

বাণিজ্যে অর্থলাভ—উচ্চ বুধ স্থানে সরলভাবে দুইটি রেখা অঙ্কিত থাকে। স্পষ্ট শিরোরেখা হইতে **একটি** স্পষ্ট শাখা রেখা বুধের ক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কনিষ্ঠাঙ্গুলি অপেক্ষাকৃত লম্বা। মণিবন্ধ হইতে বুধের স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত তির্য্যক্ রেখা ; উক্ত রেখা শিরোরেখা অতিক্রম করিয়া বুধক্ষেত্রগত হইলে প্রচুর ধনলাভ হয়।

সহসা অর্থাগম—বৃহস্পতি ও রবি স্থান উচ্চ। আয়ুরেখা হইতে উত্থিত হইয়া শনিক্ষেত্র পর্য্যন্ত প্রসারিত সরল রেখা অথবা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া একটি রেখা সরলভাবে বুধ স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং শনি স্থানের নিম্নে শিরোরেখার উপর শ্বেত বর্ণের বিন্দুচিহ্ন থাকিলে অথবা ভাগ্যরেখা হইতে উত্থিত হইয়া রবিক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত সরলরেখা থাকিলে সহসা ধনাগম হয়।

অন্যের সাহায্যে ধনলাভ—চন্দ্রক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইয়া শনি ক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভাগ্যরেখা। শিরোরেখা হইতে একটি রেখা সরলভাবে বৃহস্পতির ক্ষেত্র পর্য্যন্ত প্রসারিত থাকিবে।

বিবাহে অর্থলাভ—বৃহস্পতিক্ষেত্রে তারকা বা ক্রুশ চিহ্ন অথবা বৃহস্পতির ক্ষেত্রে ক্রুশ ও রবিক্ষেত্রে তারকা চিহ্ন। চন্দ্র স্থানে চতুষ্কোণ চিহ্ন।

সাময়িক বা অস্থায়ী অর্থোপার্জ্জন—আয়ুরেখা হইতে উত্থিত কতিপয় ক্ষুদ্র রেখা দ্বারা শিরোরেখা খণ্ডিত।

বৃদ্ধাবস্থায় অর্থসুখ—

(ক) আয়ুরেখা হইতে একটি শাখা রেখা, মঙ্গলক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া রবি স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

(খ) উভয় হস্তেই ভাগ্যরেখা সুস্পষ্টভাবে শিরোরেখা হইতে উত্থিত ও অন্য কোনও রেখা কর্ত্তৃক অখণ্ডিত।

অর্থোন্নতি—

(ক) শুক্রক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইয়া রবির স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত রবিরেখা।

(খ) উভয় হস্তের রবিরেখা সুস্পষ্ট।

(গ) উভয় হস্তের রবিক্ষেত্র বৃত্ত চিহ্নাঙ্কিত।

শ্রমার্জ্জিত অর্থ—মণিবন্ধ শৃঙ্খলায়িত, সরল ও অচ্ছিন্ন।

আইনব্যবসায়ে আর্থিক সাফল্য—আইনজ্ঞের হস্তে মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া, হৃদয়রেখা ও শিরোরেখা কর্ত্তন করিয়া ভাগ্যরেখা বৃহস্পতি স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

নাট্যব্যবসায়ে অর্থাগম—অভিনেতার হস্তে ভাগ্যরেখা হইতে উত্থিত একটি শাখা রেখা বুধ স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

বাগ্মিতায় উপার্জ্জন—

ক) বুধের স্থানে ত্রিকোণ চিহ্ন।

(খ) আয়ুরেখা হইতে উত্থিত হইয়া বুধের ক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত রেখ

যুদ্ধে অর্থলাভ—বুধ স্থানের নিম্নে মঙ্গলের ক্ষেত্রে ত্রিকোণ বা ক্রশ চিহ্ন।

ধর্ম্মকার্য্যে অর্থাগম—

(ক) প্রবল রবিরেখা।

(খ) চন্দ্রক্ষেত্র হইতে উত্থিত ভাগ্যরেখা, শিরোরেখা ও হৃদয়-রেখা কর্ত্তন করিয়া বৃহস্পতি ও শনির মধ্যস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

বাণীসেবায় পুরস্কার—

(ক) রবিস্থান উচ্চ ও উভয় হস্তের রবিরেখা সুস্পষ্ট।

(খ) রবিক্ষেত্র তারকাচিহ্নিত।

(গ) রবিক্ষেত্রের নিম্নস্থ শিরোরেখার উপর একাধিক শ্বেতবর্ণের বিন্দু চিহ্ন।

(ঘ) তর্জ্জনীর প্রথম গ্রন্থির নিকট ক্রশ চিহ্ন।

অবস্থার উন্নতি—

(ক) তর্জ্জনীর প্রথম পর্ব্বে তারকা চিহ্ন।

(খ) মণিবন্ধ হইতে উত্থিত প্রবল ভাগ্যরেখা মধ্যমার প্রথম গ্রন্থি পর্য্যন্ত সরলভাবে বিস্তৃত।

ব্যক্তিবিশেষ হইতে অর্থলাভ—

(ক) আত্মীয় বা বন্ধু সংস্রবে—মধ্যমার দ্বিতীয় পর্ব্বে যব রেখার কিঞ্চিৎ উপরে আর একটি রেখা এবং বুধের স্থানে ক্রশ বা চতুষ্কোণ চিহ্ন অথবা বুধস্থান পর্য্যন্ত অর্দ্ধবৃত্তাকারে একটি রেখা।

(খ) স্ত্রীজাতি হইতে—শুক্রের ক্ষেত্রে আয়ুরেখার সমান্তরাল আর একটি সরল রেখা। বৃহস্পতি স্থানে ক্রশ বা তারকা চিহ্ন। অনামিকার দ্বিতীয় পর্ব্বে একটি সরল রেখা।

(গ) অপরিচিত হইতে—মণিবন্ধে মীনপুচ্ছ। মধ্যমার দ্বিতীয় পর্ব্বে অতিরিক্ত সরল রেখা।

ধননাশ—শুক্রক্ষেত্র হইতে একাধিক সূক্ষ্ম রেখা আয়ুরেখা খণ্ডিত করিয়া মঙ্গল স্থানে পৌঁছিলে পারিবারিক কলহাদি ব্যাপারে ও মামলামোকদ্দমায় অর্থনাশ হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত চিহ্ন দ্বারা চরিত্র-দোষ হেতু অর্থনাশ সূচিত হয়—

(ক) শুক্রক্ষেত্রে জাল চিহ্ন।

(খ) অস্পষ্ট হৃদয়রেখা এবং শনিক্ষেত্রের নিম্নদেশ হইতে উত্থিত হইয়া মঙ্গলের ক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত শিরোরেখা।

(গ) চন্দ্রক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত হইয়া শিরোরেখার নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভাগ্যরেখা।

(ঘ) ভাগ্যরেখার উপর যব চিহ্ন বারাঙ্গণা সহবাসে অর্থহানির প্রকৃষ্ট লক্ষণ।

অর্থকৃচ্ছ্রতা

(ক) কর-ত্রিভুজের মধ্যে অসরল রেখা দ্বারা অঙ্কিত ক্রশ চিহ্ন।

(খ) শনিক্ষেত্রে জাল ও তারকা চিহ্ন।

(গ) শৃঙ্খলায়িত ভাগ্যরেখা।

(ঘ) অনামিকার তৃতীয় পর্ব্বে অর্দ্ধবৃত্ত চিহ্ন।

(ঙ) মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া চন্দ্রক্ষেত্র অতিক্রমপূর্ব্বক দুই তিনটি রেখা স্বাস্থ্যরেখার সহিত মিলিত।

(চ) বৃহস্পতির ক্ষেত্রে ক্রশ চিহ্ন ও উহা শিরোরেখার সহিত একটি সরল রেখাদ্বারা সংযুক্ত।

(ছ) সুগভীর বুধক্ষেত্র ও আয়ুরেখার প্রান্তভাগে ক্রশ চিহ্ন।

(জ) আয়ুরেখা খণ্ডনপূর্ব্বক শুক্রক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত হইয়া শিরোরেখায় উপনীত একটি সরলরেখা।

(ঝ) কতিপয় অধোমুখী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাবিশিষ্ট আয়ুরেখা।

সহসা অর্থনাশ—

(ক) বুধক্ষেত্রে ক্রশ চিহ্ন এবং ঐ ক্রশ চিহ্নের একটি শাখা হৃদয়রেখার সহিত মিলিত।

(খ) বুধ স্থানে কৃষ্ণবর্ণ তিল চিহ্ন।

সাময়িক অর্থকষ্ট—মণিবন্ধের বলয়ত্রয় অপরিচ্ছন্ন ও ছিন্ন থাকিলে মধ্যে মধ্যে অর্থকষ্ট ঘটিয়া থাকে।

আজীবন অর্থকষ্ট—

(ক) শৃঙ্খলিত ভাগ্যরেখা।

(খ) ছিন্নভিন্ন বা বক্র ভাগ্যরেখা।

(গ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা দ্বারা আয়ু ও ভাগ্যরেখা কর্ত্তিত।

(ঘ) একাধিক সরল রেখা হৃদয় ও ভাগ্যরেখা খণ্ডিত করিয়া বিস্তৃত।

(ঙ) মণিবন্ধের তলদেশ হইতে উদ্ভূত ভাগ্যরেখা শনিক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া মধ্যমার তৃতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রসারিত।

(চ) মঙ্গলক্ষেত্রের নিকটস্থ কর-ত্রিভুজের প্রথম কোণ নিম্ন।

ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা অর্থকষ্ট—

(১) আত্মীয় বা বন্ধু-সংস্রবে—

(ক) শুক্রক্ষেত্রে ক্রশ বা তারকা চিহ্ন।

(খ) উক্ত ক্রশ চিহ্নের বাহুর সহিত আয়ুরেখা মিলিত (বিশে: কষ্ট অবশ্যম্ভাবী)।

(২) স্ত্রী জাতি হইতে—

(ক) শুক্রক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত একটি সরল রেখা দ্বারা আয়ু ও ভাগ্য-রেখা কর্ত্তিত।

(খ) মঙ্গলক্ষেত্রে বৃত্ত চিহ্ন।

(৩) অপরিচিতের দ্বারা—মঙ্গলক্ষেত্রে ক্রশ চিহ্ন।

রেখা

গর্ভস্থ ভ্রূণের অবয়ব গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই করাদিতে রেখাপাত হইতে থাকে। মানবের করতলে যে সকল রেখা অঙ্কিত থাকে, তন্মধ্যে আয়ু, হৃদয়, শির, ভাগ্য, রবি, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, মঙ্গল, দৈব, প্রবৃত্তি, বিবাহ, সন্তান এবং ভ্রমণরেখা অন্যতম প্রধান রেখা বলিয়া গণ্য। আয়ুরেখা ব্যতীত অন্যান্য রেখা কোন কোন করতলে দেখিতে পাওয়া যায় না; এবং কাহারও হস্তে পরে পরিস্ফুট বা লুপ্ত হয়। কিন্তু মানবের সহজাত আয়ুরেখা করতলে অঙ্কিত থাকিবেই। আয়ুরেখাহীন করতল কদাচ সম্ভব নহে। মৃতজাত বা সদ্যমৃত শিশুর হস্তেও অকালমৃত্যুজ্ঞাপক আয়ুরেখা থাকে। এই জন্যই করতলস্থ রেখাগুলির মধ্যে আয়ুরেখা সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বাগ্রগণ্য।

আয়ুরেখা

মানব তাহার আয়ুষ্কাল মধ্যেই পার্থিব সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে। আয়ুই মানবের জীবন; সুতরাং মানবের আয়ুর্গণনা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বমায়ুঃ পরীক্ষেত পশ্চাল্লক্ষণমেবচ।
আয়ুর্হীননরাণাঞ্চ লক্ষণৈঃ কিং প্রয়োজনম্॥

এই জন্যই করতলস্থ রেখাগুলির মধ্যে আয়ুরেখা প্রথমেই বিচার্য্য।

কনিষ্ঠাঙ্গুলিমূলাত্তু রেখোত্থায় ব্রজেৎ স্বতঃ।
তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং আয়ুরেখাচ সোচ্যতে॥
স্পষ্টারক্তা যদি সা স্যান্নির্ব্রণা বিরলা শুভা।
অষ্টোত্তরশতং বর্ষং ভবেদায়ুঃ সুনিশ্চিতম্॥

কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল হইতে তর্জ্জনীর মূলদেশে বৃহস্পতিক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হৃদয়রেখা, প্রাচীন মতে আয়ুরেখা বলিয়া নিরূপিত। দীর্ঘ আয়ুরেখা (কনিষ্ঠার মূল হইতে তর্জ্জনীর মূলদেশ পর্য্যন্ত) ছিন্ন, কর্ত্তিত বা ভগ্ন না হইলে জাতকের শত বর্ষ পরমায়ু হয়। আয়ুরেখার দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে পরমায়ুর হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল হইতে প্রাচীন মতোক্ত আয়ুরেখাকে যথাক্রমে ৭।১৪।২১ ইত্যাদি অংশে ভাগ করিয়া আয়ু নিরূপণ করিতে হয়। সূক্ষ্ম বা চওড়া কিংবা ক্ষুদ্র আয়ুরেখা অল্পজীবীর লক্ষণ। আয়ুরেখা ছিন্ন, ভগ্ন বা কর্ত্তিত হইলে জাতকের অপমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। আয়ুরেখায় নীলাভ 'দাগ' থাকিলে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, কম্পজ্বর ও জ্বরাতিসার রোগ হয়। বিভিন্ন মতাবলম্বিগণ স্বীকার করেন এবং বলিয়া থাকেন যে, সুস্থ-সবল ও দীর্ঘজীবী বহু লোকের হস্তে প্রাচীন মতোক্ত আয়ুরেখা আদৌ অঙ্কিত থাকে না। ইহা পরীক্ষিত ও প্রত্যক্ষ সত্য। আয়ু-রেখাহীন এইরূপ করতল দেখিয়া আয়ুর্গণনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে! সুতরাং মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া শুক্রক্ষেত্র বেষ্টনপূর্ব্বক তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ অর্থাৎ বৃহস্পতি ও রাহুক্ষেত্রের মধ্যে বিস্তৃত রেখাই সামুদ্রিক মতে আয়ু বা জীবনীরেখা।

মণিবন্ধাৎ সমুত্থায় মধ্যে তর্জ্জনীবৃদ্ধয়ো-
ব্র্জতি স্বল্পবক্রা যা সা রেখা পিতৃসংজ্ঞিতা ॥
এষাপি **জীবনীরেখা** চায়ুঃ পিতৃগতং যতঃ। ইত্যাদি

মনুষ্য-জীবনের অন্যতম প্রধান উপাদান—শুক্র। রক্তকণিকাপূর্ণ শুক্রক্ষেত্রের সহিত হৃদয়, পাকস্থলী ও বিশিষ্ট দেহযন্ত্রের সংযোগ আছে। ফলে মানবের আয়ু এবং জীবনীশক্তি সম্পর্কীয় যাবতীয় তথ্যই শুক্রক্ষেত্র-বেষ্টনী আয়ুরেখায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। চিকিৎসা শাস্ত্রেও ইহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে। সুধীজন উক্ত আয়ুরেখার রঙ, প্রকৃতি ও চিহ্নবিশেষ দেখিয়া জাতকের আয়ু, রোগ-ভোগাদি বহুবিধ বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। পিতৃশুক্র হইতেই সন্তানের উৎপত্তি। এই কারণেই শুক্রক্ষেত্র-বেষ্টিত আয়ুরেখা প্রাচীন মতে 'পিতৃরেখা' বলিয়া উক্ত।

সামুদ্রিক মতে—

পিতুঃ শুভাশুভং তত্র রিষ্টং স্বাস্থ্যং সমুন্নতিঃ।
স্বস্য বা পিতৃতুল্যানাং বিচার্য্য ফলমুদ্দিশেৎ।

এই জীবনীরেখা বা পিতৃরেখা হইতে পিতা, পিতৃতুল্যজন এবং নিজের শুভাশুভ, স্বাস্থ্য, আয়ু, রিষ্ট প্রভৃতি বিচার করা হয়। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, এই পিতৃরেখাই **জীবনীরেখা** বা **আয়ুরেখা**।

কলিযুগে শতাধিক বর্ষ পরমায়ুবিশিষ্ট ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। আয়ুরেখাকে ১০ নং চিত্রানুযায়ী ৭।১৪।২১ ইত্যাদি ক্রমে ভাগ করিয়া আয়ু নিরূপণ করিতে হয়।
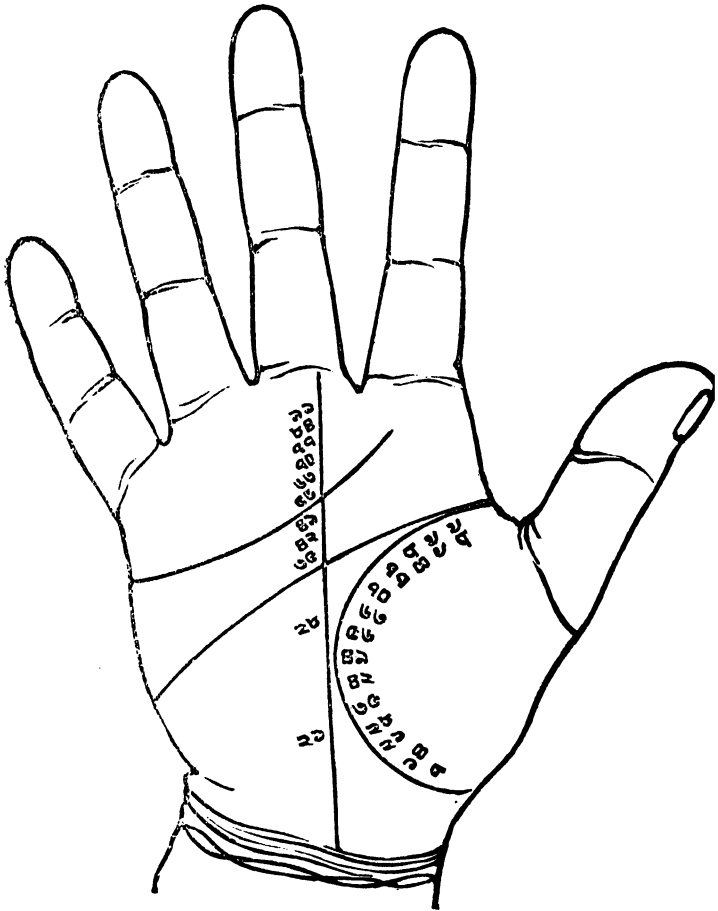
বয়সের পরিমাপ

চিত্র নং ১০

দীর্ঘ, স্পষ্ট, নাতিসূক্ষ্ম, অভগ্ন, অবক্র ও অকর্ত্তিত আয়ুরেখা শুক্রক্ষেত্র বেষ্টন করিয়া থাকিলে জাতকের সুস্থ, সবল দেহ ও দীর্ঘায়ু সূচিত হয়। এক হস্তের আয়ুরেখা ভগ্ন বা ছিন্ন হইলেও যদি অপর হস্তের আয়ুরেখা ভগ্ন বা ছিন্ন না হয়, তবে আপাতঃ মৃত্যু চিন্তা না করিয়া, উৎকট ব্যাধি অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া সুদক্ষ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক যথারীতি চিকিৎসিত হইবে। উভয় হস্তের আয়ুরেখা ভগ্ন থাকিলে মৃত্যু হয়; কিন্তু উভয় হস্তের আয়ুরেখা বিভিন্ন স্থানে ভগ্ন হইলে, এক হস্তের আয়ুরেখার ভগ্ন স্থানে যে বয়ঃক্রম অনুমিত হইবে, সেই বয়স হইতে রোগোৎপত্তি এবং অপর হস্তের ভগ্ন আয়ুরেখায় যে বয়স সূচিত হইবে, সেইকালে উক্ত পীড়ায় মৃত্যু অনুমান করিবে।

চিত্র নং ১১

আয়ুরেখা দুই ভাগে ভগ্ন হইয়াও যদি পরস্পরের দিকে প্রসারিত থাকে (চিত্র নং ১২) তবে রোগমুক্তি নির্ণয় করিবে।

চিত্র নং ১২

চিত্র নং ১৩

আয়ুরেখা ভগ্ন হইয়া যদি ১৩ নং চিত্রানুরূপ ভাগ্যরেখার সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে দৈবানুগ্রহে নির্দ্দিষ্ট বয়সে জাতক ভীষণ বিপদ্ হইতেও উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়।

অঙ্গুষ্ঠের প্রথম পর্ব্বের নিকট হইতে উত্থিত হইয়া ১৪ নং চিত্রানুরূপ শুক্র-ক্ষেত্র বেষ্টন করতঃ অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ পর্য্যন্ত আয়ুরেখা বিস্তৃত থাকিলে জাতকের শারীরিক দুর্ব্বলতা হেতু প্রায়শঃ সন্তান হয় না। স্ত্রীলোকের হস্তে এই রেখা দেখিলে প্রসবকালীন ক্লেশ অনুমান করিবে।

চিত্র নং ১৪

আয়ুরেখা শৃঙ্খলিত হইলে জাতক দুর্ব্বল (স্নায়বিক) ও রুগ্ন হয়। উভয় হস্তে এই রেখার মধ্যস্থান সূক্ষ্ম দেখিলে জাতকের জীবনের শেষভাগে রোগ-ভোগাদি এবং যদি ঐ সূক্ষ্মাংশের প্রান্তভাগে 'দাগ' থাকে তবে হঠাৎ মৃত্যু হয়।

চিত্র নং ১৫

আয়ুরেখা প্রশস্ত, অগভীর ও বিবর্ণ হইলে স্বল্পজীবনীশক্তিবিশিষ্ট, ক্ষুন্নস্বাস্থ্য ও ক্ষীণপ্রতিরোধশক্তিসম্পন্ন (অর্থাৎ রোগের আক্রমণে বাধা দিতে, সহ্য করিতে বা সত্বর রোগমুক্তি পাইতে হইলে দেহে যে শক্তি থাকা প্রয়োজন তাহারই অপ্রাচুর্য্য) বুঝিতে হইবে। এইরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের হিংসা ও সন্দিগ্ধপরায়ণ স্বভাব ধারণা করিবে। প্রবল, সুগভীর আয়ুরেখা দেখিয়া জাতকের উগ্র স্বভাব, অতিরিক্ত শ্রমে ও অবিশৃঙ্খল কার্য্যাদির অভ্যাস বশতঃ সত্বর জীবনীশক্তির হ্রাস এবং সন্ন্যাস রোগ স্থির করিবে। সূক্ষ্ম, গভীর ও রক্তবর্ণ আয়ুরেখা সুস্থ-সবল দেহের পরিচায়ক। আয়ুরেখার কোন কোন স্থান সূক্ষ্ম ও কোন কোন স্থান স্থূল হইলে জাতক চঞ্চল ও অব্যবস্থিতচিত্ত হয়।
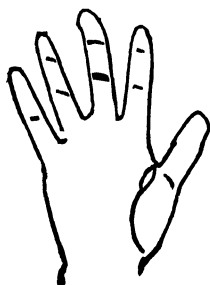
চিত্র নং ১৬

আয়ুরেখার প্রান্তে যব চিহ্ন জাতকের জন্মদোষ, বংশগত রোগ ও সাংঘাতিক দুর্ঘটনার পরিচায়ক। কিন্তু আয়ুরেখার অন্য স্থানে যবচিহ্ন থাকিলে চিহ্নিত স্থানে যে বয়স অনুমিত হইবে, সেই বয়সে রোগের আক্রমণ এবং যব চিহ্নের শেষ প্রান্তের নির্দ্দিষ্ট বয়সে রোগমুক্তি বুঝিতে হয়।

চিত্র নং ১৬ক

শুক্রক্ষেত্রে আয়ুরেখার সমান্তরাল যদি অন্য একটি রেখা থাকে (চিত্র নং ১৭) তবে আয়ু-রেখায় প্রকট অশুভ চিহ্নাদি জনিত অশুভ ফল দূর হইয়া শুভ হয়। এরূপ চিহ্ন থাকিলে দীর্ঘজীবন আশা করিতে পারা যায়; কিন্তু স্বাস্থ্যবান্ হয় না। এই চিহ্ন থাকিলে জাতক বিলাসী, সুখভোগী ও উত্তরাধিকারসূত্রে স্ত্রীলোকের বিষয় পাইয়া থাকে।

চিত্র নং ১৭

চিত্র নং ১৮

মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া শুক্রক্ষেত্র বেষ্টনপূর্ব্বক বৃহস্পতিক্ষেত্র পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত আয়ুরেখা (চিত্র নং ১৮) থাকিলে জাতক বাল্যকাল হইতেই উচ্চাভিলাষী, আত্মবিশ্বাসী ও প্রশংসাভাজন হয় এবং সর্ব্ব কার্য্যে সাফল্য লাভ করে। মান্য ও বরেণ্য হইয়াই যেন ইহারা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

পার্শ্বস্থিত চিত্রের ন্যায় আয়ুরেখা হইতে বৃহস্পতিক্ষেত্র পর্য্যন্ত যদি একটি শাখারেখা বিস্তৃত থাকে, তবে জাতকের নির্দ্দিষ্ট বয়সে আশানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে সাফল্যলাভ হয়। কিন্তু উক্ত শাখারেখা যদি অন্য একটি গভীর রেখা দ্বারা কর্ত্তিত হয়, তবে উহা ব্যর্থোদ্যমের পরিচায়ক জানিবে।

চিত্র নং ১৯

২০ নং চিত্রানুরূপ আয়ুরেখা হইতে উদ্‌গত একটি শাখারেখা চন্দ্রক্ষেত্রে উপনীত হইলে দৃঢ় হস্তবিশিষ্ট জাতক নির্দ্দিষ্ট বয়সে ভ্রমণকারী, মতপরিবর্ত্তনশীল ও অবিবেচক হইয়া থাকে। হস্ততল কোমল হইলে উক্ত চিহ্নবিশিষ্ট জাতক জ্ঞানী ও সফলকাম হইলেও চিত্তচাঞ্চল্য হেতু অবিবেচকের ন্যায় কার্য্য করিয়া অর্থ নষ্ট করে, এবং পরিশেষে কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হয়।
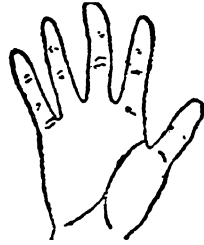
চিত্র নং ২০

চিত্র নং ২১

আয়ুরেখার প্রারম্ভেই তারকা বা ক্রশ চিহ্ন থাকিলে জাতকের জন্মকালে মাতার মৃত্যু হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অন্যস্থানে ঐ চিহ্ন থাকিলে নির্দ্দিষ্ট বয়সে সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ও প্রাণহানিকর পীড়া অবশ্যম্ভাবী।

২২ নং চিত্রানুরূপ আয়ুরেখা অল্পায়ু ও কঠিন ব্যাধির পরিচায়ক। আয়ুরেখার যে যে স্থান হইতে এইরূপ অবনত বা নিম্নগামী রেখা নিঃসৃত হইয়াছে, সেই সেই স্থানের নির্দ্দিষ্ট বয়সানুযায়ী জীবনীশক্তির হ্রাস বা বিশেষ রকমের পীড়া অথবা দৌর্ব্বল্য অনুমান করিবে। সাধারণতঃ এইরূপ রেখা ৪০ হইতে ৪৯ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকগণের হস্তে দৃষ্ট হয়। আয়ুরেখার উপর ঐরূপ উর্দ্ধগামী রেখা সতেজ জীবনীশক্তি ও সুস্থ এবং সবল দেহের পরিচায়ক।

চিত্র নং ২২

চিত্র নং ২৩

আয়ুরেখার প্রান্তভাগে ২৩নং চিত্রানুযায়ী একটি শাখারেখা থাকিলে জাতক অল্পায়ু ও ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া থাকে।

আয়ুরেখা প্রাচীন মতে 'পিতৃরেখা' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই পিতৃরেখা পরিষ্কার, দীর্ঘ ও গভীর হইলে পিতা বহুদিন জীবিত থাকেন এবং জাতক পিতৃস্নেহ ভোগ করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা দ্বারা পিতৃরেখা খণ্ডিত হইলে পিতার বা নিজের কষ্টভোগ, ব্যাধি বা অল্প বয়সে পিতৃহানি হয়। এই রেখার গতি ও ভাব অনুযায়ী পিতার বিষয় চিন্তা করিবে।

হৃদয়রেখা

বুধের ক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইয়া বৃহস্পতিক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত রেখাকে হৃদয়রেখা বলে। হৃদয়রেখাবিহীন করতলবিশিষ্ট মানব কপট ও কুপ্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হয় এবং তৎসঙ্গে যদি স্বাস্থ্যরেখা ক্ষীণ বা অস্পষ্ট থাকে, তবে অল্পায়ু বা হৃৎপিণ্ডের পীড়া হেতু আকস্মিক মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। স্পষ্ট, সুন্দর হৃদয়রেখাবিশিষ্ট জাতক প্রণয়ী, শান্ত ও সবল হইয়া থাকে। গভীর হৃদয়রেখায় পক্ষাঘাতের আশঙ্কা করিবে। উজ্জ্বল রক্তবর্ণ হৃদয়রেখা ক্ষমা ও সহানুভূতিহীন, প্রচণ্ড ও উদ্দাম প্রবৃত্তির পরিচায়ক।

করতলের পার্শ্বদেশ হইতে বুধ ও মঙ্গল-ক্ষেত্রের মধ্যে উদ্ভূত হইয়া বৃহস্পতিক্ষেত্রে আসিয়া হৃদয়রেখা দুইটি শাখায় বিভক্ত হইলে স্নেহশীল ও বিশুদ্ধ প্রেমিকের লক্ষণ বুঝিবে। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহাদের ভালবাসা সমভাবেই থাকে।
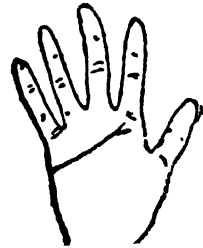
চিত্র নং ২৪
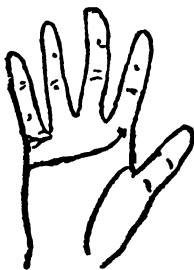
বৃহস্পতি ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া তর্জ্জনীর প্রথম পর্ব্বের মূলদেশ পর্য্যন্ত হৃদয়রেখা প্রসারিত থাকিলে জাতক আদর্শ প্রেমিক হয়। কল্পনানুযায়ী মানস প্রতিমা পাইলে দোষ-গুণ-নির্ব্বিচারে প্রেমান্ধ হইয়া তাহাকে ভালবাসিয়া থাকে। অন্যথায় তাহার বিবাহিত জীবন সুখময় হয় না।

চিত্র নং ২৫

হৃদয়রেখা শনিক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে জাতক প্রকৃত স্নেহ ও ভালবাসাহীন, স্বার্থপর, ঈর্ষ্যান্বিত ও ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ হয়।

চিত্র নং ২৬

শৃঙ্খলিত হৃদয়রেখা স্ত্রী জাতির প্রতি ঘৃণা, লাম্পট্য ও হৃদ্‌রোগের পরিচায়ক। ইহার সহিত শুক্রবন্ধনী থাকিলে জাতক অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি করে।

চিত্র নং ২৭
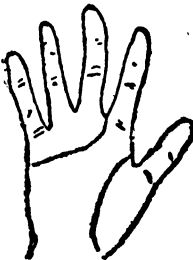
চিত্র নং ২৮

তর্জ্জনী ও মধ্যমার সংযোগস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হৃদয়রেখা দেখিয়া জাতকের আন্তরিকতা, বাহ্যাড়ম্বর-শূন্যতা ও অল্পে তুষ্টি বুঝিতে হইবে। এই চিহ্নবিশিষ্ট জাতক ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয় না।
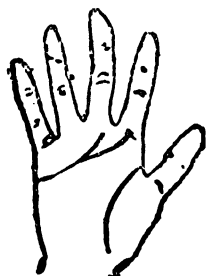
হৃদয়রেখা হইতে একটি শাখা শনিক্ষেত্রে ও অপর একটি শাখা বৃহস্পতিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, শাখা রেখার শনিক্ষেত্রে গমন হেতু ২৬ নং চিত্রে বিবৃত স্বভাব ও অন্য শাখা রেখাটি বৃহস্পতিক্ষেত্রে উপনীত হওয়ায় ২৪ ও ২৫ নং চিত্রে বিবৃত অবস্থা-সমন্বয় প্রাপ্ত হয়। জাতক পুরুষ হইলে স্বার্থপর, সন্দিগ্ধচিত্ত, ইন্দ্রিয়াসক্ত, ধনী, সৌভাগ্য-শালী ও ধার্ম্মিক হয়। সর্ব্বগুণসম্পন্না স্ত্রীলাভ সত্ত্বেও জাতক অসুখী হইয়া থাকে। কখন কখন উদ্যম বিফল হইবার সম্ভাবনা।

চিত্র নং ২৯

হৃদয়রেখা অবনমিত হইয়া আয়ু ও শিরো-রেখার সহিত (চিত্র নং ৩০) মিলিত হইলে জাতক অসমসাহসিক কার্য্য করিয়া থাকে এবং পূর্ব্বাপর চিন্তা না করিয়াই সহসা যে কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়ে। হৃদ্‌রোগ, আঘাতাদি আকস্মিক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। হৃদয়রেখা শনি স্থানের নিম্নে শিরোরেখার সহিত মিলিত হইলে হঠাৎ মৃত্যু সম্ভাবনা।

চিত্র নং ৩০

চিত্র নং ৩১

হৃদয়রেখা হইতে বহির্গত হইয়া একটি শাখা রেখা শিরোরেখা কর্ত্তন করিলে অথবা উহা অতিক্রম করিয়া আয়ুরেখা স্পর্শ করিলে জাতক বিচার-তর্কের অতীত, একগুঁয়ে, বাধা-বিঘ্ন-অগ্রাহ্যকারী, অশান্তিপূর্ণ-দাম্পত্য জীবন হয় ও তজ্জন্য মানসিক কষ্ট পাইয়া থাকে।

হৃদয়রেখা হইতে বহির্গত নিম্নগামী শাখা রেখার প্রান্তভাগে ক্রশ চিহ্নের ন্যায় চিহ্ন থাকিলে ব্যর্থপ্রেম, অপাত্রে ন্যস্তপ্রণয়-জনিত নৈরাশ্য ও মনঃকষ্ট অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ একাধিক চিহ্ন থাকিলে একাধিক বার উক্ত কারণে মনস্তাপ ঘটিবে।
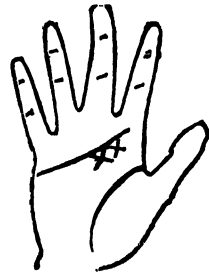
চিত্র নং ৩২

চিত্র নং ৩৩

৩৩ নং চিত্রানুযায়ী চিহ্নবিশিষ্ট জাতক নব যুবতী-সঙ্গপ্রিয়, আন্তরিকতা-শূন্য ও অবিশ্বাসী-প্রেমামোদী হয় এবং সে জন্য নিজের ও বহু রমণীর মানসিক অশান্তি ও কষ্টের কারণ হইয়া থাকে।

হৃদয়রেখার মূলদেশে একাধিক শাখা রেখা সন্তান-বাৎসল্য প্রকাশ করে। অপুত্রক বা অপত্যস্নেহহীনের হস্তে এরূপ রেখা থাকে না; অপিচ, তাহারা নিজের বা অন্যের সন্তান-সন্ততির প্রতি মমতাহীন এবং বিরক্ত হইয়া থাকে।
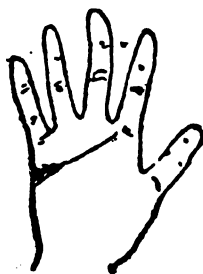
চিত্র নং ৩৪

হৃদয়রেখা একাধিক বিন্দুচিহ্নযুক্ত বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখার দ্বারা খণ্ডিত হইলে জাতক স্নেহ-ভালবাসায় হতাশ হয় ও দুঃখ ভোগ করে; এবং স্নেহ বা প্রণয়পাত্রের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস করিয়া তাহাদেরই দ্বারা প্রতারিত হইয়া থাকে।

চিত্র নং ৩৫

শনি বা রবিক্ষেত্রে হৃদয়রেখা ভগ্ন বা ছিন্ন থাকিলে সাংঘাতিক পীড়া (রক্ত চলাচল ব্যাঘাত-জনিত) হইয়া থাকে; কিন্তু ছিন্ন বা ভগ্ন হইয়াও উক্ত ভগ্ন রেখার একাংশ যদি অপরাংশের পার্শ্ব দিয়া পৃথক্‌ভাবে প্রসারিত থাকে, তবে রোগমুক্তি সুনিশ্চিত। বিন্দুচিহ্ন-বিশিষ্ট হৃদয়রেখা দেখিয়া অজীর্ণ ও হৃদ্‌রোগ (বুক ধড়্‌ফড়্) আশঙ্কা করিবে।

চিত্র নং ৩৬

হৃদয়রেখার উপর শনি ক্ষেত্রের নিম্নদেশে যবচিহ্ন থাকিলে বীর্য্যবাহী অথবা অণ্ডকোষের আবরণের শিরা-নিচয়ের ব্যাধি হয়। হৃদয়রেখার উপর রবি ক্ষেত্রের নিম্নে যবচিহ্ন থাকিলে দৃষ্টিশক্তির হ্রাস ও চক্ষুরোগ হইয়া থাকে। হৃদয়রেখায় যবচিহ্ন থাকিলে বাত ও কম্প জ্বর হইবার সম্ভাবনা।
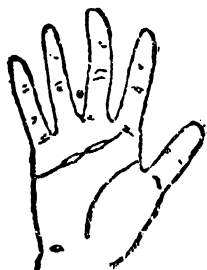
চিত্র নং ৩৭

হৃদয়রেখা হইতে বক্রভাবে কোনও একটি রেখা চন্দ্র ক্ষেত্রে উপনীত হইলে জাতক হত্যাকারী হয়। হৃদয়রেখায় যদি রক্তবর্ণ গভীর বিন্দুচিহ্ন দৃষ্ট হয় এবং উহা রবি ক্ষেত্রের নিম্নে থাকে, তবে আরব্ধ (শিল্প) কার্য্যাদি অসম্পূর্ণ থাকে এবং উচ্চাশা অপূর্ণ থাকায় মানসিক অশান্তি ভোগ হয়। যদি ঐ চিহ্ন বুধ স্থানের নিম্নে দৃষ্ট হয়, তবে জাতক দর্শন ও আইনশাস্ত্রজ্ঞ হয়; কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে চিকিৎসক দ্বারা মনঃকষ্ট পাইয়া থাকে। বৃহস্পতি ক্ষেত্রে হৃদয় রেখা বা উহার শাখা না পৌছিলে জাতক দরিদ্র হয়। অনামিকার মূলদেশ পর্য্যন্ত হৃদয়রেখা প্রসারিত এবং ভাগ্যরেখা বিশেষ বলবতী না হইলে সকল উদ্যমই বিফল হয়; কিন্তু উহা অনামিকার মূল দেশের কিয়দংশ বেষ্টন করিলে গুহ্যবিদ্যায় পারদর্শী হয়। বুধের ক্ষেত্রে হৃদয়রেখার কোন শাখাদি না থাকিলে জাতক অপুত্রক হয়। হৃদয়-রেখাহীন ব্যক্তির স্বাস্থ্যরেখা যদি অধিকাংশ স্থানে ভগ্ন হয়, তবে জাতক স্ত্রীলোক-বিদ্বেষী ও চঞ্চলমতি হইয়া থাকে। উচ্চ চন্দ্র ক্ষেত্র ও শুক্র বন্ধনী-বিশিষ্ট করতলে দীর্ঘ হৃদয়রেখা স্ত্রী সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ চিত্তের পরিচয় প্রদান

করে। হৃদয়রেখা শিরোরেখার নিকটবর্ত্তী হইলে দুষ্টবুদ্ধি, ধনলিপ্সু, কপট, প্রতারক ও হিংসাপরায়ণ হয়। হরিদ্রাভ হৃদয়রেখা যকৃতের দোষ সূচনা করে। শনি স্থান হইতে উদ্ভূত শাখাহীন হৃদয়রেখা স্বল্পায়ু ও হঠাৎ মৃত্যুর লক্ষণ। বৃহস্পতি ক্ষেত্র হইতে উত্থিত অতি সূক্ষ্ম হৃদয়-রেখা নিষ্ঠুর ও হত্যাকারীর হস্তে দৃষ্ট হয়। অনামিকা ও মধ্যমার মধ্যস্থান হইতে উদ্ভূত হৃদয়রেখায় জাতকের অত্যন্ত কষ্ট ও অতিরিক্ত পরিশ্রম সূচিত হয়।

শিরোরেখা

করতলে হৃদয়রেখা ও আয়ুরেখার মধ্যে, তর্জ্জনীর মূলদেশে বৃহস্পতি ক্ষেত্রের নিম্নে, আয়ুরেখার প্রান্তভাগ হইতে চন্দ্র ক্ষেত্র পর্য্যন্ত অর্দ্ধবৃত্তাকারে বিস্তৃত রেখার নাম শিরোরেখা। ইহা মানবের বোধশক্তি, মানসিক বৃত্তি ও শক্তির পরিচায়ক। শাখাহীন, অভগ্ন, দীর্ঘ শিরোরেখা-বিশিষ্ট জাতক সুবুদ্ধি, সুবিচারক, বিচক্ষণ ও মানসিক বলসম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহারা বুদ্ধিবলে সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ব কার্য্যে সফলতা লাভ করে।

মস্তিষ্কের ব্যাধিযুক্ত, কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খের হস্ত অনেক সময়ে শিরোরেখা হীন দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র শিরোরেখা বুদ্ধিহীনতাজ্ঞাপক। গভীর শিরোরেখা পক্ষাঘাত রোগের পরিচায়ক।

শিরোরেখা, প্রচীন মতে 'মাতৃরেখা' নামে অভিহিত। মাতৃরেখা অখণ্ড, সুবিস্তৃত, গভীর এবং আয়ুরেখার (প্রাচীন মতে পিতৃরেখার) সহিত মিলিত থাকিলে মাতা দীর্ঘজীবিনী হন এবং জাতক মাতা কর্ত্তৃক সুখ-শান্তি লাভ করিয়া থাকে। এই রেখা নানা স্থানে ছিন্ন বা খণ্ডিত হইলে জাতক অল্প বয়সে মাতৃহীন হয়, অথবা মাতা চিররুগ্না হন। এই রেখার গতি অনুযায়ী পিতার ও মাতার বিষয় চিন্তা করিবে। তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে আয়ু ও শিরোরেখা (প্রাচীন মতে পিতৃ ও মাতৃরেখা) মিলিত না থাকিলে জাতক পিতা ও মাতা কর্ত্তৃক সুখী হইতে বা পিতা ও মাতাকে সুখী করিতে পারে না।

শিরোরেখা ঈষৎ বক্রভাবে চন্দ্র ক্ষেত্রে উপনীত হইলে কল্পনা প্রভাবে জাতকের বুদ্ধিবৃত্তি সম্যক্ বিকশিত হইয়া থাকে।

চিত্র নং ৩৮

আয়ুরেখার কথঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইয়া চন্দ্রক্ষেত্রের নিম্ন ভাগে শিরোরেখা প্রসারিত হইলে জাতক কল্পনা দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রায়শঃ অদ্ভুত কল্পনাশীল, সাহিত্যিক, সন্দিগ্ধচিত্ত, সর্ব্ব বিষয়ে এবং সকলের প্রতি অদ্ভুত ধারণাপোষণকারী হয়। শিরোরেখার প্রান্তভাগে তারকা বা ক্রশ চিহ্ন থাকিলে জলে ডুবিয়া বা অন্য প্রকারে আত্মহত্যার আশঙ্কা বুঝিবে; কিন্তু উক্ত রেখার পার্শ্বে চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকিলে জাতক রক্ষা পাইয়া থাকে।

চিত্র নং ৩৯

চিত্র নং ৪০

করতলের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত সরলভাবে বিস্তৃত শিরো-রেখাবিশিষ্ট জাতক কর্ম্মী, অর্থলোলুপ, স্বার্থপর, সুচতুর, সুব্যবসায়ী, কৃপণ, নীচপ্রকৃতিসম্পন্ন এবং কল্পনা, সহানুভূতি ও আদর্শহীন হয়।

শিরোরেখা বক্র হইয়া বুধের ক্ষেত্রে গমন করিলে জাতক সূক্ষ্ম ও কূট বুদ্ধিসম্পন্ন, অত্যাচারী, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কলহ বা প্রহারকারী, ব্যবসা বা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সফলকাম হয় এবং স্বকার্য্য-সাধনে অন্যের পরামর্শ ও সহায়তা লাভ করিয়া থাকে।

চিত্র নং ৪১

চিত্রানুরূপ শিরোরেখা-বিশিষ্ট জাতক নীচ ও সঙ্কীর্ণমনা হইয়া থাকে। ইহাদের কল্পনা সঠিক ও যুক্তি অকাট্য ; অন্যের নিকট শিক্ষার প্রয়োজন হয় না বা বাঞ্ছনীয় মনে করে না।
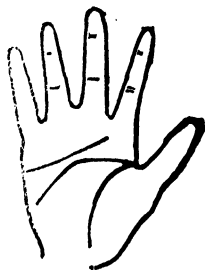
চিত্র নং ৪২

শিরোরেখা ও হৃদয়রেখার মধ্যবর্ত্তী স্থান প্রশস্ত হইলে জাতক সৎ, রাজভক্ত, সমদর্শী ও উন্নতমনা হইয়া থাকে ; অপিচ, সমধিক প্রশস্ত হইলে অত্যন্ত উদারহৃদয় হয় এবং যে যাহা বলে, তাহাই বিশ্বাস করে।

চিত্র নং ৪৩

চিত্র নং ৪৪

আয়ুরেখার সহিত কতকাংশে মিলিত হইয়া শিরোরেখা চন্দ্রক্ষেত্রে গমন করিলে জাতক কার্য্যে ইতস্ততকারী, চঞ্চলমন, দীর্ঘসূত্রী, মনোভাবসংগোপনশীল, বচন-পটু না হইলেও লিখনপটু, গভীর চিন্তাশীল, অগ্রপশ্চাৎ সবিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্যকারী হয়। আত্মবিশ্বাসী বা নির্ভরশীল, আত্মপ্রশংসা-প্রচারপ্রিয় নহে বলিয়া অনুমান করিবে।

আয়ুরেখার প্রান্তভাগে শিরোরেখা যুক্ত না থাকিলে জাতক স্পষ্টবাদী, উৎসাহী, অস্থির, অব্যবস্থিতচিত্ত, আত্মবিশ্বাসী, আত্মনির্ভরশীল, পুস্তকাদি পাঠে শিক্ষা বা অভিজ্ঞতাদি সঞ্চয় অপেক্ষা দেখিয়া শিখিতে ইচ্ছুক হয়।

চিত্র নং ৪৫

চিত্র নং ৪৬

শিরোরেখার প্রান্তভাগে এক বা ততোঽধিক শাখারেখা থাকিলে জাতকের মত সহজেই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কখন সদয় বা সহানুভূতিসম্পন্ন, আবার কখন কঠোর এবং উদাস ভাবাপন্ন হয়।

শিরোরেখা হইতে উর্দ্ধগামী শাখা-রেখা বৃহস্পতি ক্ষেত্রে উপনীত হইলে উচ্চাকাঙ্খা ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। ঐরূপ শাখারেখা রবিক্ষেত্রগত হইলে শিল্পী, কলাকুশল, অভিনেতা, আইনজ্ঞ, যশঃপ্রিয় হয়।

চিত্র নং ৪৭

চিত্র নং ৪৮

শিরোরেখা হইতে বুধের ক্ষেত্রে একটি শাখারেখা আসিলে বাণিজ্য ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে পটু হয়। ঐরূপ শাখারেখা (চিত্রানুরূপ) রবি স্থানে প্রসারিত হইলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সাফল্যলাভ এবং তদ্দ্বারা অর্থোন্নতি হয়।

শিরোরেখা শৃঙ্খলিত হইলে জাতকের ক্ষীণ স্মৃতিশক্তি, পুরাতন শিরঃপীড়া, ধারণাশক্তিহীন, চঞ্চলস্বভাব, হাল্‌কা-মন হয়।

চিত্র নং ৪৯

চিত্র নং ৫০

তরঙ্গায়িত শিরোরেখা রবি কিংবা বুধের ক্ষেত্রের নিম্নে হৃদয়রেখার সহিত মিলিত থাকিলে, জাতক উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। এইরূপ রেখাবিশিষ্ট উন্মাদের রক্ষকগণ সর্ব্বদা সতর্ক না থাকিলে বিপদের সম্ভাবনা।

শিরোরেখা ঈষদূর্দ্ধভাবে বক্র হইয়া শনি ক্ষেত্রের নিম্নে, হৃদয়রেখার নিকট-বর্ত্তী হইলে এবং অঙ্গুলির নখগুলি বক্র ও দীর্ঘ হইলে জাতকের হাঁপানি রোগের সম্ভাবনা।

চিত্র নং ৫১

আয়ুরেখার সহিত মিলিত না হইয়া অতি সামান্য ব্যবধানে কিয়দংশ সমান্তরাল ভাবে আসিয়া শিরোরেখা চন্দ্র ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে আয়ুরেখার সমান্তরাল হইয়া যতদূর পর্য্যন্ত শিরো-রেখা আসিয়াছে, তদনুযায়ী বয়ঃকাল মধ্যে মস্তিষ্কের বিকৃতি-জনিত জ্বর (Brain Fever) হওয়ার সম্ভাবনা।

চিত্র নং ৫২

চিত্র নং ৫৩

শিরোরেখার অনুগামী আর একটি রেখা দ্বিভাববিশিষ্ট, প্রখর জ্ঞান ও প্রতিভা এবং মানসিক বলসম্পন্ন জাতকের লক্ষণ।

চিত্র নং ৫৫

শিরোরেখা শনি ক্ষেত্রের নিম্নে ভগ্ন হইলে জাতক মস্তিষ্কের পীড়া ভোগ করে বা মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যদি বিভক্ত রেখা ভগ্ন স্থান হইতে ঈষৎ ব্যবধানে শিরোরেখার অপরাংশের উপর কিয়দ্দূর যায়, তবে আরোগ্যলাভ সুনিশ্চিত। রবিস্থানের নিম্নে শিরোরেখা ভগ্ন হইলে ক্ষীণদৃষ্টি বা সর্দ্দি-গর্ম্মী রোগের সম্ভাবনা।

কতিপয় সূক্ষ্ম রেখা দ্বারা শিরোরেখা খণ্ডিত হইলে শিরঃপীড়া ও প্রবঞ্চক হয়। শিরোরেখায় নীল বর্ণের বিন্দু চিহ্ন থাকিলে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ঘটিয়া থাকে।

চিত্র নং ৫৬

ক্রশ চিহ্ন অপেক্ষা শিরোরেখাঙ্ক তারকা চিহ্ন অধিকতর বিপজ্জনক।

চিত্র নং ৫৭

যব চিহ্নযুক্ত শিরোরেখা দ্বারা জাতকের স্নায়ু সংক্রান্ত (নিউরালজিয়া) রোগ অনুমিত হয়।
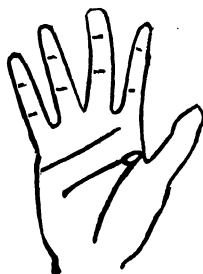
চিত্র নং ৫৮

শিরোরেখা হইতে একটি শাখারেখা বক্রভাবে শনিস্থানে উপনীত হইলে জাতক সাধারণতঃ অল্পভাষী, মৌনী, সঙ্গীত ও ধর্ম্মানুশীলনকারী হয়।

শিরোরেখার উপর দাগ—

(ক) রক্তবর্ণ হইলে মস্তকে আঘাত।

(খ) শ্বেতবর্ণ হইলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার।

(গ) কৃষ্ণবর্ণ হইলে (শনি ক্ষেত্রের নিম্নে) দন্তশূল, (রবি ক্ষেত্রের নিম্নে) চক্ষুরোগ এবং (শুক্র ক্ষেত্রের নিকট) কর্ণরোগ।

(ঘ) নীলবর্ণ হইলে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের সূচনা করে।

শিরোরেখায় একাধিক যব চিহ্ন ও একাধিক সূক্ষ্ম রেখা থাকিলে শিরঃপীড়া ও বায়ুরোগ হয়। শিরোরেখার শেষাংশ দ্বিখণ্ডিত হইয়া একটি শাখা চন্দ্রক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে জাতক প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয় এবং তাহার স্বপ্ন সফল হয়। শিরোরেখা করতলের মাত্র মধ্যস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে জাতকের স্বল্প জ্ঞান ও ক্ষীণ বুদ্ধি হয়। শনিক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত শিরোরেখা অকাল মৃত্যুর লক্ষণ। শনি স্থানের নিম্ন হইতে শিরো-রেখার উদ্ভব হইলে, জাতকের পরিণত বয়সে বিদ্যাশিক্ষা ও বুদ্ধি পরিস্ফুট হয়। কোমল করতল, বৃহস্পতি ও রবির ক্ষেত্র পুষ্ট ও উচ্চ হইলে শিরোরেখা সংক্রান্ত নানা দোষ খণ্ডিত হয়। বহু রেখাবিশিষ্ট করতলে দীর্ঘ শিরোরেখা দ্বারা জাতকের বিপদ্‌কালীন আত্মসংযম, ইঙ্গিতমাত্রই কার্য্য করিবার ক্ষমতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সূচিত হয়। বহু শাখাবিশিষ্ট এবং ছিন্ন শিরোরেখা আজীবন-রোগভোগের লক্ষণ।

ভাগ্যরেখা

ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই মানবের গত জন্মের কর্ম্মফল দ্বারা ইহ-

চিত্র নং ৫৯

জীবনের ভাগ্য রচিত হইয়া থাকে। ভাগ্যই মানব-জীবনের জন্ম-জন্মান্তরের কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করে। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই অঙ্কিত মানবের করতলস্থ ভাগ্যরেখা দ্বারা তাহার ভাগ্য, বিধিলিপি বা অদৃষ্টের সম্যক্ বিবরণ অনায়াসে জানিতে পারা যায়। সাধারণতঃ মণিবন্ধের ঈষৎ উপর হইতে উদ্ভূত হইয়া শুক্র ও চন্দ্রক্ষেত্র বিভক্ত করিয়া করতলের মধ্য দিয়া শনিস্থান অতিক্রম করতঃ মধ্যমাঙ্গুলির প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সরল ও অখণ্ড ঊর্দ্ধরেখার অপর নাম ভাগ্যরেখা। এইরূপ রেখা অন্যের বিনা সহায়তায়, বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও, আয়ুরেখার দোষ বা দুর্ব্বলতা সংশোধন পূর্ব্বক জাতককে অনায়াসে উন্নত ও সৌভাগ্যশালী করে।

ভাগ্যরেখাহীন করতলবিশিষ্ট জাতক যে ভাগ্যহীন বা দুর্ভাগ্য হইবেই এরূপ নহে। অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রে আত্মীয়, বন্ধু বা অন্য কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে, স্ব-চেষ্টায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে অভীপ্সিত কার্য্য দ্বারা সাফল্য

ও উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। এই সকল স্বয়ংসিদ্ধ কর্ম্মিগণ তাহাদের কৃতকার্য্যের ফলাফলের জন্য দায়ী। ভাগ্যরেখা না থাকায় ভাগ্যরেখা দ্বারা সূচিত কর্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় না ; ফলে, জাতক স্বেচ্ছাচালিত হইয়া ফলাফল যাহাই হউক না কেন, বাঞ্ছিত কার্য্য মনোমত ভাবে করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়া থাকে।

চিত্র নং ৬০

ভাগ্যরেখা বৃহস্পতিক্ষেত্রে গমন করিলে (স্ত্রীলোক হইলে বিবাহের পর হইতে) উচ্চাভিলাষী, প্রভুত্বপরায়ণ এবং রবি স্থানে উপস্থিত হইলে (সূচ্যগ্র অনামিকা) শিল্পবিদ্যা, (চতুষ্কোণ অনামিকা) সাহিত্য, (স্থূলাগ্র অনামিকা) নাটকাদি রচনায় পটু হয়।

চিত্র নং ৬১

যাহারা অন্যের সহায়তায় উন্নতি লাভ করে, তাহাদের হস্তস্থিত ভাগ্য-রেখা সাধারণতঃ চন্দ্রের ক্ষেত্র হইতে উত্থিত হয়। জনপ্রিয়গণের হস্তে প্রায়শই এইরূপ ধরণের ভাগ্যরেখা দেখা যায়।

আয়ুরেখা হইতে ভাগ্যরেখা উত্থিত হইলে জাতক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম দ্বারা কার্য্যে সফলতা লাভ করিয়া থাকে। অপরিচিত অপেক্ষা বন্ধু বা আত্মীয়গণের নিকট হইতে অধিকতর সাহায্য পাইয়া থাকে। বিরোধী রেখাদি থাকিলে উদ্যম ভঙ্গ হয়। আয়ুরেখার যে স্থান পর্য্যন্ত ভাগ্যরেখা মিলিত থাকে, জাতক নিজেই সেই বয়স অবধি মাতা-পিতা ও আত্মীয়জনের সেবা ও তৃপ্তি-সাধনে সচেষ্ট থাকে।
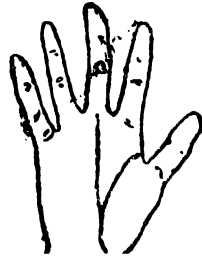
চিত্র নং ৬২

শুক্রক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইয়া আয়ুরেখা ভেদ করিয়া ভাগ্যরেখা মধ্যমার প্রথম পর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হইলে, আয়ু ও ভাগ্যরেখার সঙ্গম স্থলে জাতকের যে বয়স নির্দ্দিষ্ট হইবে, সেই বয়স পর্য্যন্ত মাতাপিতা বা আত্মীয় স্বজনের অধীন ও তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত এবং তাহার পর হইতে জাতক স্বাধীন হইয়া থাকে।

চিত্র নং ৬৩

ভাগ্যরেখা যদবধি আয়ুরেখার অতিশয় নিকটবর্ত্তী থাকিবে, সেই নির্দ্দিষ্ট বয়স পর্য্যন্ত জাতক মাতাপিতা বা আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক প্রভাবান্বিত হইবে। তৎকালীন ফলাফল রেখা-বিচার দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়; পরিষ্কার রেখা শুভ ফলের পরিচায়ক

চিত্র নং ৬৪

চিত্র নং ৬৫

মণিবন্ধের নিকট হইতে উত্থিত না হইয়া ভাগ্যরেখা করতলের মধ্যস্থল হইতে প্রকাশিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, জাতকের জীবনের প্রথমাংশ ভাগ্যরেখা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় তাহার নিজ ইচ্ছামত কার্য্যাদি করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। পরন্তু যে স্থান হইতে ভাগ্যরেখা উত্থিত হইয়াছে, সেই নির্দ্দিষ্ট বয়স হইতেই স্ব-চেষ্টায় ইপ্সিত কার্য্য আরম্ভ ও সফলতা লাভ অবশ্যম্ভাবী। উচ্চাভিলাষিগণের হস্তে এই রেখা বাঞ্ছনীয় ফল প্রদান করে।

তরঙ্গান্বিত ও ভগ্ন ভাগ্যরেখা দ্বারা পরিবর্ত্তন, অনিশ্চয়তা, কখন ভাল, কখন মন্দ—এইরূপ ভাব সূচিত হয়। উক্ত রেখা যদি হৃদয়রেখার উপরে সোজা, অভগ্ন ও অখণ্ডিত অবস্থায় প্রসারিত থাকে তবে ৫০ বৎসর বয়সের পর শুভ হইবে।

নং ৬৬

চিত্র নং ৬৭

ভগ্ন বা ছিন্ন ভাগ্যরেখা দ্বারা নানারূপ পরিবর্ত্তনাদি, শারীরিক পীড়া, সম্পত্তি ও অর্থনাশ, এতৎসহ বক্র হইলে সাংসারিক বিপদ, অশান্তি প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। প্রত্যেক ভগ্ন স্থানের নির্দ্দেশিত বয়সে পরিবর্ত্তন সূচিত হয়। বিভক্ত রেখা দুইটির যদি একটি ঈষৎ পৃথক্ হইয়া অপরটির প্রান্ত ভাগ অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূর গমন করে তবে পরিবর্ত্তন শুভকর হইয়া থাকে।

ভাগ্যরেখার প্রারম্ভে যবচিহ্ন থাকিলে জাতক বিবাহ-জ নহে বলিয়া

চিত্র নং ৬৮

অনুমান করিবে। ভাগ্যরেখায় যবচিহ্ন থাকিলে নিজ দোষে সম্মান, প্রতিপত্তি, অর্থ ও সম্পত্তিহানি ঘটিয়া থাকে। যবচিহ্ন মধ্যস্থলে থাকিলে রমণী দ্বারা (জাতক স্ত্রী লোক হইলে পুরুষ কর্ত্তৃক) প্রলুব্ধ হয়। শিরোরেখার নিম্নে ভাগ্যরেখার উপর যবচিহ্ন থাকিলে, বিজাতীয় স্ত্রী বা পুরুষ কর্ত্তৃক জাতক প্রভাবান্বিত ও প্রলুব্ধ হইয়া থাকে এবং তাহার উন্নতির ব্যাঘাত ও ফলনোন্মুখ কর্ম্ম নষ্ট হয়।

ভাগ্যরেখায় তারকা চিহ্ন থাকিলে উক্ত চিহ্নিত স্থানের নির্দ্দেশিত বয়সে সমূহ বিপদ্, দুর্ভাগ্য ও প্রণয়-ভঙ্গাদি ঘটিয়া থাকে। শনিক্ষেত্রে ভাগ্যরেখার উপর তারকা চিহ্ন থাকিলে সহসা মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। ভাগ্যরেখার প্রারম্ভে তারকা চিহ্ন দ্বারা মাতা-পিতা হইতে জাতকের দুর্ভাগ্য-প্রাপ্তি হয় এবং ঐ চিহ্নের সহিত শুক্রক্ষেত্রে তারকা চিহ্ন থাকিলে, অল্প বয়সেই মাতা বা পিতার অথবা উভয়ের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

চিত্র নং ৬৯

পার্শ্বস্থিত চিত্রানুযায়ী ভাগ্যরেখার সহিত অপর একটি রেখা মিলিত হইলে বিবাহ (অথবা স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় মিলন) এবং উক্ত রেখা ভাগ্যরেখা অপেক্ষা গম্ভীর ও বলবান্ হইলে জাতক স্ত্রী বা স্বামীর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীন হয়।

চিত্র নং ৭০

কিন্তু উক্ত রেখা ভাগ্যরেখার সহিত মিলিত না হইলে (চিত্র নং ৭১) প্রণয়ভঙ্গ ঘটিয়া থাকে, এবং বিবাহ হয় না।

চিত্র নং ৭১

উক্ত রেখা ভাগ্যরেখা অতিক্রম করিলে (চিত্র নং ৭২) জাতকের স্ত্রী, স্বামী বা প্রণয়ীর কর্ত্তৃত্বের অবসান এবং উভয়ের বিচ্ছেদ অনিবার্য্য।

চিত্র নং ৭২

চিত্র নং ৭৩

অনেকের হস্তে একাধিক ভাগ্যরেখা দৃষ্ট হয়। সাধারণ ভাগ্যরেখাপ্রভাবে জাতকের এক প্রণালীর এবং পার্শ্ববর্ত্তী দ্বিতীয় বা ততোঽধিক ভাগ্যরেখা দ্বারা একই সময়ে বিভিন্ন রকমের কার্য্যাদি সূচিত হয়। উহাতে যদি যবচিহ্ন না থাকে এবং রেখা ভগ্ন, ছিন্ন বা খণ্ডিত না হয়, তবে শুভ ফল প্রদান করে।

ভাগ্যরেখা করতলের মধ্য স্থান হইতে উঠিয়া বুধ স্থানে উপনীত হইলে, জাতক বিজ্ঞানশাস্ত্র, বক্তৃতা ও ব্যবসায় উন্নতি লাভ করে। সরল ও শাখাবিশিষ্ট ভাগ্যরেখা থাকিলে কিংবা ভাগ্যরেখার প্রথমাংশ বক্র ও শেষাংশ সরল হইলে, দরিদ্রাবস্থা হইতে ধনী হয়। ভাগ্যরেখা হইতে একটি শাখা রেখা শুক্রক্ষেত্রে ও অপরটি চন্দ্রক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, জাতক কল্পনাপ্রবণ ও প্রেমিক হয়। ঈষৎ রক্তবর্ণ ও সরল ভাগ্যরেখা হৃদয়রেখা পর্য্যন্ত গমন করিলে বৃদ্ধাবস্থায় ভাগ্যবান্, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক, কৃষিকার্য্যাদি ও স্থপতিবিদ্যায় (ইঞ্জিনীয়ারিং) পটু হয়। শনিস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ররেখা দ্বারা ভাগ্যরেখা বিভক্ত বা খণ্ডিত হইলে, জীবনের শেষভাগে অর্থকষ্ট হয়। শুক্রস্থান হইতে উদ্ভূত কোন একটি ক্ষুদ্র রেখাদ্বারা ভাগ্যরেখা কর্ত্তিত হইলে দুর্ঘটনা এবং আয়ু ও ভাগ্যরেখা উভয়ই কর্ত্তিত হইলে স্ত্রীবিয়োগ বা স্ত্রীলোক হইতে কষ্টপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। ভাগ্যরেখায় ক্রশচিহ্ন থাকিলে নির্দ্দিষ্ট বয়সে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

প্রবল রবিরেখাবিশিষ্ট করতলে, সরল অখণ্ড ভাগ্যরেখা স্বাভাবিক

ভাবে শিরোরেখা পর্য্যন্ত যাইয়া তদূর্দ্ধে সূক্ষ্মাকারে মধ্যমার প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে জাতক ধনী হইয়া থাকে। অপিচ, রবিরেখাহীন অথবা ক্ষীণ রবিরেখাযুক্ত করতলে, ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া শিরোরেখার উর্দ্ধভাগ হইতে ঈষৎ বক্র ও সরল হইয়া মধ্যমার প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত অঙ্কিত থাকিলে জাতক দরিদ্র ও ভিক্ষোপজীবী হয়।

বুধ বা রবি স্থানে উপনীত ভাগ্যরেখা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুভকর হইয়া থাকে। হৃদয়রেখা বা তন্নিম্ন পর্য্যন্ত প্রসারিত ভাগ্যরেখা বিশেষ শুভ এবং তদূর্দ্ধে বিস্তৃত হইলে অশুভ।

শনিক্ষেত্রে উপনীত হইয়া শনিরেখার সহিত ভাগ্যরেখা মিলিত হইলে অথবা ভাগ্যরেখা করচতুষ্কোণ হইতে উত্থিত হইলে অতীব দুঃখ-কষ্টভোগ, এমন কি, কারাবাস পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। রমণীগণের হস্তে সরল ও প্রবল ভাগ্যরেখা থাকিলে ভাগ্য সম্বন্ধে শুভ হইলেও স্বামী স্থান অশুভ অর্থাৎ বৈধব্য-যোগ সূচিত হয়।

রবিরেখা

রবিক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইয়া সরলভাবে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রেখাকে রবিরেখা কহে। ইহা হইতে ধন, বিদ্যা, যশঃ, বুদ্ধি, সফলতা প্রভৃতি বিচার করা হয়। ভাগ্যরেখাহীন করতলে রবিরেখা ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়।

রবিরেখাহীন জাতক প্রতিপদে বাধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং কোনও কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারেনা।

চিত্র নং ৭৪

করতলে সরল, স্পষ্ট, অখণ্ড রবি-রেখা থাকিলে জাতক আজীবন সূক্ষ্ম বুদ্ধি, ও বিচার-শক্তি দ্বারা প্রভূত বিদ্যা, যশঃ ও ধনোপার্জ্জন করিয়া থাকে এবং স্থিরচিত্ত, প্রত্যুৎপন্নমতি, সদ্ব্যয়ী, মহৎসঙ্গী, কৃতী, বুদ্ধিজীবী ও পরামর্শদাতা হয়।

রবিক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইয়া রবিরেখা চন্দ্রস্থানে উপনীত হইলে অন্যের বা জনসাধারণের সাহায্যে সাফল্য লাভ এবং জনসাধারণের চেষ্টায় কীর্ত্তিমান্, যশস্বী ও প্রসিদ্ধ হয়। যদি রবিরেখা অতিক্রম করিয়া শিরোরেখা চন্দ্রক্ষেত্রে গমন করে, তবে জাতক কবি, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীত ও কলাবিদ্যায় পটু হয়।

চিত্র নং ৭৫

চিত্র নং ৭৬

রবিরেখা শুক্রক্ষেত্র অথবা আয়ুরেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে সাহিত্য বা শিল্পকার্য্যে (বিশেষতঃ চিত্রাঙ্কনাদিতে) স্বেচ্ছায় না হইয়া আত্মীয় বা বন্ধুর উপদেশ ও প্ররোচনায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও শেষে নিজ চেষ্টা, কার্য্য-দক্ষতা ও প্রতিভাবলে অসাধারণ সাফল্য লাভ সুনিশ্চিত।
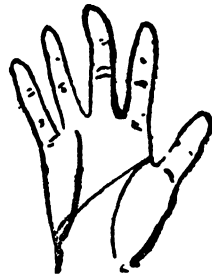
করতলের মধ্যস্থান পর্য্যন্ত রবিরেখা আসিলে জীবনের প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রম ও চেষ্টায় নীরবে কার্য্য করিতে হয়, পরে ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় বলে অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকেও কার্য্যে সফলতা লাভ হয়।

চিত্র নং ৭৭

চিত্র নং ৭৮

শিরোরেখা এবং রবিরেখা দীর্ঘ, স্পষ্ট ও পরিষ্কার থাকিলে এবং অনামিকা লম্বা হইলে 'ষ্টক শেয়ার' এবং ঐ জাতীয় ব্যবসায় প্রচুর অর্থলাভ হয়। এই সঙ্গে করতল কোমল হইলে জুয়া খেলার প্রবৃত্তি সূচনা করে।

রবিরেখা ত্রিধাবিভক্ত হইয়া যথাক্রমে শনি, রবি ও বুধের ক্ষেত্রে গমন করিলে যশঃ ও ধন প্রদান করে।

চিত্র নং ৭৯

রবিরেখা একাধিক স্থানে ভগ্ন থাকিলে জাতক নানা উপায়ে স্থায়ী বা সাময়িক ভাবে যশঃ ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। এই চিহ্নবিশিষ্ট জাতক সকল কার্য্যেই পটু হয়। ইহারা মত-পরিবর্ত্তনশীল হওয়ায় বিভিন্ন মতলব মত সমস্ত কার্য্যই যদি একযোগে করিবার প্রয়াস পায়, তাহা হইলেও শুভ ফল পাইবে।

চিত্র নং ৮০

চিত্র নং ৮১

রবিরেখায় যবচিহ্ন থাকিলে যে স্থানে যবচিহ্ন আরম্ভ হইয়াছে তথাকার নির্দ্দিষ্ট বয়স হইতে যশের হানি হয়। যবচিহ্ন অতিক্রম না হওয়া অবধি ঐ কয় বৎসর মধ্যে পূর্ব্বাবস্থা বা সম্মান ফিরিয়া পায় না। করতলে তরঙ্গায়িত রবিরেখা থাকিলে চঞ্চলচিত্ত, অল্পবুদ্ধি ও কার্য্যপণ্ডকারী হয়। হৃদয়রেখার উপর রবিরেখা উপনীত হইলে পরিণত বয়সে উন্নতি হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্পবিদ্যা দ্বারা উন্নতি লাভ করে।

হৃদয়রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত রবিরেখা, প্রশস্ত শিরোরেখা এবং স্থূলাগ্র অনামিকা দেখিয়া জাতককে নাটক-লেখক বলিয়া বুঝিবে। প্রবল রবি, এবং মধ্যমা ও অনামিকা উভয়ই দৈর্ঘ্যে সমান হইলে জুয়া ও দ্যূতক্রীড়া এবং ষ্টক শেয়ার ও নানাবিধ মালপত্রাদি কেনা-বেচা ব্যবসায় নিপুণ হয়। রবিরেখা সুস্পষ্ট এবং বুধ ও বৃহস্পতির ক্ষেত্র উচ্চ হইলে, জাতকের ভাগ্য, বুদ্ধি, সম্মান ও শাস্ত্রানুরাগ বৃদ্ধি পায়। প্রবল রবিরেখা ও বক্র অঙ্গুলি-বিশিষ্ট করতলের মধ্যদেশ অপেক্ষাকৃত গভীর হইলে সকল উদ্যম প্রায়শঃ পণ্ড হয়। কোন গ্রহের স্থান উচ্চ নহে, অথচ রবিরেখা প্রবল হইলে জাতক অন্যের সম্পত্তি পাইয়া থাকে। রবি স্থানে বহু রেখা থাকায় জাতক শিল্পকার্য্যাদি দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়াও আশানুরূপ ফললাভে বঞ্চিত হয়। রবিরেখার উপর তারকাচিহ্ন অতীব শুভ; এইরূপ চিহ্ন থাকিলে বন্ধু দ্বারা অর্থলাভ হয়। রবিক্ষেত্রে রবিরেখায় ক্রুশচিহ্ন জাতকের ধর্ম্মপরায়ণতার লক্ষণ। রবি ও হৃদয়রেখার সঙ্গমস্থলে

কৃষ্ণ বর্ণের 'দাগ' থাকিলে চক্ষুরোগ, এমন কি, অন্ধও হয়। হৃদয় ও শিরোরেখার মধ্যবর্ত্তী স্থানে রবিরেখায় তারকা চিহ্ন অথবা কয়েকটি সূক্ষ্ম রেখা দ্বারা রবিরেখা খণ্ডিত হইলে, জাতকের মধ্য বয়সে পদোন্নতি বা অর্থাগমে বিঘ্ন ঘটে। রবিরেখায় অর্দ্ধ বৃত্তাকার চিহ্ন থাকিলে প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও জাতক ধনলাভে বঞ্চিত হয়। অনামিকার মূলদেশ হইতে শিরোরেখা বা হৃদয়রেখা পর্য্যন্ত সরল, অখণ্ড রবিরেখা থাকিলে, জাতক সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিভূষিত হইয়া থাকে। এই সঙ্গে

(ক) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে মুদ্রা চিহ্ন থাকিলে জাতক বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইবে।

(খ) বৃহস্পতিক্ষেত্রে চতুষ্কোণ বা ক্রশচিহ্ন থাকিলে অথবা

(গ) শনিক্ষেত্রে ত্রিশূলবৎ চিহ্ন থাকিলে বিদ্যালাভার্থ বিদেশগমন এবং তদুপলক্ষে সমুদ্রযাত্রাও ঘটিয়া থাকে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা দ্বারা রবিরেখা বিভিন্ন স্থানে যত বার খণ্ডিত থাকিবে তত বারই বিদ্যায় ব্যাঘাত ঘটিবে অথবা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইবেই।

ভাগ্যরেখা প্রবল থাকিলেও যদি করতলে রবিরেখা দৃষ্ট না হয়, তবে দুঃখ ও নৈরাশ্যপূর্ণ জীবন অনুমান করিবে। অপিচ, ভাগ্যরেখা বা শিরোরেখা মলিন হইলেও রবিরেখা স্পষ্ট ও প্রবল থাকিলে, সর্ব্ব কার্য্যে সফলতাপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। কখন কখন আয়ুরেখা, ভাগ্যরেখা, শিরোরেখা বা হৃদয়রেখা হইতে অথবা মঙ্গল, চন্দ্র বা রবিক্ষেত্র হইতে রবিরেখা উত্থিত হইয়া থাকে। আয়ুরেখা হইতে উত্থিত রবিরেখা দ্বারা নিজ চেষ্টায় সফলতা লাভ ('অদৃষ্টক্রমে' বা 'হঠাৎ' লাভ নহে)

হইয়া থাকে। ভাগ্যরেখা হইতে রবিরেখা উত্থিত হইলে স্বচেষ্টায় কার্য্যসিদ্ধি ও খ্যাতিলাভ হয়। অন্য রেখাদিযুক্ত না হইয়া রবিরেখা মঙ্গলের ক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জাতক সাফল্যলাভ করিয়া থাকে। রবিক্ষেত্র হইতে উত্থিত রবিরেখা চন্দ্রক্ষেত্রে গমন করিলে জাতক জনপ্রিয় হয় এবং জনসাধারণের কার্য্য বা তৃপ্তি সাধন করিয়া যশঃ ও অর্থ উপার্জ্জন করে। অভিনেতা, গায়ক, শিল্পী, বক্তা প্রভৃতির হস্তে এইরূপ রবিরেখা দৃষ্ট হইয়া থাকে। লেখক, বৈজ্ঞানিক, বিশেষ বিষয়ের গবেষক, শিক্ষার্থী ও যাহারা মস্তিষ্কের পরিচালনা করে, এইরূপ জাতকের হস্তে রবিরেখা প্রায়শঃ শিরোরেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেখা যায়। ইহারা জীবনের মধ্যভাগ অতিক্রম করিয়া পরিণত বয়সে উন্নতি লাভ করে। হৃদয়রেখা পর্য্যন্ত প্রসারিত রবিরেখাবিশিষ্ট জাতক অন্যের সাহায্য কিংবা স্নেহ, ভালবাসা বা প্রীতি লাভ করিয়া জীবনের শেষভাগে উন্নতি লাভ করে। পরিণত বয়সে বিবাহ, বিবাহিত জীবনের সুখ ও পার্থিব সুখ, শান্তি ইত্যাদি এই রেখা দেখিয়া অনুমান করিবে। স্বক্ষেত্রস্থ রবিরেখায় কার্য্যসিদ্ধি ও যশঃ সূচিত হয়। তর্জ্জনী অপেক্ষা অনামিকা (রবির অঙ্গুলি) লম্বা হইলে ও রবিরেখা স্পষ্ট থাকিলে জুয়া খেলায় সফলকাম, অনামিকা ও মধ্যমা দৈর্ঘ্যে সমান হইলে সঞ্চয়ী হয় ও প্রভূত ধন সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা করে। রবিক্ষেত্রে বহু রেখা থাকিলে কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মে। রবিরেখার অনুগ এক বা ততোঽধিক রেখা থাকিলে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হয়। কিন্তু হস্তে একটি স্পষ্ট ও প্রবল রবিরেখা সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ ও শুভকর। শনিস্থান হইতে আসিয়া কোনও একটি রেখা রবিরেখাকে কর্ত্তন করিলে, জাতক আজীবন দ্রারিদ্র্য

ভোগ করে। বুধস্থান হইতে একটি রেখা আসিয়া রবিরেখাকে কর্ত্তন করিলে জাতকের চিত্তচাঞ্চল্য ও উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক ঘটে।

রবিরেখায় যবচিহ্ন থাকিলে নির্দ্দিষ্ট বয়ঃকাল পর্য্যন্ত কার্য্য, যশঃ ও প্রতিপত্তির হানি হয়। শুক্র বা রাহুক্ষেত্র হইতে কতকগুলি বিরোধী রেখা, রবিরেখাকে খণ্ডিত বা স্পর্শ করিলে, অথবা রবিক্ষেত্রে বা তদভিমুখে আসিলে বাধা-বিপত্তি, শত্রুবৃদ্ধি, কার্য্যনাশ ও অমঙ্গল ঘটে। রাহুক্ষেত্র হইতে বিরোধী রেখা উত্থিত হইলে, জাতকের সমজাতীয় এবং শুক্রক্ষেত্র হইতে নির্গত বিরোধী রেখা দ্বারা ভিন্ন জাতীয় অর্থাৎ জাতক পুরুষ হইলে স্ত্রী, এবং রমণী হইলে পুরুষজাতীয় শত্রু দ্বারা বিপন্ন হইবে। রবিরেখায় তারকা চিহ্ন অতীব শুভ। উক্ত রেখায় চতুষ্কোণ চিহ্ন শত্রুর শত্রুতা বিফল করিয়া যশঃ ও প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন রাখিবে। রবিরেখায় ক্রশ চিহ্ন থাকিলে দুঃখ-কষ্টাদি ভোগ হইয়া থাকে। সুগভীর করতলে রবিরেখা আশানুরূপ সুফলপ্রদ হয় না।

বুধরেখা

শুক্রক্ষেত্র হইতে উত্থিত এবং আয়ুরেখা-ভেদকারী অথবা আয়ু-রেখা হইতে, কিংবা উহা হইতে স্বল্প ব্যবধানে মণিবন্ধ হইতে উত্থিত ও বুধক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত রেখাকে বুধরেখা বলে। বুধরেখা হইতে মানবের প্রধানতঃ স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য বিষয় অবগত হওয়া যায়। সে কারণ কেহ কেহ ইহাকে স্বাস্থ্যরেখাও বলিয়া থাকেন।

চিত্র নং ৮২

বুধক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত সরল বুধরেখা চিকিৎসক, আইনজ্ঞ, জ্যোতির্ব্বিদ্ ও স্বাধীন-বৃত্তি-জীবিগণের হস্তে দৃষ্ট হয়। করতলস্থ এই রেখা ক্ষীণ বা ছিন্ন থাকিলে শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও রোগপ্রবণতা প্রকাশ করে। বুধরেখা সরল, দীর্ঘ ও অখণ্ড হইলে মানবের দেহ সবল, সুস্থ ও রোগাদিমুক্ত হইবেই এবং ধনবান্, স্বচেষ্টায় উন্নতিশালীও হয়। বুধরেখা বড়ই পরিবর্ত্তনশীল। অনেকের হস্তে বাল্যকালে ইহা দৃষ্ট হইয়া পরে পরিণত বয়সে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে, এইরূপ দেখা যায়।

বুধরেখার সহিত আয়ুরেখা মিলিত বা উহা দ্বারা খণ্ডিত হইলে অথবা উহা হইতে একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা রেখা আসিয়া আয়ুরেখার সহিত মিলিত হইলে সর্ব্বদাই রোগ ভোগ ও হৃদ্‌পিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া থাকে। আয়ু-রেখা হইতে অপেক্ষাকৃত লম্বা এবং বলবান্ বুধরেখা, আয়ুরেখার সহিত মিলিত হইলে বা উহাকে অতিক্রম করিলে জাতকের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কিন্তু আয়ু ও বুধরেখার মিলনস্থল হইতে ভাগ্যরেখার উদ্ভব হইলে মৃত্যু ঘটিবেনা।

চিত্র নং ৮৩
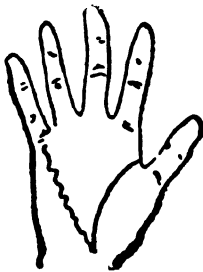
কোমল করতলে বুধরেখা তরঙ্গায়িত হইলে জাতক যকৃৎ ও পিত্ত-ঘটিত ব্যাধিগ্রস্ত এবং অবিশ্বাসী হইয়া থাকে।

চিত্র নং ৮৪

কতিপয় ক্ষুদ্র অসংলগ্ন সরল রেখা দ্বারা বুধরেখা বিভক্ত থাকিলে পুরাতন অজীর্ণ রোগ হয়। এই সঙ্গে শনিক্ষেত্র বৃহৎ হইলে দন্তরোগ হয়, এমন কি, জাতক অকালে দন্তহীন হইয়াও থাকে।

চিত্র নং ৮৫

বুধ ও শিরোরেখা উভয়েই যব চিহ্ন থাকিলে এবং নখ বক্র হইলে জাতক ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের হস্তে বুধরেখার যে স্থানে শিরোরেখা অতিক্রম করে, তথায় তারকা চিহ্ন দৃষ্ট হইলে, কষ্টপ্রসব বা প্রসবকালীন রোগ বা বিপদ্ ঘটে। বুধরেখায় যবচিহ্ন থাকিলে জাতক ঘুম-ঘোরে ভ্রমণ ও নানাবিধ অদ্ভুত কার্য্য করিয়া থাকে এবং স্বপ্নে নানা বস্তু দেখিতে পায়।

চিত্র নং ৮৬

করতলের অন্যত্র পরিদৃশ্যমান্ না হইলেও বুধরেখা যদি কেবল হৃদয় ও শিরোরেখার মধ্যে থাকে, তবে জাতকের মস্তিষ্ক বিকৃতি-জনিত জ্বর (ব্রেণ ফিভার) বা ঐ জাতীয় রোগ হইবেই।

চিত্র নং ৮৭

বুধরেখার স্বল্প ব্যবধানে সমান্তরাল একটি রেখা সরল ভাবে বুধক্ষেত্রে গমন করিলে জাতক স্বাস্থ্যবান্, সুখী, যশস্বী এবং সুবক্তা হয়। কিন্তু এই রেখা অতি সন্নিকটে থাকা অশুভ। বুধরেখার কেবল উপরিভাগ হইতে একাধিক শাখা রেখা বহির্গত হইয়া ভাগ্য ও শিরোরেখার সহিত মিলিয়া ত্রিভুজাকার হইলে সম্মান, খ্যাতি, ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম বিদ্যায় পারদর্শিতা, ইন্দ্রজাল, সম্মোহন বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রে নিপুণতা লাভ হয়। বুধরেখা বক্রভাবে চন্দ্রক্ষেত্রে উপনীত হইলে জাতক অব্যবস্থিতচিত্ত হয়, এবং তাহার অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে।

বুধরেখা রক্তবর্ণ হইলে অহঙ্কারী, পশু-প্রকৃতি, নিষ্ঠুর, জ্বররোগগ্রস্ত; (বুধক্ষেত্রে) শিরঃপীড়া; (মঙ্গলের ক্ষেত্রে) হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্ব্বলতা; কৃষ্ণাভ হইলে বৃদ্ধাবস্থায় পীড়া এবং বক্র ও যবচিহ্নযুক্ত বুধরেখা পীতবর্ণ হইলে পিত্ত ও অজীর্ণরোগ এবং গোলাপী বর্ণের হইলে

দুর্ব্বল আয়ুরেখা সত্ত্বেও জাতক দীর্ঘজীবী, স্বাস্থ্যবান্, আমোদপ্রিয় ও সৌভাগ্যশালী হয়। রবিরেখার সহিত ক্ষুদ্র রেখা সহযোগে বুধরেখা মিলিত হইলে জাতক ধনবান্ হয়। বুধরেখা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা দ্বারা কর্ত্তিত হইলে জাতক পীড়াগ্রস্ত এবং হৃদয়রেখার উপর দিয়া শনির স্থানে গমন পূর্ব্বক কোণ উৎপাদন না করিলে জাতক ক্ষয়রোগগ্রস্ত হয়। আয়ুরেখা হইতে বুধরেখা অতিদূরবর্ত্তী হইলে পদে আঘাতপ্রাপ্তি এবং ঐ রেখার উপর তারকা চিহ্ন থাকিলে জাতকের পাণ্ডু রোগ (ন্যাবা) হয়।

প্রবৃত্তিরেখা

মণিবন্ধের উপরিভাগে চন্দ্র ও শুক্রক্ষেত্র সংযোজক অর্দ্ধ বৃত্তাকার রেখা, অথবা চন্দ্রক্ষেত্রের নিম্নভাগ হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এই
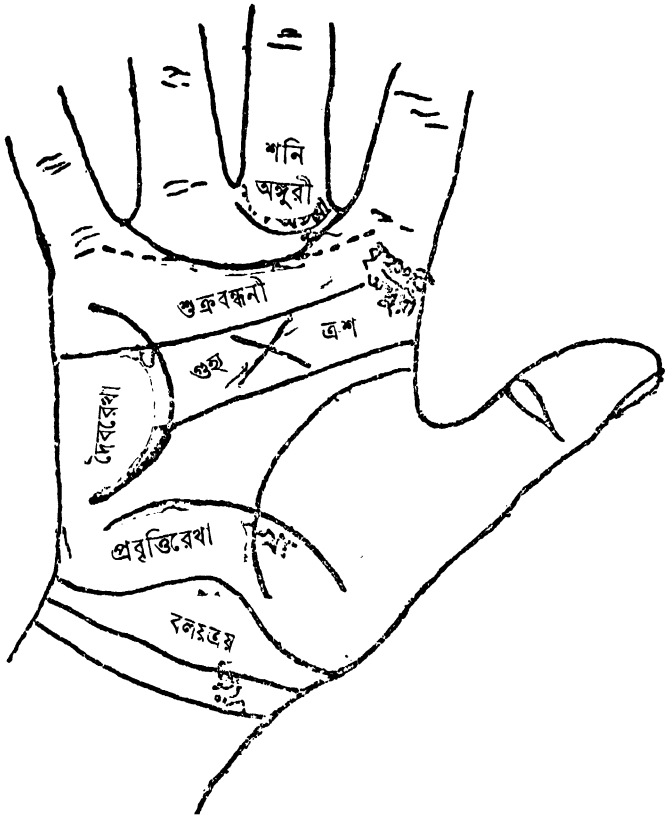
চিত্র নং ৮৮

উভয়বিধ রেখাকেই প্রবৃত্তিরেখা বলে। এইরূপ রেখাবিশিষ্ট জাতক লম্পট, (করতল কঠিন হইলে) মদ্যপ, (করতল কোমল ও শ্লথ হইলে) অহিফেনাদিসেবী হইয়া থাকে। অর্দ্ধবৃত্তাকার প্রবৃত্তিরেখা দ্বারা আয়ুরেখা কর্ত্তিত হইলে নির্দ্দিষ্ট বয়সে বিশেষতঃ অবৈধ প্রণয় বা লাম্পট্য-জনিত ব্যাপারে মৃত্যু হইয়া থাকে। প্রবৃত্তিরেখাযুক্ত করতলের চন্দ্রক্ষেত্রে যদি শিরোরেখায় বহু যবচিহ্ন থাকে তবে জাতক অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ, নীচমতি এবং পরিণামে উন্মাদ হয়। অপিচ, প্রবৃত্তিরেখা সরলভাবে থাকিলে জাতক বাগ্মিতায় খ্যাতিলাভ করে। রবিস্থান হইতে কোনও একটি রেখা উঠিয়া প্রবৃত্তিরেখার সহিত মিলিত হইলে জাতক ধনবান্ হয়।

দৈবরেখা

চন্দ্রক্ষেত্রের মধ্যে অথবা চন্দ্রক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইয়া বুধক্ষেত্র পর্য্যন্ত প্রসারিত, বুধরেখা হইতে পৃথক্, অর্দ্ধবৃত্তাকার রেখাকে দৈবরেখা বলে। এই রেখাবিশিষ্ট জাতক অলৌকিক শক্তিশালী ও বাক্‌সিদ্ধ, সাধারণ বা অল্পবিদ্যাবুদ্ধিবিশিষ্ট হইলেও দৈবশক্তি প্রভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে ও সম্মোহনী বিদ্যায় পটু হয়। ইহাদের স্বপ্ন সত্য হয় এবং ইহারা স্বপ্নে বা জাগ্রতে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় প্রত্যাদেশ পাইয়া থাকে। এইরূপ রেখা স্ত্রীলোকের হস্তেই প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়। অনাচারী বিশেষতঃ মদ্যপ হইলে এইরূপ রেখা সত্ত্বেও জাতক উক্ত ঐশী শক্তিহীন হইয়া পড়ে।
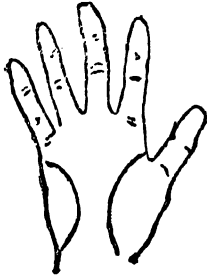
চিত্র নং ৮৯

রাহুরেখা

রাহুক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইয়া আয়ুরেখা ভেদ করিয়া শিরোরেখা পর্য্যন্ত প্রসারিত বা উহাকে খণ্ডিত করিয়া হৃদয়রেখা স্পর্শ বা অতিক্রম-কারী রেখাকে রাহুরেখা বলে। ইহা অতীব অশুভকর; করতলে রাহুরেখা না থাকাই বাঞ্ছনীয়। এই রেখাবিশিষ্ট জাতক বিদ্যাবুদ্ধি ও হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন হইলেও নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে, অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে। নিজবুদ্ধিদোষে বা অন্য কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া জাতকের উদ্যম বিফল ও কার্য্য পণ্ড হয়। ফলনোন্মুখ কর্ম্ম নাশ করাই রাহুরেখার বিশেষত্ব অর্থাৎ আর্থিক, মানসিক বা শারীরিক উন্নতি হওয়ার সময়েই অভাবনীয় বা অপ্রত্যাশিত ভাবে বাধা-বিঘ্নাদি উপস্থিত হইয়া সমুদয় পণ্ড করে। রাহুরেখাবিশিষ্ট জাতকের করতলে শুভদায়ক ভাগ্যরেখা, অতিরিক্ত ভাগ্যরেখা বা করাঙ্গুলিস্থ যবচিহ্নের প্রভাবে রাহুরেখার কুপ্রভাব, সম্পূর্ণরূপে না হইলেও, আংশিক বিনষ্ট হয়। রাহুরেখা লুপ্ত, লুপ্তপ্রায় বা অন্য রেখা দ্বারা খণ্ডিত হইলে জাতকের উন্নতির পথ সুগম হইয়া থাকে। কোন কোন হস্তে একাধিক রাহুরেখা (রাহুরেখা ও উহার অনুগ রেখা) দৃষ্ট হয়। ইহাও অশুভ।

শুক্ররেখা

শুক্রক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইয়া আয়ুরেখা পর্য্যন্ত বা উহা অতিক্রম করিয়া প্রসারিত এক বা ততোঽধিক রেখাকে শুক্ররেখা বলে।

শুক্রস্থানে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রথম পর্ব্বের নিকট হইতে উত্থিত হইয়া আয়ুরেখা-কর্ত্তনকারী প্রশস্ত গভীর শুক্ররেখা জাতকের বিশিষ্ট বন্ধু বা আত্মীয়ের মৃত্যু বা গভীর শোক প্রতিপন্ন করে। শুক্র-ক্ষেত্র হইতে নিঃসৃত রেখা আয়ুরেখা স্পর্শ বা কর্ত্তন করিলে আত্মীয় বা বন্ধুর সহিত বিবাদ অথবা উহাদের দ্বারা কষ্ট ও বাধাপ্রাপ্তি ঘটে।

চিত্র নং ৯

শুক্ররেখা কর্ত্তৃক আয়ু ও ভাগ্য রেখা উভয়ই খণ্ডিত বা স্পর্শিত হই ব্যবসায় বা সম্পত্তি লইয়া বন্ধু ও আত্মীয়গণের সহিত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী।

চিত্র নং ৮

শুক্ররেখা যদি শিরোরেখা স্পর্শ করে, তবে জাতকের কার্য্য ও মতলবে ব্যাঘাত এবং শিরোরেখা অতিক্রম করিলে সমূহ বিপদ্ ঘটিয়া থাকে। এই রেখাবিশিষ্ট জাতক অন্যের পরামর্শ মত কার্য্য করিয়া পরিণামে অনুতপ্ত হয়।
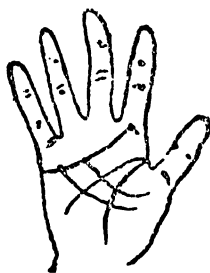
চিত্র নং ৯২

করতলে এইরূপ চিহ্ন থাকিলে জীবন অসুখী ; স্ত্রী ও পরমাত্মীয়গণের সহিত বিরোধ হয়।

চিত্র নং ৯৩

শিরোরেখা অতিক্রম করিয়া শুক্র-রেখা বুধক্ষেত্রে বিবাহরেখার সহিত মিলিত হইলে বা মিলিত হইয়া শাখা-রেখা উৎপন্ন করিলে বহু সন্তান সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ এবং এই সম্পর্কে মামলা মোকদ্দমা হইয়া থাকে।

চিত্র নং ৯৪

শুক্ররেখা শুক্রক্ষেত্রস্থিত তারকা চিহ্ন হইতে নির্গত হইয়া আয়ুরেখা কর্ত্তন করিলে পরমাত্মীয়ের আকস্মিক মৃত্যু এবং ভাগ্যরেখা খণ্ডন করিলে আত্মীয়ের মৃত্যুর জন্য কার্য্যহানি ঘটে। কিন্তু যদি উক্ত রেখা ভাগ্যরেখার সহিত মিলিত হইয়া যায়, তবে যে নির্দ্দিষ্ট বয়সে উহা আয়ুরেখা অতিক্রম করিবে তখন বা তাহার পর হইতে আর্থিক সাহায্য লাভ হইবে।

চিত্র নং ৯৫